অমৃত-কন্যা

মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

—সাড়ে তিন টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—বিভূতি সেনগুপ্ত

মুদ্রণ—ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস.
প্রকাশিত ও কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস ১৮ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ব

কুমারী কাল হইতে যিনি

আমার লেখার অগ্র-পাঠিকা,

প্রতি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি

ছাপার পূর্বে পাঠ করিয়া বিশেষ তৃপ্তি পাইতেন

সেই পরমাত্মীয়া ও কল্যাণীয়া

শ্রীমতী নিভা দেবীকে

এই গ্রন্থখানি সস্নেহে উপহার দিলাম

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর সারা ভারতের চেহারা যেমন বদলাইয়াছে, তেমনই সাহিত্যেরও রূপান্তর ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তনের ফলে সাহিত্যের ভিতর দিয়া জাতিগঠন এবং জাতির কল্যাণচেতনার সঙ্গে জাতির জীবনধারণের বাণীও প্রচারিত হওয়া উচিত। জাতির জীবনের স্থিতি ও গতি-পথে যে প্রচণ্ড সংঘাত আসিয়াছে, তাহা সাহিত্যে প্রতিফলিত করিবার প্রয়োজনও আজ দেখা দিয়াছে। জীবনের যাহা বাঞ্ছিত অথচ অনায়ত্ত, সাহিত্যের সাহায্যেই তাহাকে পূর্ণ ও সহজলভ্য করা সম্ভব। তাই আজ বস্তুতান্ত্রিক-ভিত্তিতে বর্তমান জীবনসংগ্রামের পটভূমিকায় রূপ পরিগ্রহ করিতেছে— সাহিত্যের মানুষ। তাই কর্মজীবনের সঙ্কট-পথে তরুণী নায়িকা গৌরীর এই প্রথম পদক্ষেপ।

সি. আই. টি ভবন (ইন্টালী)

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

শিয়ালদহ স্টেশনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ভিড়। তার মধ্যে পথ করে নিয়ে অষ্টাদশী এক তরুণী এমন সপ্রতিভ ও বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে চলেছে যে তার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়ে পারে না। তার পিঠে একটা ক্যাম্বিশের ঝোলা, একটা চামড়ার কোমরবন্ধে বাঁধা দুটি চামড়ার থলে কোমরের দু দিকে, তার বলিষ্ঠ হাত দুটিতেও দুটি স্যুটকেস। এই অবস্থায় প্রায় সমান বয়সের তিনটি ছেলেমেয়েকে সামনে নিয়ে সারকুলার রোডের বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে অকুণ্ঠভাবে চলেছে সে। ছেলেমেয়ে তিনটির মধ্যে দুটি ছেলে একটি মেয়ে। তাদের বয়স চার-পাঁচ বছরের মত হবে।

মেয়েটি আশ্চর্য রকমের স্বাস্থ্যবতী এবং এদিক দিয়ে তাকে অনবদ্য সুশ্রী, সুগঠনা ও সুন্দরী বলা যায়। যেতে যেতে মেয়েটি শিশুদের 'দাঁড়াও' 'চল' 'সামনের দিকে' এমনই ছোট ছোট কথায় সাবধান করছিল।

মেয়েটির নাম গৌরী।

দুটি ভদ্রবেশধারী লোক গৌরীকে অনুসরণ করে তার পিছু পিছু আসছিল। বয়স তাদের পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের কাছাকাছি। গৌরীকে নিয়েই তাদের আলোচনা চলছিল। একজন বলল, ওয়াশীব মাল বাবুজী!

দ্বিতীয় লোকটি বললে, ওদিকেও ওয়াশীব। মদও দিতে চাইলুম ভ্রূক্ষেপই করল না। দেখলে না কুলীগুলোকে পর্যন্ত আমলই দিলে না?

উত্তরে প্রথম লোকটি দৃঢ়কণ্ঠে বলল, লেকেন হামি লোক না ঘাবড়াবে। আরে জী, দেখিয়ে দেখিয়ে—

গৌরী তার ক্ষুদ্র দলটি নিয়ে অপেক্ষাকৃত একটু মুক্ত ও জনবিরল স্থানে আসতেই লোক দুটি কাছে এসে পরস্পরে চোখে চোখে ইশারা করল। সে ইঙ্গিত মেয়েটির দৃষ্টি এড়াল না। সঙ্গে সঙ্গে তার ভরাট মুখখানা গম্ভীর হয়ে উঠল।

প্রথম ব্যক্তিটি এগিয়ে এল গৌরীর কাছে, হেঁ হেঁ হেঁ, মুশকিলে পড়েছেন দেখছি, অথচ মুশকিল আসান করতে চাইছি শুনছেন না!

গৌরী ভ্রূটা কুঁচকে বললে, ঠিক ধরেছেন। মুশকিলে না পড়লে অন্তত

আপনাদের শিকার হয়ে মনের একটা কৌতূহল মেটাতাম। কিন্তু দেখ অবস্থা, তার জো নেই!

প্রথম ব্যক্তিটি বললে, ছি ছি, এসব কি আপনি বলছেন!

গৌরী বললে, সত্যিই বুঝতে পারেন নি? আচ্ছা, বলুন তো, হাজা লোক ঐ খোলা মাঠে পড়ে রয়েছে—ওদের মুশকিলেরও অন্ত নেই, কিন্ত দিকে না চেয়ে আমার মুশকিল আসানের জন্যে সেই থেকে সাধাসাধি মানে কি!

এর মানে বুঝলেন না? প্রথম লোকটি বলে চলে, ওদের সঙ্গে তুলনা হয়? তিন-তিনটে লিভিং লাগেজ নিয়ে আপনি বিব্রত—দুটো হাত —পিঠেও ঝুলছে ইয়া এক ঝোলা—

তা হলেই বুঝুন, আপনাদের ঝুলি যত বড়ই হোক, তার ভেতরে ত আঁটবে না।

দ্বিতীয় ব্যক্তিটি এতক্ষণে কথা বললে, বড়ি সরম দিলেন আপনে! হাত তো দেখেন—বিলকুল খালি আছে···ঝুলি কাঁহাসে মালুম হল!

গৌরী সরোষে বললে, আপনাদের মুখের ঝুলি আর চোখের ঠুলি বুঝেছি—শিকারের সন্ধানে ঝুলি নিয়েই ঘুরছেন!

লোক দুটি গৌরীর কথায় দাঁতে জিভ কেটে প্রতিবাদ করে উঠল এ ছি ছি! ছো ছো!

গৌরীর রাগ তখনও পড়ে নি, চিৎকার করে বলে উঠল, দাঁড়ান একটু, কথাটা হাতে হাতে প্রমাণ করে দিচ্ছি! বলেই জোর গলায় হাঁক দিল, পুলিস!

গৌরীর এই আকস্মিক হাঁকাহাঁকিতে দ্বিতীয় ব্যক্তিটি 'বাবুজী' বলে এ একটা ইঙ্গিত করেই চম্পট দিল। প্রথম ব্যক্তিটিও সঙ্গে সঙ্গে তাকে অ করল।

মুহূর্তের মধ্যে অদূরে হাফ-প্যাণ্ট-পরা, মাথায় টুপি, কোমরে রিভ গোঁজা বাঙালী পুলিস সার্জেণ্ট এগিয়ে এলেন গৌরীর কাছে। গৌরীর আ মস্তক, তার বেশবাস, অকুণ্ঠ গতিভঙ্গি কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করে বল আপনি ডাকছিলেন?

গৌরী বললে, হ্যাঁ।

কি হয়েছে ?

দুটো লোক প্ল্যাটফরমের গেট থেকে পিছু নিয়ে জ্বালাতন করছিল বলে আপনাকে দেখতে পেয়ে ডেকেছিলাম।

আপনার সঙ্গে কোন পুরুষ নেই ?

আজ্ঞে না। বাড়ি থেকে লোক বা গাড়ি আসবে বলে ভেবেছিলাম।

কোথায় যাবেন ?

লেক রোড—বালিগঞ্জে।

ট্যাক্সি একখানা ডেকে দেব ?

গৌরী বলল, না। ট্রামে কিংবা বাসে দশ জনের সঙ্গে যাওয়া আমি পছন্দ করি।

লেক রোডে কোথায় যাবেন ?

'চৌধুরী ভিলা'য়। স্যার সোমেশ্বর চৌধুরীর বাড়ি।

পুলিস সার্জেন্টটি সবিস্ময়ে বলে ওঠেন, তিনি তো মস্ত লোক। চলুন, আপনাকে বাসে তুলে দিই।

ধন্যবাদ।—গৌরী কৃতজ্ঞ স্বরে বললে।

গৌরী তার ক্ষুদে পল্টনটি নিয়ে নিজের ব্যাগ ঝোলা ইত্যাদি সামলিয়ে সার্জেন্টের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে চলল।

অনতিবিলম্বে তারা সারকুলার রোডের ওপরে স্টেট-বাস-স্ট্যাণ্ডে এসে পৌছল। তার পর পুলিস অফিসারটি ও বাসের কণ্ডাক্টরের সযত্ন সাহায্যে গৌরী তার দলটি নিয়ে বাসের মধ্যে উঠে বসল।

পুলিস সার্জেন্টটি বাসের জানালার ধারে এসে বাসের কণ্ডাক্টরকে উদ্দেশ করে বললেন, ইনি স্যার সোমেশ্বরের বাড়িতে যাবেন। কাছাকাছি মোড়ে এঁকে নামিয়ে দেবেন।

কণ্ডাক্টর সবিনয়ে বললে, নিশ্চয়ই দেব। এ তো আমাদের ডিউটি স্যার। বাস-স্ট্যাণ্ডের খুব কাছেই তো স্যার সোমেশ্বরের বাড়ি।

জনৈক যাত্রী যোগ দিলেন, স্যার সোমেশ্বর ? তিনি তো খুব নামী লোক—

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন যাত্রী সমর্থন করে বলে উঠলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এক ডাকে তাঁর নাম চেনা যায়।

॥ দুই ॥

চৌরঙ্গীর এক সম্ভ্রান্ত কফি-হাউসের বৃহৎ হলঘরে এক-একখানি ক্ষুদ্র টেবিল ঘিরে সুবেশধারী নাগরিকগণ পরমানন্দে সেদিন সন্ধ্যায় কফি পান করছিলেন। কোন কোন টেবিলে পুরুষ-সঙ্গীদের সঙ্গে সুবেশা তরুণীরাও যোগ দিয়েছেন। সেই হলেরই এক কোণে একখানি বড় টেবিলে সমবয়স্ক পাঁচটি তরুণ অলকা নামে একটি আধুনিকা সুন্দরী তরুণীকে ঘিরে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে আলাপ-আলোচনা করছিল।

অলকা কফির কাপে একটা চুমুক দিয়ে মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল, স্যার সোমেশ্বরের নাম তো কলকাতায় এসে অবধি শুনছি। তখন কি জানতাম যে আপনাদের সঙ্গে—

নিখিল নামে একটি যুবক বলে উঠল, অলকা দেবী, আজকের দিনে স্যার সোমেশ্বরকে হাত করা আর গভর্নমেণ্টের সাপোর্ট পাওয়া একই কথা।

রমেন নামে আর একটি যুবক সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমরা স্যারের দুই মেয়ের কাছেই আপনার কথা তুলেছি।

অলকা আগ্রহসূচক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, স্যারের কন্যা?

মদন বলে আর একটি যুবক উত্তর দিল, হ্যাঁ, মিস কিটি আর লটি—যেন একই বোঁটায় দুটি Rose flowers!

বিহারী নামক যুবকটি উচ্ছ্বাসভরে উপমা দিল, যাকে বলে উর্বশী আর মেনকা!

মদন বলল, আপনার অ্যাফেয়ার সব শুনে তাঁরাও আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন!

অলকা সকলের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে বলল, কিন্তু আমি যে কি করে আজ এখানে এসেছি সে আমার অন্তর্যামীই জানেন!

বিহারী সবিস্ময়ে বলল, তাই নাকি!

অলকার কণ্ঠে নৈরাশ্য ফুটে ওঠে, দিনে কলেজে যাই—ঐ পর্যন্ত! কিন্তু যেই শুনলেন, সন্ধ্যের পর বেরুব, ফিরতে রাত হবে—অমনি উঠল বাধা। সে এক ফাইট!

নিখিল টেবিলটা চাপড়ে বললে, যাক্, উইন তো করেছেন!

অতি কষ্টে।—অলকা মিষ্টি হেসে বললে।

বিহারী উৎসাহ দেখিয়ে বলল, শুনতে কিন্তু আগ্রহ হচ্ছে—

কিন্তু বলতে যে মাথা আমার কাটা যাচ্ছে বিহারীবাবু! সকালে উঠেই মামা ঠাকুরদালানে বসে গীতা পড়বেন, তার পর উপদেশ—বাড়িসুদ্ধ সবাইকে তা শুনতে হবে। সন্ধ্যের পরও ঐসব বখেড়া। কি করে যে এসেছি—

এতক্ষণ পরে সৌমেন কথা বলল, আমরাও কিছু কিছু জানি মিস্ রায়!

রমেন বলল, আপনার মামা বিংশ শতাব্দীকে সত্যযুগ বানাতে চান।

সৌমেন বলল, কাজেই আপনার পক্ষে এখন ঐ মামার বাড়ি হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক হরিণবাড়ি! আই মীন জেলখানা।

অলকা বলল, মিছে বলেন নি, তাই তো আপনাদের মত দরদী সহপাঠী বন্ধুদের কাছে সাহায্যপ্রার্থিনী হয়েছি।

বিহারী বলল, আমরাও তাই রাইট প্লেসেই আপনাকে নিয়ে চলেছি—যাকে বলা চলে 'ফ্রম হেল্ টু হেভেন্'!

সৌমেন বলল, ও ইয়েস, যেমন হিপোক্র্যাট আপনার মামা ধর্মদাস শাস্ত্রী, তেমনি এক্সট্রিমিস্ট স্যার সোমেশ্বর চৌধুরী—একেবারে opposite world—ভূস্বর্গ!

অলকা হেসে জিজ্ঞাসা করল, তা হলে স্বর্গধামে আমরা কখন্ পৌঁচচ্ছি? টাইমটা—

সৌমেন রিস্টওয়াচটির দিকে তাকিয়ে বলল, Just at eight!

অলকাও তার হাতঘড়ির দিকে তাকাল সঙ্গে সঙ্গে, তা হলে তো এখনি উঠতে হয়। বয়!

রেস্টুরেন্টের উর্দি-পরা ভৃত্য একটি ছোট রেকাবির ওপর বিলটি রেখে কাছে এসে সেলাম করতেই অলকা তার ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে দশ টাকার একখানা নোট বের করে রেকাবির ওপর রাখল। তার পর চেঞ্জ ফেরত নেবার কোন আগ্রহ দেখাল না দেখে ভৃত্যটি সানন্দে সামনের দিকে ঝুঁকে আর একটি সেলাম করল অলকাকে।

॥ তিন ॥

স্যার সোমেশ্বরের বাড়ির ভিতর মহলের একটি ঘর। ঘরটি বেশ সুসজ্জি
স্যারের দুই কন্যা কেতকী (কিটি) এবং লতিকা (লটি) এই ঘরে প্র
থাকে।

ঘরের বাইরে, এমন কি বাইরের ঘরে গিয়ে বসতে হলেও প্রসাধন না করে এ
কোনদিনই যেতে অভ্যস্ত নয়। অন্যদিনের মত এদিনেও দুই বোনের অঙ্গপ্রসাধ
চলেছে এবং তাদের প্রত্যেকের স্ব স্ব আয়া সে ব্যাপারে তাদের সাহায্য করছে

এই সময় প্রৌঢ় উড়ে চাকর হলধর ছোট একটা ট্রে হাতে নিয়ে দরজার ও
টাঙানো পর্দা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল। দিদিমণিরা সাজছে দেখে প্রথমে
জিভটা কিছুটা বাড়িয়ে দাঁত দিয়ে কেটে সলজ্জ ভঙ্গিতে একটু পিছিয়ে গেল।

আয়নার মধ্যে দিয়ে তাকে দেখতে পেয়ে কিটি কিন্তু অসংকোচে জিজ্ঞা
করল, কি রে, কে কার্ড পাঠালে, দেখি!

হলধর এবার আশ্বস্ত হয়ে নিজেকে সামলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ট্রেখানি দি
মণির সামনে ধরে সসম্মানে মাথা নীচু করল।

কিটি ট্রের ওপর থেকে কার্ডটি তুলে নিয়ে তার ওপর এক বার চোখটা বুলি
নিয়ে অর্ধস্বগতোক্তি করল, ও পঞ্চপাণ্ডব! আর সঙ্গে মিস—

লটি কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কে দিদি—দ্রৌপদী নাকি?

কিটি বলল, সম্ভব! পাঁচ জনেই যখন সঙ্গে করে এনেছেন! খুব না
educated and accomplished—Song, dance, acting সব দিকেই!
কথাই কাল বলেছিলেন পঞ্চপাণ্ডব।

লটি সোল্লাসে বলে উঠল, তা হলে নির্ঘাত দ্রৌপদী—দেখতে হবে তো!

কিটি হলধরের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, ড্রয়িংরুমে বসিয়েছিস্ তো?

হলধর ঘাড়টা নেড়ে বলল, হ।

বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে।

দুই বোনে এবার প্রসাধন শেষ করতে লাগল দ্রুত হস্তে।

স্যার সোমেশ্বরের ড্রয়িংরুমে অলকা তার পঞ্চ সঙ্গীর সঙ্গে অপেক্ষা করছিল

হলঘর এসে খবর দিল, দিদিমণিরা আসছেন।

ড্রয়িংরুমটিও বেশ সুসজ্জিত। ড্রয়িংরুমের দেওয়ালে বড় বড় ছবি ঝোলানো। ব্রোঞ্জের নানারকম মূর্তি। পিতলের ভাসে বাহারী গাছ। ঘরের একদিকে বিলিয়ার্ড খেলবার টেবিল, অন্যদিকে কিছু উঁচু পাটাতনের ওপরে নাটমঞ্চ। সেই নাটমঞ্চের দু পাশে বিবিধ বাদ্যযন্ত্র। মূল্যবান আস্তরণে মণ্ডিত টেবিল সোফা ইত্যাদি।

পঞ্চ সঙ্গীর সঙ্গে অলকা ঘরের জিনিসগুলি সব তন্ন তন্ন করে দেখছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে বিস্ময়পূর্ণ কণ্ঠে বলল, আমি যেখানে আছি তার তুলনায় সত্যই এ স্বর্গ।

মদন বলল, তবু তো স্বর্গের দেবকন্যা দুটিকে এখনও দেখেন নি!

নিখিল বলে উঠল, আর যিনি এই স্বর্গের রাজা—হি ইজ্ দি মনার্ক অফ অল আই সার্ভে! আমাদের গভর্নমেণ্ট তিনিই চালাচ্ছেন। বসুন।

॥ চার ॥

বহির্মহলের সুবিস্তীর্ণ একটি হলঘরে স্যার সোমেশ্বরের বৈঠক বসেছে। সমস্ত হলটি আগাগোড়া বিদেশীয় আসবাবপত্রে সজ্জিত।

বয়সের দিক দিয়ে সোমেশ্বর ষাটের সীমা অতিক্রম করলেও তাঁর দেহের বলিষ্ঠ বাঁধুনি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৌষ্ঠবতার জন্যে অনেক অল্পবয়স্ক মনে হয়। স্যারের মুখমণ্ডল ক্ষৌরিত। চোখে চশমা। পরনে খদ্দরের ধুতি ও পিরাণ। মাথায় গান্ধী টুপি। স্যারের চেয়ার ও টেবিলের সামনে পর পর পাঁচ-ছয়টি বেঞ্চির সারি। সেগুলি অধিকার করে কুড়ি-পঁচিশ জন বিভিন্ন শ্রেণীর প্রার্থী উপবিষ্ট।

স্যারের আসনের পাশে তাঁর বন্ধুস্থানীয় এক ব্যক্তি বসে, তাঁর নাম শিবরাম। স্যারেরই সমবয়স্ক। রহস্যময় দৃষ্টিতে স্যারের কার্যকলাপ তিনি দেখছিলেন।

স্যারের অন্যদিকে দুটি যুবক বসে তাদের কাজ করছিল। এদের এক জনের নাম ডক্টর দেবেন সরকার। তার পরনে সাহেবী পোশাক। ডক্টর দেবেন সরকার একটি প্যাডে কি লিখছিলেন। অপর যুবকটির পরনে মিহি ধুতি। পায়জামার মত করে পাকিয়ে পরা। গায়ে সাদা ধবধবে পাঞ্জাবি। তার ভাঁজগুলি যেন

এইমাত্র খোলা হয়েছে। গলার সোনার বোতামটি খোলা। পরিচ্ছদে ব কায়দাকানুনের কোন ব্যতিক্রম নেই। তার হাতে একটি ক্ষুদ্র ক্যাম্বের একটা ছবির স্কেচ। ইনি আর্টিস্ট। নাম অবিনাশ।

স্যার সোমেশ্বরের মুখে প্রসন্নভাব। কিন্তু একমাত্র শিবরাম ভিন্ন কেউ পারে নি যে তা কৃত্রিম। এটা স্যারের প্রার্থীদের ধাপ্পা দেবার একটি স্বভ চাল মাত্র।

প্রার্থীরা তাদের প্রার্থনা স্যারের কাছে নিবেদন করছিল।

প্রথম ব্যক্তি বলল, আমরা জানি, আপনিই আমাদের গভর্নমেণ্ট।

দ্বিতীয় ব্যক্তি সায় দিল, সেই জন্যেই তো আপনার কাছে ধর্না দিই স্য

তৃতীয় ব্যক্তি আর একটু ওপরে গেল, আইন বলুন, আদালত কাউন্সিল, মিনিস্টার সবই আপনার হাতে।

চতুর্থ ব্যক্তি বলল, আমরা আর কাউকে জানি না, যা কিছু ক আপনাকেই করতে হবে স্যার।

স্যারের প্রতি প্রার্থীদের বিশ্বাস ও নির্ভরতা যে কত গভীর তা তাদে কথাতেই বোঝা যাচ্ছিল।

স্যার সোমেশ্বর প্রার্থীদের চাটুবাক্যে প্রীত হয়ে একটু বাঁকা হাসি বললেন, আহা, আমিও তো তোমাদের জন্যেই আমার টাইম, এনার্জি, সবই ডিভোট করে বসে আছি। এর জন্যে কাউন্সিলের মেম্বর থেকে ক করে মিনিস্টাররা—মায় খোদ গভর্নর পর্যন্ত কি বলে জানেন—পাবলিকের আপনার এত মাথা ব্যথা কেন?

শিবরাম একটু মুচকি হেসে বললেন, ওঁরা তো বোঝেন না যে বড় গা ঝড় আগে ছেঁকে ধরে! কিন্তু পাবলিক জানে, তুমি হচ্ছ সর্বভুক! হেলেপু চাকরি, দোকানের পারমিট, কন্ট্রাক্টের ফয়সলা, ভুয়ো বিল আর ভোঁদা পাশ করিয়ে দেওয়া, উদ্বাস্তুদের হিল্লে করা—যে কোন ব্যাপারই হোক না তোমাকে ধরলেই হল।

সোমেশ্বর শিবরামের উক্তির অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ এড়িয়ে গিয়ে, প্রার্থী উদ্দেশ করে বললেন, হ্যাঁ দেখুন, আপনাদের আর্জিগুলোতে সই-সাবুদ ত তারিখ বসিয়ে দিয়েছি, সেই মত আমার সেক্রেটারির কাছে যাবেন, ও সব করে দেবে। নিয়ে যান এগুলো।

স্যারের কথার সঙ্গে সঙ্গে অর্ধেকের বেশী লোক সানন্দে আসন ছেড়ে উঠে স্যারের টেবিল ঘিরে দাঁড়ালে স্যার তাদের আর্জিগুলো দিতে লাগলেন। তারা নিজের নিজের আর্জি দেখে নিয়ে অতি উল্লাসে 'জয়হিন্দ' 'বন্দেমাতরম' 'আপনি দীর্ঘজীবী হোন' ইত্যাদি বলতে বলতে চলে গেল।

অবশিষ্ট লোকদের লক্ষ্য করে স্যার বললেন, হ্যাঁ, এবার আপনাদের কথা। দেখুন, উদ্বাস্তুদের ব্যাপারে গভর্নমেণ্ট এমনি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন যে বাস্তুভিটে ছেড়ে দলে দলে পালিয়ে আসবার হিড়িকটা কিছুতেই সমর্থন করতে পারছেন না। কিন্তু তা বলে আমি তো চুপ করে থাকতে পারি না! আমি যে কি ব্যথা পাচ্ছি, আর অন্তর দিয়ে কি রকম করে ওদের কথা ভাবছি, তা মুখে বলে বাহাদুরি দেখাতে চাই নে। আমার হোল ফ্যামিলি এজন্যে শক্‌ড্‌ হয়ে হা-হুতাশ করছে। এক-এক বার ইচ্ছে করে, বাড়ির আসবাবপত্র সব বাইরে টেনে ফেলে দিয়ে ওদের এনে আশ্রয় দিই। আবার ভাবি, তা হলে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে কাজ করা হবে। সেটাও তো ঠিক নয়। যাই হোক, আমি নিশ্চিন্ত নেই জানবেন। আমার মেয়েরা একটা উদ্বাস্তু-ফণ্ড খুলেছে। নিজেরাই চ্যারিটি পারফরম্যান্স করে টাকা তুলবে। তা হলেই বুঝুন, আমার ফ্যামিলি এ ব্যাপারে কতখানি এডভ্যান্সড্‌! আচ্ছা, আপনারা দিন দুই-চার পরে একবার আসবেন। এর মধ্যে আমি কি করতে পারি দেখি!

উদ্বাস্তুদের তরফ থেকে প্রার্থীরা উঠে নমস্কার জানিয়ে চলে গেল। স্যার সোমেশ্বরের মুখের কৃত্রিম ভাবটির এবার পরিবর্তন হল, বিরক্তভাবে বলে উঠলেন, জালাতন জালাতন!

ডঃ সরকার মাথাটা চুলকে মৃদু হেসে বললেন, স্যার এত সইতেও পারেন! যাক্‌, কালকের কাগজে এই নোটটা দিচ্ছি স্যার।

স্যার সোমেশ্বর ভ্রূ দুটো কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি?

ডঃ সরকার তার লেখাটি পড়তে থাকেন—এতক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে প্যাডে যা লিখছিলেন, 'পরিষদ-সদস্য অক্লান্ত কর্মী দেশনেতা স্যার সোমেশ্বর চৌধুরী মহাশয়কে প্রত্যহ কিভাবে শত শত বিভিন্ন শ্রেণীর সাহায্যপ্রার্থীর দাবি মিটাইতে হয় এবং অসংখ্য উদ্বাস্তু স্যারের সাহায্যপূর্ণ সহায়তা লাভে কিভাবে ধন্য হয় তার কাহিনী বিস্ময়াবহ।'

[illegible]

নিয়েছি—ফিনিশ করে দেখাব'খন। এর ওপর নিজের আইডিয়া কিছু এ
দেব—অসংখ্য বেগার যেন আপনাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এখানা ব্লক করে
সঙ্গে দিলে খুব চার্মিং হবে আর ইলেকশনের সময় ভারী কাজ হবে স্যার।

আর্টিস্ট অবিনাশ এতক্ষণ এইটাই আঁকছিলেন। ছবিখানা স্যারের সা
ধরতেই দেখা গেল—বহু লোক যেন স্যারকে পরিবেষ্টন করে প্রার্থনা করা

স্যার সোমেশ্বর খুব খুশী হয়ে যান। কিন্তু সে ভাবটাকে চেপে নি
নির্লিপ্ত স্বরে বললেন, কিন্তু অতটা বাড়িয়ে পাবলিশ করা কি ঠিক হবে?

ডঃ সরকার একমুখ হেসে বললেন, আমরা সে ঠিক করে নেব স্যার। আ
তো আর নিজে লিখছেন না!

শিবরাম ফোড়ন কেটে উঠলেন, বলি আজকাল খবরের কাগজের রি
কি এমনি করেই তৈরী হয় হে ডক্টর?

ডঃ সরকার কথাটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, নিউজের
ইলাস্ট্রেশন থাকলে ম্যাটারটার খুব বেশী অ্যাপ্রিসিয়েশন হয়।

সোমেশ্বর বললেন, আচ্ছা, পিনাকীর কাছ থেকে তোমাদের ফিল্ম ব
ব্লকের চার্জ বিল করে নাও।

॥ পাঁচ ॥

অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ এই পিনাকী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বলিষ্ঠ-দেহ স্বাস্থ্য
যুবক। তাকে দেখে বয়স আন্দাজ করা খুবই শক্ত—এমনি তার দেহের গঠ
বৈচিত্র্য। বাইশ থেকে বত্রিশ পর্যন্ত যে-কোন অঙ্কদ্বারা তার বয়সকে চি
করতে পারা যায়। পিনাকীও সেই সুযোগ নিয়ে প্রয়োজন অনুসারে জায়গ
জায়গায় এক-এক রকম বয়স বলে থাকে।

পিনাকী স্যার সোমেশ্বরের সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করে থাকে। এই বৃ
অট্টালিকার যে ব্লকটি এক সময় গেস্ট-হাউস রূপে পরিচিত ছিল, পিনাকী তা
একাংশ দখল করে বাস করছে। তার খাওয়া-দাওয়া সব এই বাড়িতেই হ
থাকে এবং স্যার সোমেশ্বরের পরেই তার প্রভাব-প্রতিপত্তি এই বাড়িতে। স্ব
গৃহস্বামীও যেন সময় সময় তার মন যুগিয়ে চলে থাকেন—পিনাকী বিহনে যে

তিনি অসহায় হয়ে পড়েন এমনই তাঁর অবস্থা।

স্যার সোমেশ্বরের সুবৃহৎ বৈঠকঘরের পাশে ছোট একখানি ঘরে পিনাকীর অফিস। টেবিলের ওপর গাদাপ্রমাণ হিসাবের খাতা ও ফাইলে বাঁধা নানা কাগজপত্র।

পিনাকীর ঘরে তার টেবিলের সামনে দুজন লোক বসে স্যার সোমেশ্বরের নির্দেশ সম্বন্ধেই কথাবার্তা বলছিল। কিছুক্ষণ আগে স্যার প্রার্থীদের আর্জি মঞ্জুর করে তারিখ অনুযায়ী তাঁর সেক্রেটারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার নির্দেশ দিয়েছেন— এই দুজন লোকের অন্যতম নৃপতি দালালের আর্জিতে আজকেরই তারিখ থাকায়, অতগুলি লোকের মধ্যে সে-ই শুধু সেক্রেটারীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে,—আর এক জন তারই সহকর্মী বা অংশীদার, তার নাম শোহনলাল ভিয়ানীওয়ালা।

পিনাকী বলছিল, আপনাদের কেসটা খুব জরুরী বলে স্যার আজকেই আপনাদের তারিখ ফেলেছেন। এখন কথা হচ্ছে—ব্যাপারটা ভারী রিস্কি। আপনারা তো আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে যাবেন, কিন্তু দুর্বাসাদের মুখবন্ধ করতে হবে তো, কাজেই—অগ্রদক্ষিণা ফেলতে হবে স্যার পঁচিশটি হাজার।

নৃপতি হতাশা-ম্লান স্বরে বললে, সর্বনাশ, বলছেন কি পিনাকীবাবু! অত টাকা কোথায় পাব?

পিনাকী মুচকি হেসে বললে, টাকার গাছ তো আপনার পাশেই বসে আছেন স্যার। আপনার আবার টাকার ভাবনা! আপনার নামে কণ্ট্রাক্ট বেরুলেই কত টাকার কুমীর আপনার দোরে উমেদারি করবে!

শোহনলাল খপ্ করে পিনাকীর হাত ধরে করুণস্বরে বললে, কুছ কৃপা তো করিয়ে বাবুজী—

নৃপতি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, স্যার যখন দয়া করেছেন—আপনিও দয়া করুন পিনাকীবাবু।

পিনাকী গম্ভীর হয়ে যায়। একটু রুক্ষ স্বরে সে বললে, কি বলছেন আপনি? আপনার ফার্মের ক্যাপিট্যাল মাত্র পাঁচ হাজার—তা জেনেও ক্রোড়-টাকা ক্যাপিট্যালওয়ালা কারবারীকে ছেড়ে স্যার আপনাকে চান্স দেবার সুপারিশ করেছেন, লাখ টাকা এডভান্স পাবেন—বিশ-পঁচিশ লাখ টাকার কাজ হবে, আর কিনা এই সামান্য টাকাটা দিতে এত বায়নাক্কা করছেন! তা হলে আপনারা

শোহনলাল হাত ছুটো তুলে জোড় হাতে বললে, ব্যস, ব্যস—গৈ করিয়ে বাবুজী, কাম তো করনে হোগা—আচ্ছা, কাল স্থবা হামি লোক হবে, চলিয়ে বাবুজী—রাম রাম।

নৃপতিও অভিবাদনের ভঙ্গিতে বলে উঠল, রাম রাম।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল নৃপতি ও শোহনলাল। সেই মুহূর্তে ডক্টর ও অবিনাশ ঘরের মধ্যে ঢুকলেন একসঙ্গে।

পিনাকীর কাছে এগিয়ে এসে দেবেন বললেন, ফটোর ফিল্ম আর ব্লকে প'চিশটা টাকা দিতে বললেন স্যার।

ভাউচার করুন! পিনাকী বললে, ভাল কথা, পঞ্চপাণ্ডব একটি খাস এনেছেন যে! ও-ঘরে টেস্ট করা হচ্ছে। দেখলাম খুব স্মার্ট। অ খুঁজছিলেন—যাবেন না?

অবিনাশ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই যাব, আপনিও আসুন।

পিনাকী একটু গম্ভীর হয়ে বললে, আমার অবস্থা তো দেখছেন, এখা ছুটি পেলে তো!

॥ ছয় ॥

স্যার সোমেশ্বরের ড্রয়িংরুমে অনেকগুলি তরুণ-তরুণীর সমাগম হয়েছে লোকের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব, অলকা, কিটি, লটি—এরা তো আছেই, ডক্টর ও অবিনাশও এসে পৌঁছেছেন।

অলকা নাটমঞ্চে নৃত্যের তালে তালে একটি গান গাইছিল। গান শে সকলে করতালি দিয়ে উঠল।

কিটি সরব অভিনন্দন জানিয়ে বললে, Good! আপনাকে এনেছে পঞ্চপাণ্ডবকে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

অলকা ভ্রূ কুঁচকে বললে, পঞ্চপাণ্ডব!

লটি খিল খিল করে হেসে বললে, রমেনবাবুরা এখানে পঞ্চপাণ্ডব বিখ্যাত।

কিটি বললে, বাস্তুহারাদের জন্যে আমরা একটা চ্যারিটি শো-এর

করব। নাটক ধরেছি—নাচওয়ালী। পার্টের জন্যেই ভেবে অস্থির হয়েছিলাম। এখন দেখছি আপনাকে দিয়ে চমৎকার হবে।

অবিনাশ গদ্‌গদ ভাবে বললেন, নাচের পোজটা আমি কিন্তু আপনার অজ্ঞাতেই এঁকে ফেলেছি।

অলকা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অবিনাশের দিকে ফিরে তাকাতে, কিটি মৃদু হেসে বললে, জানেন না বুঝি, উনি হচ্ছেন বিখ্যাত আর্টিস্ট অবিনাশ সানিয়েল।

ওঃ, আপনি তা হলে খুব গুণী ব্যক্তি!—অলকা বললে।

ডঃ সরকার যেন ওঁৎ পেতে ছিলেন, ফস্‌ করে বলে ফেললেন, কালকের কাগজের জন্যে একটা নোট আমি নেবো আপনার কাছে।

অলকা বিব্রতভাবে স্বগতোক্তি করলে, নোট!

কিটি মধুর হাসি হেসে বললে, ইনি ডক্টর দেবেন সরকার, শুধু পি. এইচ. ডি ডক্টর নন, একজন জার্নালিস্ট—নিজের কাগজ আছে ওঁর।

অলকা বললে, তাই নাকি! নমস্কার। আমার কথা সব ওঁরাই জানেন। ওঁদের কাছেই নোট নেবেন।

কিটি বললে, ওঁর তো একদিক দেখলেন, আর একদিকে ভীষণ ট্র্যাজেডি। সেটাও তা হলে শুনুন—নোটে কাজ দেবে।

দেবেন সোৎসাহে বলে উঠলেন, বলুন, বলুন!

লাহোর থেকে বাপ-মা আর বড় বড় দুটি ভাইয়ের সঙ্গে পালিয়ে আসছিলেন উনি। মাঝরাস্তায় ট্রেন থামিয়ে বেছে বেছে হিন্দু প্যাসেঞ্জারদের ওপরে গুণ্ডারা আক্রমণ চালায়—

অবিনাশ কিটির বর্ণনায় বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, সর্বনাশ!

কিটি বলে চলল, কামরার এক মুসলমানী ওঁকে নিজের বোর্খা দিয়ে সে যাত্রা রক্ষা করেন। কিন্তু বাপ-মা-ভাইদের ওঁর চোখের ওপরে খুন করে গাড়ি থেকে ফেলে দেয় গুণ্ডারা। তার পর সেই মুসলমানীই ওঁকে দূর সম্পর্কের এক মামার বাড়িতে রেখে যায়। সেইখানে থেকে উনি কলেজে পড়ছেন।

অলকা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে কিটির দিকে তাকিয়ে, আপনি এ সব খবর কোথায় পেলেন?

পঞ্চপাণ্ডব আমাকে সব বলেছেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বাবাকে বলে আমরা আপনার সম্বন্ধে ভালরকম ব্যবস্থা করে দেব। আর এই প্লে থেকে

যে টাকা উঠবে, তার একটা বড় শেয়ার আপনি পাবেন।

স্যার সোমেশ্বরের প্রাইভেট-রুমে তখন সোমেশ্বর ও শিবরাম ছাড়া আর কেউ নেই।

শিবরামকে সোমেশ্বরবাবু প্রায়ই কৌতুক করে 'ফিলজফার' বলে ডাকেন।

সোমেশ্বরবাবু বলছিলেন, দেখ ফিলজফার, তোমাদের মুখে পথের কথা শুনলেই আমার গায়ে জ্বালা ধরে। ওসব কেতাবে পড়তে আর সভার বক্তৃতায় শুনতেই ভাল। আমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলব, আমরা যে-পথে চলেছি, সেই হচ্ছে ঠিক পথ। এর ওপর আর কথা নেই।

শিবরামবাবু ঈষৎ উষ্ণ হয়ে বললেন, তার কারণ, বাঁধা ছক ছাড়া আর কিছু দেখবার দৃষ্টিশক্তি নেই তোমাদের। অথর্ব-বেদে একটা কথা আছে—অন্তি সন্তং ন পশ্যতি,—যা একান্তই নিকটে আমরা তাকেই দেখি না, অর্থাৎ আমরা কাছের জিনিসের কদর করি না। যদি দেখবার শক্তি থাকত, তা হলে বুঝতে, তুমি চলেছ পতনের পথে, আর তোমার পেছনে ছুটেছে তোমার গৃহ-পরিজন সবাই। যদি ভাল চাও এখনও ফেরো।...

এই সময়ে স্যার সোমেশ্বরের স্ত্রী হিমানী দেবী ব্যস্তভাবে ঘরের মধ্যে ঢুকে বললেন, বেশ মনিষ্যি যাহোক, বাইরের লোকের হৈ-হুল্লোড় গেল তো এইবার ঠাকুরপোকে নিয়ে পড়েছ! কিন্তু নিজের ভাইঝি যে চিঠি লিখেছিল, সেদিকে মোটেই খেয়াল নেই—আজ না তার আসবার কথা!

সোমেশ্বরবাবু মৃদু হেসে বললেন, সে পাট চুকিয়ে রেখেছি! কাল আর্জেণ্ট 'তারে' তাকে বারণ করে দিয়েছি—এ হিড়িকে যেন না আসে।

হিমানী দেবী ঈষৎ রুষ্ট স্বরে বললেন, অথচ আমাকে সে-কথা জানাও নি!

শিবরামবাবু বলে উঠলেন, কি ব্যাপার বৌদি?

সোমেশ্বরবাবু উদাসভাবে বললেন, আরে ভায়া বল কেন—আমার বড়দার মেয়ে গৌরী—

গৌরী? কই জানি না তো! শিবরাম ভ্রূ কুঁচকে বলে ওঠেন।

আমরাই বা কতটুকু জানি? পাঁচ বছর বয়সে দু-তিন দিনের জন্যে বাপের সঙ্গে এসেছিল—মা-খেকো মেয়ে, দাদা মেয়ের মুখ চেয়েই আর বিয়ে-থা করেন নি, শ্বশুরবাড়িতে থেকেই ঢাকা কলেজে প্রফেসারী করতেন। শ্বশুরও মস্ত

বড়লোক। গেল বছরে দাদা হার্টফেল করে মারা যান। শ্বশুর লিখলেন, গৌরী পড়াশোনা করছে, এখানেই থাকবে। তার পর সব চুপচাপ। হঠাৎ সেদিন এক চিঠি পেলাম, গৌরী লিখছে, এখানে আর থাকা সম্ভব হল না, বাধ্য হয়েই আমাকে কলকাতায় যেতে হচ্ছে এখানকার থাকার পাট তুলে। স্টেশনে লোক রাখবেন।

এত কাণ্ড! তা আপন ভাইঝির চিঠি পেয়ে আসতে বারণ করবার মানে?

নিজেদের আদর্শের জন্যে। ভুলে যাচ্ছ কেন, আমরা হচ্ছি সেই দলে—দেশ-ভুঁই ভিটেমাটি ছেড়ে হুজুগের হিড়িকে কলকাতায় পালিয়ে আসাকে যারা অন্যায় আর আহাম্মুকি বলে থাকে, আমি তাকে আসতে বলে প্রশ্রয় দেব! হলই বা আমার ভাইঝি—হুঁ।

কাজটা কিন্তু ভাল কর নি—একথা আমি জোর করে বলব। নিজের ভাইঝি, আর কেউ নয়—এখনও ভেবে দেখ।—এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে হিমানী দেবী দ্রুতপদে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন।

আসন্ন চ্যারিটি পারফরমান্সের বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শেষ করে পঞ্চপাণ্ডব ও অলকা বাড়ি থেকে বার হয়ে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তার মোড় লক্ষ্য করে রমেন বললে, দু পা চলুন, ঐ স্টপেজ থেকে ট্যাক্সি নেব—

অলকা বললে, চলুন, চলুন—হাঁটতে আমার ভাল লাগছে।

ঠিক এই সময় বিপরীত দিক থেকে শিশুবহরটিকে নিয়ে গৌরী আসছিল। ঐ ভাবে তাদের দেখে পঞ্চপাণ্ডব ও অলকা চমৎকৃত হয়ে চেয়ে রইল।

অলকাই প্রথম কথা বলল, দেখুন, দেখুন!

মদন বললে, ওরে বাবা, নিশ্চয়ই বাস্তুহারা!

নিখিল বললে, কিন্তু মহিলাটিকে দেখে মনে হচ্ছে যেন জোয়ান অব আর্ক!

অলকা হেসে উঠল।

গৌরী পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, স্যার সোমেশ্বর চৌধুরীর বাড়ি কোন্‌টা?

অলকা এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললে, বাড়ি দেখে চিনতে পারছেন না—ঐ তো! কোথা থেকে আসছেন, বলুন তো?

স্টেশন থেকে—শিয়ালদা স্টেশন।

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী দেউড়ির দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু বাধা পেল দারোয়ানের কাছ থেকে প্রবেশ করতে গিয়ে। দারোয়ান তার বাজখাঁই গলায় হেঁকে উঠল, হ্যারো, কার্ড হ্যায় ?

গৌরী বিস্মিত কণ্ঠে বললে, কার্ড ?…ও !

দারোয়ান ফটকের পাশে টাঙানো স্লিপের গোছা থেকে একখানা স্লিপ নিয়ে এবং সুতো বাঁধা ছোট একটা উডেন পেনসিল গৌরীকে দিল। গৌরী স্লিপের ওপর নিজের নাম লিখে সেটি দারোয়ানের হাতে দিলে, সে কইলি নামে বেয়ারাকে ডেকে স্লিপটি ভেতরে স্যার সোমেশ্বরের কাছে নিয়ে যাবার জন্যে বললে।

স্যার সোমেশ্বরের বৈঠক তখন আবার বেশ জমে উঠেছে। স্যার নিজে, শিবরামবাবু ও স্যারের স্ত্রী ছাড়াও, কন্যাদ্বয় কিটি ও লটি, ডক্টর সরকার, আর্টিস্ট অবিনাশ, পিনাকী সকলেই উপস্থিত সেখানে। কিটি ও লটি এসে অলকার সম্বন্ধে অনুরোধ করায় তার বিষয়েই কথাবার্তা চলছিল।

সোমেশ্বরবাবু বললেন, হাঁ, এ রকম অবস্থায় ও মেয়েকে সাহায্য করা উচিত বটে! তবে, হিল্লে না হয় একটা করে দেওয়া গেল, কিন্তু কথা হচ্ছে, মেয়েটাকে নিয়ে শেষে ধর্মের সেই ষাঁড়টার সঙ্গে আবার ঠোকাঠুকি না বেধে যায়!

শিবরাম মৃদু হেসে বললেন, তোমার কথা শুনে আবার পথের কথা মনে এল হে! দেখ, তুমি যাকে ধর্মের ষাঁড় বলছ, সেই কিন্তু চোখের ঠুলি সরিয়ে ফেলে চেয়ে চেয়ে দেখছে—দেশটাকে নিয়ে যেতে হবে কোন্ পথে।

সোমেশ্বরবাবু বললেন, তাই তারই আস্তানায় ঐ মেয়েটি অতিষ্ঠ হয়ে এ বাড়িতে এসে বাঁচবার পথ খুঁজছে!

এই সময় বেয়ারা কইলি দেউড়ি থেকে চিরকুটটি নিয়ে একটি ট্রের ওপর রেখে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

স্যার সোমেশ্বর চিরকুটটি তুলে নিয়ে তার ওপর চোখ বুলিয়েই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁর কণ্ঠ দিয়ে চাপা স্বর একটা বেরিয়ে এলো, গৌরী!

কিটি ও লটি সমস্বরে একসঙ্গে বলে উঠল, গৌরী ?

হিমানী দেবী চেঁচিয়ে উঠলেন, গৌরী তা হলে এসেছে!

সোমেশ্বরবাবু ভ্রূ যুগল কুঁচকে বললেন, আশ্চর্য, আমি তার করলাম—

হিমানী দেবী সহানুভূতিসূচক কণ্ঠে বললেন, হয়তো পায় নি। কিন্তু এখন হুকুম হোক এখানে আসবার।

সোমেশ্বরবাবু কইলির দিকে তাকিয়ে হুকুম দিলেন, ভেজ দেও।

কইলি হুজুরের আদেশ জানাল দারোয়ানকে।

দারোয়ান গৌরীর কাছে গিয়ে গৃহস্বামীর হুকুম জানিয়ে বললে, আপ যাইয়ে ভিতরমে।

গৌরী তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে শিশুর পালকে সঙ্গে নিয়ে দেউড়ি পার হতে গেলে দারোয়ান বাধা দিয়ে বললে, আরে এ সব আফত্ লে কর কাঁহা যা রহী হ্যায়?

গৌরী বললে, আফত্ নেহি—ইস্ গরীবখানে কী দৌলত হ্যায় জী!

কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে এমন ক্ষিপ্রভাবে শিশুদিগকে এগিয়ে দিল যে, দারোয়ান সভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে বিস্ময়সূচক মুখভঙ্গি করল।

আর সোমেশ্বরের বৈঠক-ঘরে দিব্য সপ্রতিভ ভঙ্গিতে গৌরী গিয়ে ঢুকল। ঘরের সকলেই সাগ্রহে গৌরীর প্রতীক্ষা করছিলেন। গৌরী এক নজরে সকলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে সোমেশ্বরবাবুর কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে, আপনিই কাকাবাবু!

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে হেঁট হয়ে দু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই পা দুখানি সরিয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন সোমেশ্বরবাবু, আহা-হা, কর কি, কর কি! কলকাতায় কেউ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে না—ও সব উঠে গেছে।

তা হলে উঠে-যাওয়া প্রথাও ফিরিয়ে আনতে হবে কাকাবাবু, আমরা যখন স্বাধীন হয়েছি।

শিবরামবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, ঠিক জবাব দিয়েছ মা! বাঃ বাঃ!

গৌরী প্রশ্ন করে সোমেশ্বরবাবুকে, কাকাবাবু, ইনি?

তোমার আর-এক কাকা বলে ধরে নিতে পার।--সোমেশ্বরবাবু উত্তর দেন।

তা হলে আপনাকেও গড় করব।—গৌরী প্রণাম করে শিবরামবাবুকে।

শিবরামবাবু গদ্‌গদ কণ্ঠে আশীর্বাদ করে ওঠেন, সুখী হও মা—কল্যাণ হোক।

গৌরী এবার এগিয়ে যায় হিমানী দেবীর নিকট। তাঁর কাছে গিয়ে বললে, আপনি নিশ্চয়ই আমার কাকীমা!…কাকাবাবুর মতন আপনিও পা সরিয়ে নেবেন না যেন।

কথার সঙ্গে সঙ্গে হিমানী দেবীর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করতেই তিনি দু হাতে তুলে চিবুকে হাত দিয়ে হাতের দুটি আঙুল মুখে ঠেকিয়ে চুমো খেলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের মনে পড়ে গৌরী ?

আবছা আবছা ভাবে মনে পড়ে কাকীমা। পাঁচ বছর বয়সে বাবার সঙ্গে এসেছিলাম এক বার···তাও দু দিনের জন্যে—

কিটি ও লটি অবাক হয়ে গৌরীকে দেখছিল এতক্ষণ। এই সময় চোখো-চোখি হতে গৌরী হিমানী দেবীকে জিজ্ঞাসা করল, এঁরা কি তা হলে কাকীমা—

হ্যাঁ মা, তোমার দুই বোন এরা।

বড় না ছোট ?

ওরাই বড়, তবে তোমাকেই এখন বড়-সড় দেখাচ্ছে।

কিটি বলে উঠল, তা বলে পায়ে যেন হাত ঠেকাতে এসো না ! তার আগে আমরাই ও-পাট সেরে নিই, আয় লটি।

কিটি ও লটি গৌরীকে করজোড়ে নমস্কার করল।

শিবরামবাবু মুচকি হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কি জবাব দেবে গৌরী মা ?

গৌরী বললে, তা হলে এখান থেকেই আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমার দুই দিদিকে গড় করছি।

এই সময় গৌরীর সঙ্গের তিনটি শিশুর ওপর সোমেশ্বরবাবুর দৃষ্টি পড়তেই চমকে উঠে বলে উঠলেন, কে, কে—ওরা কে ? এঘরে এল কি করে ?

গৌরী নম্র কণ্ঠে বললে, ওরা আমার সঙ্গেই এসেছে কাকাবাবু।

কী, তুমি এই রাস্তার জঞ্জালগুলোকে কুড়িয়ে আমার বাড়িতে এনেছ ! কইলি, নিকাল দো—

না কাকাবাবু !

বলে, আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করাকে ডাকে !—সোমেশ্বরবাবু বলে উঠলেন, তোমারও হয়েছে তাই। জান, তোমার চিঠির জবাবে আমি 'তার' করেছিলাম—যাতে তুমি না আস।

কিন্তু না এসে যে আমার উপায় ছিল না কাকাবাবু !

নিজেই যেখানে নিরুপায়, কোন্ ভরসায় এক পাল রাস্তার ভিখিরীকে টেনে এনেছ ! না—ওদের জায়গা হবে না।

হিন্দুস্থানী ভৃত্য কইলি এই সময় এসে শিশুদের লক্ষ্য করে বলতে লাগল,

ভাগো হিঁয়াসে, ভাগো—

ঠারো, গৌরী হেঁকে বললে, জানেন কাকাবাবু, সারা রেলপথে আসতে আসতে এক-একটা স্টেশন থেকে এদের এক-একটাকে তুলে নিয়েছি, আর গাড়ি থেকে নিজের এক-একটা লাগেজ ফেলে দিয়েছি। সেগুলো দামী আর দরকারী হলেও এরাই আমার চোখে বড় বোধ হয়েছিল।

সোমেশ্বরবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, চোখ তো আর সবার সমান নয়। এসব কথা শুনতেই ভাল, তা বলে ওসব জঞ্জাল নিয়ে তুমি এ বাড়িতে—

ওদের ভার আমিই নেব কাকাবাবু!

হিমানী দেবী মধ্যস্থতা মেনে বলেন, ছেলেমানুষ, বাড়ির মেয়ে তো, একটা অন্যায় যখন করে ফেলেছে—

মাপ করবেন কাকীমা, আমি একে অন্যায় বলে মানতে প্রস্তুত নই। এ বাড়িতে আমার স্থান যদি হয়, ওরাও নিরাশ্রয় হবে না!

সোমেশ্বরবাবু বললেন, রাত হয়েছে, এই নিয়ে এখন কথা কাটাকাটি করে লাভ নেই—কাল এর ব্যবস্থা হবে। উপস্থিত, পিনাকী, তোমার ব্লকের পিছনের পার্টিশনটার দরজা খুলে গৌরীর থাকবার ব্যবস্থা করে দাও।

আমি ঈশানকে তা হলে বলে দিই, গৌরীর ব্লকে কাজ করবে।—হিমানী দেবী বলে ওঠেন।

সোমেশ্বরবাবু দাঁড়িয়ে উঠে একটু বিরক্ত হয়ে উত্তর দেন, অগত্যা।

॥ সাত ॥

সোমেশ্বরবাবুর প্রাসাদ-সংলগ্ন বাগানের পাশে স্বতন্ত্র একখানি ছোট বাড়ি। সেই বাড়িটিই গেস্ট-হাউস রূপে পরিচিত। ইদানীং তারই একাংশে পিনাকী বাস করে। অপরাংশের দুখানি ঘর গৌরীকে বাস করবার জন্য উপস্থিত ছেড়ে দেওয়া হল।

পিনাকী ঘর দুখানি গৌরীকে দেখাতে দেখাতে বললে, দেখুন দিকি কেমন ঘর! কত বড় বড় লোক থেকে গেছেন এই ঘরে। দুটো ব্লক সমান সমান ভাগ করা—এপারে আপনি, ওপারে আমি, ...

গৌরী পিনাকীর কথায় কান না দিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে জিজ্ঞাসা করল, তা হলে এই দুখানা ঘর আমি পাচ্ছি?

হ্যাঁ। আর দেখছেন, আসবাবপত্রও কিছু কিছু আছে। তবে মুশকিল হচ্ছে—পাছে আপনার সঙ্গের ঐ স্ক্যাভেঞ্জারগুলো সব নষ্ট করে ফেলে…

মুখখানা শক্ত করে দৃঢ়স্বরে গৌরী বলে উঠল, ওরা স্ক্যাভেঞ্জার নয় পিনাকীবাবু—আমার সন্তান বলেই জানবেন।

তবে গোড়াতেই কথাটা স্যারকে বললেন না কেন, স্যার তা হলে নাতী-নাতনীদের নিয়ে—

আপনার কাজ হয়ে গেছে তো, এখন যেতে পারেন।

ওঃ, চটে গেছেন বুঝিছি। আপনি ঠাট্টাও বোঝেন না?

আপনার সঙ্গে আমার ঠাট্টার সম্পর্ক নয়। আপনার স্যার আমার কাকা—আমার বাবার ভাই।

কিন্তু মনে রাখবেন, স্যারের চাবি-কাঠিটি আমার হাতে। আসুন হাতে হাত মিলিয়ে আপস করে ফেলি।

পিনাকী শেকহ্যাণ্ড করবার উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দিল। গৌরী হাত দুটি যুক্ত করে কপালে ঠেকিয়ে বললে, নমস্কার!

গৌরী শেকহ্যাণ্ড করতে হাত না বাড়িয়ে নমস্কার করতে পিনাকী মুখখানা বিকৃত করে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু ঠিক এই সময় ভৃত্য ঈশান ঝাঁটা হাতে আবির্ভূত হল সেই ঘরে। তাকে দেখে সহর্ষে সম্ভাষণ করলে গৌরী, এই যে ঈশান, ঝাঁটা এনেছ বাবা, দাও।

তার পর ঝাঁটাগাছটি হাতে করে সোজা হয়ে গৌরীকে দাঁড়াতে দেখে পিনাকী ভীতিপূর্ণভাবে ঘর থেকে সরে গেল।

ঈশান বললে, আমি ঝাঁট দিয়ে দিচ্ছি মা, তুমি ছাড় তো!

না ঈশান, তা কি হয়, গৌরী একটু জোর দিয়েই বললে, এ যে মেয়েদের হাতের কাজ বাবা!

॥ আট ॥

আমহার্স্ট স্ট্রীট বাই লেনের মধ্যে একখানি একানে বড় বাড়ি। বাড়িটির দরজায় ছোট সাইন-বোর্ডে লেখা—সারস্বত চতুষ্পাঠী। বাড়িখানির অভ্যন্তর ও পরিবেশ দেখে বিস্মিত হতে হয় যে বর্তমান প্রগতির যুগে মধ্য-কলিকাতা মহানগরীতেও প্রাচীন আদর্শের এরূপ বাসভবন থাকতে পারে!

বাড়ির বহির্মহলের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে চলাচলের পথটির দু ধারে যথাক্রমে ফুলের ও তরি-তরকারির গাছগুলি ফলে-ফুলে আনন্দবর্ধন করে। একদিকে গোশালায় দু-তিনটি গাভী ও বৎস। কোণের দিকে কুয়া, একটি মরাই। সম্মুখে পূজার দালান—একদিকে পূজাপাঠের ব্যবস্থা, অন্য দিকটায় চতুষ্পাঠী, ছাত্রদের বসবার জায়গা, পুঁথি ও বিবিধ গ্রন্থ। ভেতর-মহলেও একটি ক্ষুদ্র উঠানকে পরিবেষ্টন করে রক ও দালানযুক্ত গৃহরাজি।

ভেতর ও বাইরে যেন লক্ষ্মীশ্রীর সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

প্রতিদিনের নির্ঘণ্ট অনুযায়ী গৃহস্বামী ধর্মদাস শাস্ত্রী মহাশয় পূজার দালানে প্রসারিত শতরঞ্চির ওপর বসে শাস্ত্রব্যাখ্যা করছিলেন।

পূর্বাহ্নকাল—সবেমাত্র অরুণোদয় হয়েছে। একদিকে গৃহিণী সুরমা দেবী, কিশোরী কন্যা দেবী, কতিপয় ছাত্রী এবং অন্যদিকে তরুণ পুত্র ভূদেব ও তরুণ ছাত্রগণ উপবিষ্ট।

গৃহস্বামী শাস্ত্রী মহাশয়ের দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফ তাঁর বার্ধক্যের পরিচয় দিচ্ছে। কিন্তু দেহসৌষ্ঠব সম্পূর্ণ সবল, কণ্ঠ সতেজ, দেহযষ্টি দৃঢ় ও সমুন্নত। মুখখানি প্রশান্ত ও গম্ভীর। শাস্ত্রীমশায় শাস্ত্র থেকে যে সকল তথ্য পাঠ করে বোঝাচ্ছিলেন, বর্তমান জীবনযাত্রায় সেগুলি পথ-নির্দেশের আভাস দিচ্ছিল, স্বাধীন ভারতে এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সংঘবদ্ধ হয়ে শক্তিসঞ্চয় করা—বিচ্ছিন্ন থাকলে চলবে না, একতাই জীবন, বিচ্ছিন্নতাই মৃত্যু। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টক্রমে বাঁচবার যুগ যেই এল, প্রাণে নতুন স্পন্দন উঠল, তখনই আকস্মিকভাবে এই বিপর্যয়। এখন থেকে জীবনের একটা মহাপরীক্ষা মনে করে স্থির থাকতে হবে, যাতে জাগরণের এই যুগে আমরা ঘুমিয়ে না পড়ি, বিচ্ছেদের আঘাতে না মরি, সেই

হয়ে উচ্ছেদের পথে না ছুটি, সকলকে প্রেমের সঙ্গে কাছে টেনে একতার বাঁধনে বাঁধতে পারি, তা হলে এ মেঘ কেটে যাবে, আকাশে হবে নতুন অরুণোদয়। তার আলোকে দেখা যাবে সত্যযুগের পথ। এর জন্যে অতি প্রাচীন বৈদিক মন্ত্রের সাধনা করা চাই···সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জান্‌তাম্‌।

গৃহস্বামীর অনুকরণে সকলেই মন্ত্র উচ্চারণ করে করজোড়ে প্রণাম করলেন।

ধর্মদাসবাবু বললেন, এর অর্থ হচ্ছে—তোমরা সম্মিলিত হও, এক কথা বল, একমত হও।—সিদ্ধির এই পরম মন্ত্র।

ব্যাখ্যা করতে করতে ধর্মদাসবাবু উপবিষ্ট শিষ্য-শিষ্যাদের দিকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করলেন, অলকাকে দেখছি না যে, সে আসে নি?

সুরমা দেবী উত্তর দিলেন, না, তার এসব নাকি ভাল লাগে না। তাই বোধ হয় আসে নি।

তেতো বলে রোগী যদি ওষুধ খেতে না চায়, হাত গুটিয়ে বসে থাকলেই তো হবে না—খাওয়াতেই হবে তাকে বাঁচাবার জন্যে।

তুমি যা ভেবেছ তা হবে না। শাস্ত্র শুনিয়ে ও মেয়েকে তুমি টিট্‌ করবে—তবেই হয়েছে!

কিন্তু ওর প্রতি আমারও যে কর্তব্য রয়েছে—ওকে ফেরাতেই হবে।

কাল সেই বারণ না মেনেই চলে গেল। শুনলুম নাকি স্যার সোমেশ্বর চৌধুরীর বাড়িতে গিয়েছিল তাঁর মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে, তা হলেই বোঝ!

বটে! আচ্ছা, আমি দেখছি। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মদাসবাবু গীতাখানি যথাস্থানে রেখে আস্তে আস্তে খড়ম পায়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

এই সময় ধর্মদাসবাবুর কিশোরী-কন্যা দেবী বলে উঠল, মা, অলকাদি বলেছে, সে আমাদের মতন মুড়ি-ছোলাসেদ্ধ খাবে না, তার নিজের ঘরে খাবার তৈরী করে খাবে!

সুরমা দেবী ব্যস্ত হয়ে বললেন, আচ্ছা, সে আমি দেখব 'খন, এখন তোরা খাবি চল্‌।

অলকার ঘরে স্টোভে চায়ের জল চড়ানো রয়েছে। অলকা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধন করছিল।

দরজার বাইরে থেকে শব্দ আসতে অলকা বিরক্ত হয়ে দরজার কাছে এল।

দরজা খুলে দিয়ে সবিস্ময়ে দেখলে, প্রসন্ন মুখে ধর্মদাসবাবু তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। চোখোচোখি হতে অলকা দৃষ্টি নত করে নিল—ধর্মদাসবাবুর চোখের দৃষ্টি যেন সে সহ্য করতে পারছিল না।

ধর্মদাসবাবু কোন অভিযোগ করলেন না বা ধমকালেনও না, স্নিগ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, আজ যে পূজোর দালানে যাও নি মা?

পৃষ্ঠদেশে ঝুলানো বেণীর পুচ্ছটি নিয়ে নীরবে নাড়াচাড়া করতে লাগল অলকা, কোন উত্তর দিল না।

ধর্মদাসবাবু কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে থেকে পুনরায় বললেন, বেশী সময় তো আমি নিই না মা, আর যা বলি, আজকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধেই তা। কলেজে প্রফেসারদের লেকচার তো শোন!

অলকা মৃদু স্বরে বললে, সে শুনি দায়ে পড়ে—পরীক্ষায় পাশ করবার জন্যে।

কিন্তু সংসারে থাকতে গেলে, সংসারের রীতিনীতিও যে মেনে চলতে হয় অলকা—এখানে পাশ করতে হয় না, তবে শিখতে হয়।

ও সব শিখতে আমি চাই না। আমার যা ভাল লাগে, তাই আমি করব।…এখানে এসে আপনার কাছে আশ্রয় পেয়েছিলাম, এ কৃতজ্ঞতা আমি ভুলব না।

দেখ অলকা, দূরের মামা-সম্পর্ক নিয়ে তুমি যখনই আমার কাছে এসেছিলে, আমি তোমাকে আমার নিজের বোনের মেয়ে ভেবেই সংসারভুক্ত করেছিলাম, কিন্তু আমার সংসারের রীতিনীতি তোমার পছন্দ হচ্ছে না বলে তুমি যদি চলে যেতে চাও, আমার পক্ষে সেটা মর্মান্তিক বেদনার মতনই হবে না কি?

কিন্তু আপনার সংসারের সঙ্গে আমি যে কিছুতেই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারছি না মামাবাবু! আমার রুচি-নীতি সব আলাদা।

বেশ, তোমার কলেজে পড়ার মত নিজের রুচিমত খাওয়া-পরা এবং বাইরে যাওয়া-আসার ব্যাপারেও আমরা বাধা দেব না। আমাদের সংসারভুক্ত হয়েই ওসব বিষয়ে স্বাধীনতা পাবে তুমি, এ-ঘরে কেউ তোমাকে বিরক্ত করবে না, কেবল মা, একটি বিষয়ে আমি অনুরোধ করব—

বলুন।

দু বেলা না পার, অন্তত সকালে পূজোর দালানে তোমার মামীমার সঙ্গে

কিন্তু আমার যে ভাল লাগে না মামাবাবু!

ভাল না লাগার দুটো কারণ মা—হয় বোঝা যায় না, নয়তো মনে লাগে না! বেশ, যেখানে খটকা লাগবে তুমি বলবে, তর্ক করবে—তাতে আমি খুশীই হব। আর মনে না লাগলেও কান দিয়ে অন্তত শুনবে।

তবু আপনার উপদেশ আমাকে শোনাতে হবে?—তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে ওঠে অলকা।

হ্যাঁ, শোনাতে হবে তোমার নিজের জন্যেই। আমি যে বুঝতে পেরেছি মা তোমার মুখ-চোখ-কান সর্বাঙ্গ দিয়ে ক্ষুধা ছাপিয়ে পড়ছে, অথচ মনের ভেতরটা অনাহারে হাহাকার করছে। চারদিকে খাবার সাজানো থাকতেও তোমার মনটা রয়েছে উপবাসী। গৃহী আমি, সংসারী আমি, ক্ষুধা মেটানো আমার ধর্ম। কবির ভাষায় তাই বলতে হয়—

বদ্ধ দুয়ার বিশ্ব বিরাজে নিবেছে ঘরের দীপ্তি।
চির উপবাসী আপনার মাঝে আপনি না পাই তৃপ্তি।

অলকা বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে ওঠে, আপনি রবীন্দ্রনাথের কবিতাও পড়েন?

এখন ভাবছি, পড়া আমার সার্থক হয়েছে। শাস্ত্রবাণী হার মানলেও কবির কবিতা জয়মাল্য পেয়েছে।

আমি এখানেই থাকব মামাবাবু, আর আপনার লেকচার নিশ্চয়ই 'অ্যাটেণ্ড' করব।—মৃদুকণ্ঠে বলে অলকা।

॥ নয় ॥

স্যার সোমেশ্বরের অট্টালিকা-সংলগ্ন গেস্ট-হাউসের একাংশ। সেই অংশের দুখানি ঘরে গৌরী তার আশ্রিত পাঁচটি শিশুকে নিয়ে বাসা পেয়েছে। নিজের রুচি অনুসারে গৌরী ঘর দুখানি সাজিয়ে নিয়েছে। পিতা-মাতার ছবি দুখানি একটি টিপয়ের ওপর বসিয়ে রেখেছে। এই টিপয়টির ওপর আগে ব্রোঞ্জের একটি অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি ছিল, গৌরী সেটিকে সরিয়ে কক্ষের বাইরে একটু নিভৃত অংশে রেখেছে। আর একটি টিপয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজীর ছবি

করেছে। গানের ভাষা অত্যন্ত সরল এবং তার মর্ম এরূপ—হে ঈশ্বর, তোমারই সৃষ্ট জীব আমরা, তোমার সৃষ্টিরাজ্যের যেখানে যখনই যেভাবে নিয়ে যাও না কেন, তোমারই সন্তান আমরা—এই পরিচয়ে যেন নির্ভয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারি। তোমার উদ্দেশে আমাদের মন সর্বদাই নিবিষ্ট হয়ে থাকুক। তোমার উদ্দেশে আমাদের মাথা সর্বদা নীচু হয়ে থাকুক, কিন্তু অন্যায় সামনে এসে দাঁড়ালেই যেন তার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারি। অন্যায়কারী—তা সে যেই হোক, কখনই যেন তাকে আমাদের চেয়ে বড় বা শক্তিমান বলে না ভাবি।

এই ব্লকের পাশের অংশে স্যার সোমেশ্বরের সেক্রেটারী পিনাকী বাস করে। এ ঘরের তুলনায় তার ঘরের আসবাবপত্রাদি আরও বেশী উচ্চাঙ্গের—পদে পদে বৈদেশিক আদর্শ সুস্পষ্ট। পিনাকীর ঘরের বারান্দা থেকে গৌরীর ঘরের কিছুটা অংশ দেখা যায়।

পাশের ব্লকের গানের ঝঙ্কারে পিনাকীর ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে বিরক্ত ও পরে কৌতূহলী হয়ে সে বারান্দায় এসে নিবিষ্ট মনে ও লুব্ধ দৃষ্টিতে গৌরীর দিকে চেয়ে গান শুনতে লাগল। তার পর গান শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, ভোর হতে-না-হতেই ওগুলোকে নিয়ে যে হল্লা শুরু করেছেন—কার সাধ্য আর ঘুমোয়!

গৌরী তীক্ষ্ণকণ্ঠে উত্তর দিলে, রাত পুয়েছে অনেকক্ষণ। শিশুরাও তাদের বইয়ে পড়ে—গো টু বেড অ্যাট নাইন, অ্যাণ্ড গেট আপ্ অ্যাট ফাইভ—অনেকক্ষণ পাঁচটা বেজে গেছে!

পিনাকী সরোষে বললে, আপনার ঐ গানেই বুঝেছি, আপনি কোন্ দলের মেয়ে, আর কেন পাকিস্তানে তিষ্ঠুতে পারেন নি!

তাই নাকি, কিন্তু আমরা তো ভগবানের উদ্দেশে প্রার্থনা করেছি।

শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকবেন না! ও হচ্ছে ঐ সর্বনেশে দলের স্লোগান। এখন বুঝেছি, পাকিস্তান সরকার হুড়ো দিয়েছিল বলেই পালিয়ে এসেছেন।

দেখিয়ে অন্তত আমাকে কাবু করতে পারবেন না পিনাকীবাবু!—কথার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী শিশুদের নিয়ে পুনরায় গান গাইতে আরম্ভ করে দিল।

পিনাকী রাগে ফুলে ফুলে উঠতে থাকে। গান গাওয়া শেষ হতেই চিৎকার করে বলে উঠল, আপনার রুটিন দেখে আর স্লোগান শুনেই বুঝেছি, স্যারকে আপনি ফাঁসাবার মতলবেই এসেছেন। কিন্তু শুনে রাখুন, আপনাদের ঐ সর্বনেশে দল আমাদের স্যারের চক্ষুশূল।

গৌরী টিপ্পনী কেটে বললে, স্যার যখন আপনার চোখেই সব দেখেন, তখন এতে নিশ্চয়ই ভুল নেই।

কথাটা বুঝলাম না তো!

নিজের দিকে তাকালেই বুঝবেন—চোখের দোষ হলেই রজ্জু দেখে সর্পভ্রম হয়।

ঠাট্টা করছেন আমাকে?

আপনি আমার কাকার চাকর এবং চাটুকার। আমি আপনাকে ঠাট্টা করব! এ দুর্বুদ্ধি কি করে আপনার মাথায় ঢুকল? যান, যান, নিজের কাজে যান, আমাকেও কাজ করতে দিন।—কথাগুলি বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলেই গৌরী জানালার কাছে এগিয়ে গিয়ে সশব্দে পাল্লা দুটি বন্ধ করে দিল।

স্যার সোমেশ্বরের অট্টালিকা-সংলগ্ন উদ্যান।

হলধর সেই উদ্যানে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছিল, দেখ দেখ, কাণ্ড দেখ, সব ফুল লুঠপাট করি লই গলা!

কইলি নিকটেই ছিল, এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, আরে ক্যা হুয়া রে, সবেরে চিল্লাতে হ্যায় কাহে?

হলধর পুনরায় একই কথা বললে, ফুল সব লুঠি লই গলা—

ঈশান বাগানের অন্যত্র কাজে ব্যস্ত ছিল, এতক্ষণে মুখ খুললে, হলার যেমন কথা—ফুল আবার কেউ লুটে নে যায় নাকি? আরে বাপু, নতুন দিদিমণির সঙ্গে যে বাচ্চাগুলি এসেছে—তারাই তুলে নিয়ে গেছে, আর সত্যিকারের কাজে লাগিয়েছে। গাছের ফুল এই প্রথম ঠাকুরের মাথায় পড়ল।

ঈশানের কথাগুলো খুব মনঃপূত হল না হলধরের, সে বিরক্ত সহকারে শুধু বললে, হঃ!

তুই জগন্নাথের দেশের লোক হয়ে এই কথা বললি কি করে হতভাগা? ফুল তো ঠাকুর-দেবতার জন্যেই!

সোমেশ্বরবাবু ওপরের বারান্দা থেকে এতক্ষণ লোকজনদের কথাগুলি সব মন দিয়ে শুনছিলেন। ঈশানের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ রুক্ষস্বরে হাঁক দিলেন, ঈশেন, ওপরে আয়!

ঈশান একটু সন্ত্রস্ত হয়েই উপরে উঠে আসে। সোজা এসে ঢোকে কর্তার ড্রয়িংরুমে।

সোমেশ্বরবাবু একখানি কোচের ওপর বসেছিলেন। দ্বারের বাইরে ঈশানের মূর্তি দেখা দেওয়া মাত্র, তিনি বজ্রগম্ভীর স্বরে তাঁর আদেশ জানালেন, শোন্, ফুল-গাছে কেউ হাত দেবে না—নতুন দিদিমণিকে বলবি, আর ঐ ছুঁচোগুলোকে ধমকে দিবি।

ঈশান কুণ্ঠিতভাবে বলতে গেল, কিন্তু দিদিমণি যে ঐ ফুলে—

আঃ, তোর উপদেশ শোনবার জন্যে ডাকি নি তোকে, হুকুম করব বলে ডেকেছি—যা। হ্যাঁ, ঐ দিদিমণিকে শিগগির ডেকে নিয়ে আয়—আমাদের চায়ের ঘরে।

ডাইনিং রুমে সাদা চাদর বিছানো টেবিলের ওপর প্রাতরাশের প্রচুর আয়োজন হয়েছে—চা, টোস্ট, ডিম, কেক প্রভৃতি।

টেবিলের একদিকে হিমানী দেবী বসেছিলেন, আর সোমেশ্বর তাঁ[illegible]শে এসে বসলেন। অন্যদিকে কিটি ও লটি আগেই এসে বসেছে। তাদের পা[illegible] একখানি শূন্য চেয়ার পড়ে রয়েছে। তার সামনে ধূমায়মান চা ও প্রাতরাশ রাখা রয়েছে।

ঘরের মধ্যে পর্দা সরিয়ে গৌরী ঢুকল। সোমেশ্বরবাবু তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, বসো। কাল তোমাকে ডাকতে ভুল হয়ে গিয়েছিল, আমরা খাব আর তুমি ও-মহলে পড়ে থাকবে সে তো ভাল দেখায় না!… মুশকিল হয়েছে তোমার ঐ জঞ্জালগুলোকে নিয়ে—ওদের তো আর এঘরে এনে খাবার-টেবিলে বসাতে পারি না!

হিমানী দেবী মিষ্টকণ্ঠে বললেন, দাঁড়িয়ে কেন মা, বসো, চা যে জুড়িয়ে যাচ্ছে।

গৌরী গম্ভীর গলায় উত্তর দিলে, আমাকে মাপ করবেন, ওসব খাওয়া তো

সোমেশ্বরবাবু বললেন, তার মানে? চাও খাও না?

না।

সে কি! টোস্ট কেক ডিম পুডিং—

না কাকাবাবু, ওসব আমার মুখে রুচবে না।

কেন?

এমন খাবার আমি মুখে তুলতে পারি না—যে-দামে দশ পনেরো জনের ফ্যান-ভাতের সংস্থান হয়ে যায়।

কিটি ঠোঁট টিপে হেসে বললে, ওরে বাবা, এ যে আনকোরা বলশেভিক আইডিয়া!

লটি দিদির কথার সঙ্গে যোগ দিল, গৌরী বুঝি কার্ল মাকসের সাধিকা?

না দিদি, আমার সাধনা মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তোলা।—গৌরী মিষ্টি হাসি হেসে বললে।

সোমেশ্বরবাবুর চোখ জোড়া যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবার উপক্রম হয়, তিনি বললেন, আই সী, ঐ সর্বনাশা দলের স্লোগান তা হলে তোমার মাথা বিগড়ে দিয়েছে!

দল-বিশেষের শ্লোগান শুনে নিজের আদর্শকে আমি কোন দিনই বদলাই নি কাকাবাবু। আপনারা খেয়ে নিন, অন্য সময় আমি আসব। আমার বাচ্চাগুলোরও ক্ষিদে পেয়েছে।

হিমানী দেবী একটু নড়েচড়ে বসে মৃদুস্বরে বললেন, বলেছিলাম তো, ওদের ছেড়ে ও খেতে চাইবে না।

সোমেশ্বরবাবু গর্জন করে উঠলেন, এখান থেকে ওদের উচ্ছেদ করে তবে আমার অন্য কাজ। খেয়ে নাও তোমরা।

সকলেই যে-যার খাওয়ায় মনোনিবেশ করলেন।

গৌরী বেরিয়ে এল ডাইনিং রুম থেকে। সোজা এসে ঢুকল নিজের ঘরে। ক্ষিপ্রহাতে মেঝের ওপর একখানি শতরঞ্চি বিছাল। তার পর তার শিশুর দলটিকে নিয়ে খেতে বসল।

খেতে খেতে গৌরী তাদের অক্ষর চেনাতে লাগল। একখানি স্লেটের ওপর 'অ' অক্ষরটা লিখে, সেটি তুলে ধরে ছেলের দলকে উদ্দেশ করে বললে, বল

রবি ও পরী বললে, অা।

ফণি, তুমি যে চুপ করে রইলে বাবা! এটা কি?—গৌরী দলের অপর ছেলেটিকে উদ্দেশ করে বললে।

ফণি মুখ নীচু করে বললে, আ মা!

আর যেন ভুলে যেও না বাবা। আচ্ছা, এটা কি বল তো?…কাল চিনিয়ে দিয়েছি।—গৌরী শ্লেটের ওপর 'অ' অক্ষরটা লিখে দেখাল।

সকলে সমস্বরে উত্তর দিলে, অ!

গৌরী হৃষ্টমনে বললে, খেয়ে নাও, আজ তোমাদের আরও তিনটে অক্ষর চেনাব।…হ্যাঁ, আর দেখ, তোমরা বাগানে গিয়ে গাছ থেকে ফুল তুলো না।

পরী নামে বালিকাটি অভিমানক্ষুণ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, বাগানে যাবও না?

যেতে বারণ করছি না তো! তবে গাছে হাত দিও না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

ড্রয়িংরুমের অলিন্দপথে কিটি, লটি ও অলকা কথা বলতে বলতে আসছিল।

কিটি বললে, আপনার কথাই ভাবছিলাম। হাউ গ্ল্যাড আই অ্যাম টু—বাবাকে ধরে আপনার চাকরি ঠিক করে ফেলেছি।

অলকা খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, ইজ ইট অ্যাজ আই এক্সপেকটেড—আপনি আমাকে…

বাবার সেক্রেটারী পিনাকীবাবুর সঙ্গে আগে দেখা করে আসুন—সব জানতে পারবেন।

গড ব্লেস ইউ—

গড ব্লেস আস বোথ।—কাজ সেরে শিগগির আসুন—মজা দেখবেন!

কথা বলতে বলতে ওরা তিন জনে পিনাকীর অফিস-ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

স্যার সোমেশ্বর তখন তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে একখানি আরাম-কেদারায় অঙ্গ ঢেলে দিয়ে চুরুট টানছিলেন ও সংবাদপত্রের পাতার ওপর চোখ বুলোচ্ছিলেন। সেক্রেটারী পিনাকী স্যারের আরাম-কেদারার পাশে এসে দাঁড়াল।

কাগজখানি রেখে দিয়ে সোমেশ্বরবাবু বললেন, তুমি ঠিক ধরেছ পিনাকী, আজ সকালে চায়ের টেবিলে ডেকেছিলাম এই হল অপরাধ, তাই নিয়ে ছ্যার-ছ্যার করে যে সব কথা শুনিয়ে দিলে আমার [illegible]

এখন বুঝতে পারছি—দাদার ওটা স্পয়েল্ড্ গার্ল, ডেঞ্জারাস!

পিনাকী নিরীহ স্বরে প্রশ্ন করে, একটা কথা জানতে চাই স্যার—আমার কাছে তো কিছুই লুকোন না, তাই…

কি?

আপনার স্টেট এবং এই প্রপার্টির ওপরে ওঁর কি…

না-না-না, কে ও? যদিও স্টেট আর বাড়ি আমাদের পৈতৃক, কিন্তু আমিই তো বরাবর আঁকড়ে আছি আর কত বাড়িয়েছি—ওর দাবি করবার কিছু নেই।

তা হলে আপনি কিন্তু গোড়াতেই ভুল করে ফেলেছেন স্যার—ওঁকে গেস্ট-হাউসে…

সোমেশ্বরবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, হুঁ, তুমি দেখছি তলিয়ে ভেবেই কথাটা বলেছ। আমিও যে বুঝি নি তা নয়। যাই হোক, এ ভুলের কাঁটা তুলতেই হবে! বসো তুমি, কিছু বলবার আছে।

পিনাকী অদূরে রাখা একখানি চেয়ার টেনে এনে সোমেশ্বরবাবুর আরাম-কেদারার পাশে রেখে তার ওপর বসল ও জিজ্ঞাসু মুখে তাকাল তাঁর দিকে।

দু জনের কথাবার্তা শেষ হতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পিনাকী বললে, হ্যাঁ, ভাল কথা, সেই অলকা মেয়েটির সম্বন্ধে কি করা যায়—মিস্ কিটি যেভাবে সুপারিশ করেছেন……

সোমেশ্বরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, তুমি কি দিন দিন নতুন হচ্ছ পিনাকী! আমাদের পলিসি ভুলে যাও কেন? ও-ব্যাপারে সবাইকেই উপুড়-হাত করতে হবে, তবে সুপারিশের মান রাখতে চাও তো ফিক্সড রেটটাকে ক্রস্ না করতেও পার।

কিন্তু স্যার, চাকরির ফাইলে ওয়েটিং-লিস্টে অনেকগুলো নাম ঝুলছে যে!

ওকেও ঝোলাও—এভরি থিং হ্যাজ ইটস্ টাইম!

পিনাকী দ্রুত বেরিয়ে এল সোমেশ্বরবাবুর ঘর থেকে। তার পর নিজের অফিস-রুমে এসে সেখানে অলকাকে বসে থাকতে দেখে বিস্মিতই হয়ে যায়, কিন্তু মুখে সে-ভাব না দেখিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, আপনার বান্ধবী মিস কিটির রেকমেণ্ডেশন হ্যাজ ডান ইট। ধন্যবাদটা তাঁকেই পৌঁছে দেবেন।

অলকা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে ওঠে, আই স্যাল নেভার ফরগেট ইট। মিস কিটির সঙ্গে আপনিও আমার স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

কিন্তু দুঃখের কথা কি বলব বলুন, চাকরি খালি হলে ডিপার্টমেণ্টগুলো যেন হাঁ করে থাকে। না দিলেও মুস্কিল—পেছনে লাগবে। আবার এও ভাবি, চাকরির জন্যে এক সঙ্গে পাঁচ শ টাকা বার করাও তো সহজ কথা নয়—

তাতে কি হয়েছে? প্রণামী না দিলে পূজোই সিদ্ধ হয় না—যেমন ডাক্তারের ভিজিট না দিলে রুগী সারে না। আপনি ওর জন্যে কেন কুণ্ঠিত হচ্ছেন, আই অ্যাম ভেরি মাচ ওবলাইজড্ টু ইউ য়্যাণ্ড থ্যাঙ্কফুলি অ্যাকসেপ্ট ইওর অফার।

পিনাকী খুশিতে ডগমগ করে ওঠে এত সহজে অলকা রাজী হয়ে যেতে। সে দাঁড়িয়ে উঠে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অলকা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

কিটি এই সময়ে উল্টো দিক থেকে আসছিল, অলকাকে পিনাকীর ঘর থেকে হাসিমুখে বেরোতে দেখে বলে উঠল, আপনার কাজ তো হয়ে গেল, এখন আমাদের কাজটি করে দিন অলকা দেবী।

নাচের ভঙ্গিতে অলকা জবাব দেয়, With all my wish and strength—নাচ, গান, প্লে যা বলবেন!

Thank you.

অলকার উচ্ছ্বাস তখনও থামে নি, সে বলে চলল, দেখুন, এখানে এলেই মনে হয়, এই বুঝি স্বর্গ!···আমার লাইফের সব ট্র্যাজেডি আমি ভুলে যাই।

লটি ছুটতে ছুটতে এসে কিটির পাশে দাঁড়াল। তার পর ফিস ফিস স্বরে বললে, গৌরী আসছে দিদি!

অলকা ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করে, গৌরী কে?

একটু আগে মজা দেখবার কথা বলছিলাম না—তাই। আমার বোন হয়—জ্যেঠার মেয়ে। ঢাকা থেকে এই হিড়িকে পালিয়ে এসেছে, কিন্তু তা মানতে চায় না। ট্রেনে আপনাদের ট্র্যাজেডির কথা ওকে বলে ওর কাছ থেকে আসল কথাটা বার করে নিতে হবে···কি মতলবে কলকাতায় এসেছে! আপনিই পারবেন—যাকে বলে deprave করে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেওয়া।

অলকা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায় কিটির দিকে, বলে, বলছেন আপনার বোন—জেঠার মেয়ে, তা হলে···

ওর ইতিহাসটা আপনাকে তাড়াতাড়ি তা হলে শুনিয়ে দিই আগে। কিটি রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে।

ড্রয়িংরুমের সামনে লম্বা বারান্দার একাংশ দিয়ে গৌরী সামনের দিকে আসছিল। ঈশান সহসা কোথা থেকে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হয়ে গৌরীকে বাধা দিয়ে বললে, এ রেতের বেলায় তুমি ওদিকে যেও নি দিদিমণি।

কেন ঈশানদা?

ওরা বাপু মনিষ্যি ভাল নয়। এ-বাড়ির দিদিমণিদের কথা ছেড়ে দাও—ওনাদের কথা আলাদা, কিন্তু তুমি বাপু……

তোমাদের ছোট্ট দিদিমণি যে আমাকে ডেকে আনলেন ঈশানদা, কি একটা জরুরী কথা বলবেন বলে!

তার মানে, তোমাকেও দলে ভেড়াবার মতলবে আচেন।…তুমি যেও নি বাপু।

তোমার সে ভয়ের কারণ নেই ঈশানদা—এঁদের চোখে আমিও লোক ভাল নই। শুনেই আসি না কি বলে?

গৌরী এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

ড্রয়িংরুমের পিছনে অপর একটি বারান্দা। ভাসের ওপর বিলাতী বাহারী গাছ দিয়ে স্থানটি সাজানো। ড্রয়িংরুমে নৃত্যাদির পর এইস্থানে বিশ্রাম ও বিশ্রম্ভালাপের ব্যবস্থা আছে। দু-তিনটি ভাসের মাঝে বেতের চেয়ার ও টেবিল। পিনাকী, ডঃ দেবেন সরকার ও আর্টিস্ট অবিনাশ নির্জনে একান্তে বসে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করছিলেন।

ডঃ সরকার বললেন, আজ থেকে রিহার্সেল শুরু হবার কথা ছিল না?

পিনাকী বললে, কথা তো ছিল, কিন্তু তার আগে আর এক ঝামেলা এল যে!…লাহোর থেকে পালিয়ে আসবার মুখে ট্রেনের কামরায় অলকা দেবীর লাইফের ওপর দিয়ে ট্রাজেডির যে নাচ চলে গেছে, সেইটিই এখন এক্সপ্লেন করে শোনানো হচ্ছে গৌরী দেবীকে।

অবিনাশ বিরক্তিভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কি উদ্দেশ্যে?

অলকা দেবীর মুখে তাঁর দুর্ভোগের কথা শুনে তেতে উঠে গৌরী দেবীও যাতে নিজের জীবনের ট্রাজেডিটা সবার সামনে এক্সপ্লেন করেন! উনি তো এ-বাড়িতে এসে অবধি কিছুই ভাঙেন নি—এমন কি এখানে পালিয়ে আসবার কারণটিও এ পর্যন্ত জানা যায় নি। তাই মিস কিটি এখন তাঁর কানে জল ঢুকিয়ে ভিতরের চাপা জল টেনে বার করবার মতলবে আছেন।

ডঃ দেবেন সরকার বেশ ভারিক্কীচালে বলে উঠলেন, I see, এসব হচ্ছে মিস কিটির ইনটেলেকচুয়াল প্ল্যান!

অবিনাশ বললেন, এতক্ষণে বোধ হয় অলকা দেবীর পাস্ট ট্রাজেডির প্লেতে ড্রপ পড়েছে—চল যাওয়া যাক্।

তিন জনে এসে সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে ঢুকলেন।

ড্রয়িংরুমের একাংশে গৌরী, কিটি ও লটি অলকাকে ঘিরে তার কথা শুনছিল।

পিনাকী, ডঃ দেবেন সরকার ও অবিনাশ একটু তফাতে, মেয়েদের থেকে বেশ দূরে নিজেদের উপস্থিতি গোপন করে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগলেন।

কিটি বললে, অলকা দেবীর ট্রাজেডি তো শুনলে গৌরী—অত বড় ঘা খেয়ে, এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রেনের কামরায় বাপ-মা-ভাইদের অমন করে হারিয়ে তবুও ভেঙে পড়েন নি!

লটি দিদির কথার শেষটুকু ধরে বললে, তার পর, যদিও দূর সম্পর্কের এক মামার বাড়িতে আছেন, কিন্তু এসে অবধি নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার জন্যে কি চেষ্টাই না করছেন!

কিটি আবার শুরু করল, আর শুনলে তো, বাবাকে ধরে ওঁর চাকরির একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছি বলে আমাদের ক্লাবের জন্যে কি না করছেন! বাদুড়বাগান থেকে বালিগঞ্জে আসছেন রিহার্সেল দিতে—নাচওয়ালীর অত বড় নাচের পার্টটা লুফে নিলেন!

অলকা খুব ঔৎসুক্যভরে বললে, এখন আপনার জীবনের ট্রাজেডিটা শুনিয়ে দিন গৌরী দেবী—অন্ততঃ ঈস্ট পাকিস্তান থেকে কি করে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছেন!

গৌরী দ্রুত উত্তর দিলে, পালিয়ে তো আমি আসি নি অলকা দেবী। বাইরে থেকে নিজেদের বাড়িতে ফিরে এলে কি পালিয়ে আসা হয়?

কিটি বললে, তা হলে কি তুমি বলতে চাও গৌরী, লাহোরের মতন ঢাকায় ম্যাসাকার কাণ্ড সত্যিই হয় নি?

গৌরী মৃদু হেসে বললে, আমি জানি কিটিদি, অলকা দেবীর মত আমার সম্বন্ধেও রক্তারক্তি কাণ্ড কিছু আমার মুখ দিয়ে শোনবার জন্যে তোমাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। কিন্তু সত্যি যা ঘটে নি, কিংবা চোখেও কোন দিন দেখি নি—

লটি বললে, তা হলে কাতারে কাতারে এত সব লোক কলকাতায় পা আসছে কেন ?

অলকা বললে, আপনি কি বলতে চান, যত কিছু ট্রাজেডি খুনখা পাঞ্জাবেই হয়েছে—পূর্ব বাংলায় কিছু হয় নি, ওরা সব মিছিমিছি পালিয়ে আস

গৌরী বললে, আমি তো ও-কথা বলি নি অলকা দেবী! কিছুই না অমন করে একটা জাত শেয়াল-কুকুরের বেহদ্দ হয়ে পালিয়ে আসে ? অথচ, এ এক সময়ে স্বদেশী যুগে, অসহযোগ আন্দোলনে, বিয়াল্লিশের বিপ্লবে ব্রি সিংহের সঙ্গে লড়াই করতেও ভয় পায় নি। এখন কি হয়েছে জানেন—স মনোবল এরা হারিয়ে ফেলেছে, আর সেইটিই হচ্ছে এদের জীবনের অতি ট্রাজেডি—সব রক্তারক্তি কাণ্ডের চেয়েও বেশী, বুঝলেন ?

পিনাকীরা এতক্ষণে পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে এদের মজলিশে যোগ দি পিনাকী বললে, বলি আজ কি খালি পাকিস্তানের পালাই চলবে ?

অলকা বললে, দেখুন না মিস কিটির কাণ্ড, শুধু শুধু আজেবাজে কথায় সম নষ্ট করালেন, এতক্ষণে তিনটে সিন রিহার্সেল হয়ে যেত—নাচ-গান সুদ্ধ।

গৌরী বললে, দেখুন, আমি খালি আপনার কথাই ভাবছি। আপনা এখন দেখে কে বলবে যে ছ মাস আগে আপনার জীবনে অত বড় দুর্ঘট হয়েছিল।

অলকা বললে, আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না তো ?

গৌরী বললে, আপনি হয়তো ভুলে গেছেন, কিন্তু আমার মনে আছে, বাড়িতে প্রথম যেদিন আসি, এমনি রাতে রাস্তায় আপনাকে বন্ধুদের নিয়ে দি হাসিখুশী মনে বেড়াতে দেখেছিলাম।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখন মনে পড়েছে, অলকা বললে, আপনিও তখন এক পাল ক্ষু পল্টন সঙ্গে করে, বড় বড় দুটো লাগেজ নিয়ে এই বাড়িই খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন কিন্তু সে-কথা আজ তুললেন যে বড় !

বড় দুঃখেই তুলতে হল অলকা দেবী। ছ মাস আগে যার চোখের ওপর একখানা ট্রেনের কামরায় বাপ-মা আর উপযুক্ত দুটি ভাই খুন হয়েছেন, বছ ঘুরতে না ঘুরতে তাঁর এই হালচাল দেখছি! পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে রাস্তায় আমো করতে বাধে না—কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এসে নাচওয়ালী সেজে নাচতেও লজ্জা হয় না!

গৌরীর এই রূঢ় কথায় সমস্ত ঘরখানা স্তব্ধ হয়ে যায়। কিটি, লটি ও অলকার মুখের ভাব হয়ে দাঁড়ায় ঠিক মূর্ছা যাবার মত। পিনাকী ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। ডঃ দেবেন সরকার ও অবিনাশ অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন গৌরীর মুখের দিকে।

অলকাই প্রথমে রাগে অভিমানে ফুঁসে উঠে সরোদনে বলে, কিটি দেবী!

কিটি সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, গৌরী, শাট্ আপ্!

লটি গৌরীর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে বলে, এসব কি বলছ?

গৌরী মুখখানা বিকৃত করে বললে, ট্রাজেডির কথা শুনতে চাইছিলে না? তারই আর এক দিক তোমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলাম। উদ্বাস্তদের জীবনের ট্রাজেডি তো শুনেছ, এখন এটাও জেনে রাখো, এই অলকা দেবীর মত মেয়েদের ট্রাজেডি তাদের চেয়েও মর্মান্তিক।...তাই ভাবি—উনিও কত দুঃখী!

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

॥ দশ ॥

স্যার সোমেশ্বরের কক্ষ। ড্রইংরুমের পুরো দলটির প্রায় সকলেই বর্তমান—কেবল গৌরী ও অলকা বাদে। বেশির মধ্যে শুধু হিমানী দেবী ও শিবরামবাবু রয়েছেন।

ঘরের প্রত্যেকটি ব্যক্তির মুখভঙ্গি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যেন তা আসন্ন দুর্যোগের পূর্বাভাস।

সোমেশ্বরবাবু প্রথম কথা বললেন, মেয়েটা তো জ্বালিয়ে তুললে দেখছি!

কিটি ফোড়ন কাটলে, কত করে পঞ্চপাণ্ডবকে ধরে অলকা দেবীকে আনালাম, নাচওয়ালী পার্টখানার একেবারে the actress—সব দিক দিয়ে চৌকস। তাঁকে কিনা সবার সামনে যাচ্ছেতাই করে গেল!

সোমেশ্বরবাবু ব্যগ্রকণ্ঠে বলে উঠলেন, তা তোমরা অলকাকে যেতে দিলে কেন—আমার কাছে নিয়ে এলে...

তিনি এলে তো! কিটি সরোষে বললে, ফুলকোমুখী হয়ে কাঁদতে কাঁদতে

গৌরী কোথায় ?

মুখের বিষ ঝেড়ে ফড়কে চলে গেলেন—তার আর কি !

আমি তাকে ডাকাচ্ছি।…কইলি !

হিমানী দেবী এতক্ষণ নীরবে বসে বসে সব শুনছিলেন। কিন্তু আর সহ্য করতে না পেরে বলে উঠলেন, থামো, তাকে ডেকে আর কেলেঙ্কারি বাড়িও না। ও আসা থেকেই তো দেখছি, তোমার মেজাজ বিগড়ে গেছে—কিছুতেই ওকে সহ্য করতে পারছ না। আর তাই যখন পারছ না, তখন নাই বা ওর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখলে, যেমন আলাদা ব্লকে আছে থাকুক গে !

শিবরামবাবু হিমানী দেবীর কথায় সায় দিয়ে বলে উঠলেন, বৌ-ঠাকরুন বুদ্ধিমতীর মতই কথাটা বলেছেন !

সোমেশ্বরবাবু কুপিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, এখানে ও-কথা খাটে না। বিষাক্ত সাপ ভিটেয় থাকলে কেউ নিশ্চিন্ত হয়ে সেখানে থাকতে পারে না, বুঝলে ফিলজফার ?

কি করতে চাও তা হলে ?—শিবরামবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান সোমেশ্বরবাবুর দিকে।

এই সময় ক্রিং-ক্রিং ক্রিং-ক্রিং করে টেলিফোন বেজে উঠল। সোমেশ্বরবাবু রিসিভারটা তুলে নিয়ে কানে লাগিয়ে প্রশ্ন করলেন, হ্যালো, কে…ইয়েস, স্যার সোমেশ্বর স্পিকিং…আপনি ?…পঞ্চপাণ্ডব—কফি হাউস থেকে ফোন করছ ?… হ্যাঁ, হ্যাঁ, অলকা—অলকা আছে ওখানে ?…আচ্ছা, তাকেই দাও।…কে অলকা ? …আমি সব শুনেছি, কিন্তু মা, এ যে চোরের ওপর রাগ করে ভুঁয়ে ভাত খাওয়া হল।…নালিশটা আমার কাছে না করে চলে যাওয়া কি ঠিক হয়েছে ?…ভুল বুঝেছ তা হলে।…ওঃ, পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গে দেখা হতে তাদের পরামর্শেই ফোন করছ !…বেশ, বেশ, আমিও বলছিলাম, আমাকে না জানিয়ে—হ্যাঁ, এখন শোন, কাল সন্ধ্যের পর আসা চাইই—তার পর যা করবার করা যাবে…আচ্ছা, আচ্ছা।…

কিটি এগিয়ে যায় সোমেশ্বরবাবুর কাছে। তার পর তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে বলে, বাবা, রিহার্সেলের কথাটা—

সোমেশ্বরবাবু বললেন, হ্যাঁ, শোন…কাল থেকেই রিহার্সেল শুরু হবে, আর পঞ্চপাণ্ডবকে আসতে বলবে…আজকের ব্যাপারে আমি তাদের থ্যাঙ্কস দিচ্ছি।

আচ্ছা…গুডনাইট। তার পর রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, যাক্, হাঙ্গামা মিটে গেল!

একটু পরে শিবরামবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ফিলজফার।

বল!

গৌরীর ব্লকে গিয়ে আমার নাম করে তাকে বলবে, কাল সবার সামনে অলকার কাছে তাকে মাপ চাইতে হবে। আরও বলবে যে, যদি ঐ ব্লকে থাকতে চায়—আমার হুকুম মেনে চলতে হবে।

শিবরামবাবু হাঁ না কোন কথা না বলে সোজা বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে গৃহস্বামী ও বন্ধুর হুকুম তামিল করবার জন্যে।

গৌরী সে সময়ে তার ফ্ল্যাটে রান্না করছিল আর মুখে মুখে বাচ্চাগুলিকে গণনা শিখাচ্ছিল—কিণ্ডারগার্টেন প্রণালীতে।

শিবরামবাবু ঘরের মধ্যে ঢুকে স্তম্ভিত হয়ে যান গৌরীর একাগ্রতা দেখে। সহর্ষে বলে ওঠেন তিনি, বাঃ বাঃ, সংসারের কাজে হাতও চলছে, আর মুখও চলছে তোমার মা-লক্ষ্মী—এ তো বেশ!

গৌরী ধড়মড় করে উঠে শিবরামবাবুকে একখানি শতরঞ্চির আসন পেতে দিয়ে বললে, আসুন কাকাবাবু!

আসনের ওপর বসে আরামসূচক আঃ ধ্বনি করার সঙ্গে সঙ্গে শিবরামবাবুর দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বাচ্চাগুলির ওপর, তিনি বললেন, এগুলিকে তো দেখছি নিজের করে নিয়েছ!

এ কথা কেন বললেন কাকাবাবু?

বুঝতে তুমি পেরেছ—কেন বলেছি।—চেনা ও জানাশোনা যে সব আত্মীয়-স্বজন—তাদের ছেলেমেয়ে অনাথ হলে আমরা তো বড় দেখি, আর তুমি যাদের দেখছ মা, তারা তোমার…

আপনার জন তো নয়ই—জানাশোনাও ছিল না আগে।

তাই তো বলছি মা, কে কোন্ জাতের—তা তো জানা নেই…

এমনি ছেলেমেয়ে আজ দেশের চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে কাকাবাবু, তাদের কথা ভাবতে গেলে বুক শুকিয়ে যায়। কিন্তু খুঁজে খুঁজে এদের সবাইকে এক

কাকাবাবু ? আর এখানে সাধারণ জাতের কোন প্রশ্ন আসে না বলেই আমার ধারণা। আমার মতে এরা মহাজাতির সন্তান।

শিবরামবাবু উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠলেন, প্রথম দিন তোমাকে দেখে আর মুখের কথা শুনেই বুকখানা দুলে উঠেছিল মা, তখনই মনে হয়েছিল, তুমিই ঠিক স্বাধীন দেশের স্বাধীন জাতের মুখ রাখবার মত মেয়ে। কিন্তু এজন্যে তোমার চলার পথে বাধা-বিঘ্নও যে অনেক আসবে মা!

আমি তা জানি বলেই কাকাবাবু নিজেকে তৈরীও করেছি।

কিন্তু আজকের ব্যাপারে এ কি গোল পাকিয়ে এলে বল তো ?

আপনি তো সবই শুনেছেন কাকাবাবু, আপনিই বলুন, আমি কি অন্যায় কিছু বলেছি ? অলকা দেবী যদি আমার কথা বুঝতেন—

কথা বুঝলেও সত্যকে ওঁরা স্বীকার করতে পারবেন না যে মা! এখন তোমার কাকাবাবু তোমাকে যে-হুকুম করেছেন শোন।···

আলাপরত গৌরী বা শিবরামবাবু কেউই লক্ষ্য করলেন না যে পিনাকী অলক্ষ্যে থেকে তাদের কথোপকথন মনোযোগ দিয়ে শুনছে।

শিবরামবাবু স্যার সোমেশ্বরের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে জানালেন গৌরীকে। সমস্ত শোনার পর গৌরী বললে, বেশ, সবার সামনেই আমার বিচার হোক। বিচারে যদি আমিই দোষী সাব্যস্ত হই, নিশ্চয়ই শাস্তি মেনে নেবো। আর কাকাবাবুকেও আপনি বলবেন কাকাবাবু, তিনি যেন আমাকে তাঁর গলগ্রহ বা আশ্রিত না ভাবেন, এ বাড়িতে কিটি-লটির যে দাবি, আমার দাবি তার চেয়েও কম নয়।

॥ এগারো ॥

ধর্মদাসের পূজার দালান।

সকলেই পূর্ববৎ উপস্থিত। অধিকন্তু এদিনে অলকা ওই আসনে উপস্থিত রয়েছে এবং নিবিষ্টমনে গৃহস্বামীর উপদেশ শুনছে।

ধর্মদাস একটি শ্লোক আওড়ালেন :

সমানা ব আকূতি সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মনো যথা বঃ সুসহাসতি ॥

এর অর্থ হচ্ছে—তোমাদের সংকল্প সমান হোক, হৃদয় সমান হোক, মন সমান হোক—তা হলেই সব দিকে মিল থাকবে, বিচ্ছেদ আর হবে না। একতা ভিন্ন কোন সঙ্ঘই শক্ত হতে পারে না, একতাই জাতির শক্তির ভিত্তি। তাই প্রাচীন ভারতে প্রথম শিক্ষাই ছিল একতা। বর্তমানেও জাতি যদি ঐক্যবদ্ধ হয়, তা হলে আমাদের জাতীয় যজ্ঞশালায় দুঃখের যে রক্তশিখা জ্বলছে—তার অবসান হতে পারে।

অলকা প্রশ্ন করল ধর্মদাসের দিকে চেয়ে, আমাকে বুঝিয়ে দেবেন মামাবাবু, কি করে তা হতে পারে?

জাতি যদি সাধু হয়, খাঁটি হয়, সঙ্ঘবদ্ধ হয়—তা হলে দেশের দশা উন্নত হতে বাধ্য।

আপনি কি জাতটাকে ধরে বেঁধে সাধু বানাতে চান! সে কি সম্ভব মামাবাবু?

দেশ স্বাধীন হয়েছে মা, এখন তো আর অসম্ভব নয়। ভুল শিক্ষা সমাজের ওপর শিকড় গেড়ে বসেছে বলেই আমরা এদেশের মূলমন্ত্র ভুলে গেছি। এখন সেই শিকড় তুলে ফেলে এমন শিক্ষা দিতে হবে মা, জাতির জীবনে যা সত্যের প্রভাব আনতে পারে।

পাশ্চাত্য উচ্চশিক্ষা কি তা হলে ভুল? এ শিক্ষা কি আমাদের কোন উপকার করে নি বলতে চান?

পাশ্চাত্য শিক্ষা যে আমাদের প্রভূত উপকার করেছে তাতে ভুল নেই। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি অত্যধিক আগ্রহ আমাদের জাতীয় শিক্ষাকে জাতির জীবনের মূল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আর আমরাও পাশ্চাত্য শিক্ষাকে জাতির মনোভাব ও দৃষ্টির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে চেষ্টা করি নি।

তা হলে আপনি কি আমাদের শিক্ষার ধারা বদলাতে চান?

তা হলে বলি মা, শোন, সে একটা গল্প, কিন্তু সত্য।…স্বাধীনতা পাবার মুখে মহাত্মা গান্ধী জানালেন, স্বাধীন ভারতকে রামরাজ্যে পরিণত করা হবে। কথাটা আমার যেমন ভাল লেগেছিল, তেমনি একটা খোঁকাও উঠেছিল মনে। তাই গান্ধীজীকে বলি—রাজ্য হচ্ছে প্রজাকে নিয়ে, প্রজাই জাতি। সে যুগের প্রজা সৎ, সাধুপ্রকৃতি ও সঙ্ঘবদ্ধ ছিল বলেই রামরাজ্য আদর্শ হতে পেরেছিল।

নিয়ে গেছে দেখছেন তো? এই ছন্নছাড়া দুর্গত জাতিকে ভারতীয় আদর্শে গড়ে না তুললে কি করে রামরাজ্য হবে? কথাটা মহাত্মাজীর ভারী মনে লাগে। তখনই তিনি সাগ্রহে আমার পরিকল্পনা শুনতে বসলেন—জাতিকে কি উপায়ে রামরাজ্যের উপযোগী করে গড়ে তোলা যায়। আমি তাঁকে একথাও জানাই যে, পরিকল্পনা তৈরী করেই আমি বসে নেই—এই শহরেই আমার সাধ্য অনুসারে কাজও করে চলেছি। গান্ধীজী কথায় ভোলবার পাত্র নন, স্বচক্ষে দেখলেন আমার পাঠশালা, পরীক্ষা করলেন অল্প কয়টি ছাত্রছাত্রীদের। খুশী হয়ে উৎসাহ দিলেন। আমাকে বললেন, স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ব্যাপারে এই ঠিক পথ। এগিয়ে চল—সাহায্যের দরকার হবে না।…গান্ধীজীর অকাল-বিয়োগে হয়তো রামরাজ্যের কথা চাপা পড়ে গেছে কিংবা পিছনে আছে, কিন্তু মা, আমার কাজ ঠিক চলেছে।

এখন বুঝতে পারছি মামাবাবু, আপনার আসল উদ্দেশ্যটির কথা, কিন্তু মাপ করবেন, এ কি ছেলে-খেলার মতন নয়? দেশে রয়েছে কোটি কোটি লোক, তাদের স্বভাব চরিত্র প্রকৃতির মধ্যে কত প্রভেদ, আপনার এই বয়সে, আর এই একখানি বাড়ি থেকে কত লোককে শেখাবেন? শেষ পর্যন্ত এ কি বৃথাই হবে না?

ধর্মদাস দৃঢ়স্বরে বলে উঠলেন, না। নিষ্ঠার সঙ্গে নিঃস্বার্থভাবে যে কাজে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তা কোন দিন ব্যর্থ হয় না। আর জান তো, বিরাট কোন ব্যাপার করবার আগে ইঞ্জিনিয়ার সেই বিরাটের আদর্শ ক্ষুদ্র একটি মডেল তৈরী করে কাজে হাত দেন। আমার এই পাঠশালাও তাই।…আজ এই পর্যন্ত মা, আর এক দিন এ সম্পর্কে অন্য কথা হবে। ইচ্ছা হয় তো পাঠাশালার পাঠের ধারাও দেখতে পার।

ইউনিভার্সিটির পরীক্ষাটা হয়ে যাক মামাবাবু, তখন এক দিন আপনার পাঠ-শালা দেখব।

ধর্মদাসের কক্ষ। চারিদিকে গ্রন্থরাজি। নানারকম হাতে-লেখা পুঁথি। তক্তপোশের ওপর বিস্তীর্ণ শয্যা—তার উপরেও বহু বই ও কাগজপত্র ছড়ানো। একটি বালিশের ওপর দেহভার দিয়ে ধর্মদাস লেখাপড়ার কাজ করছেন, এমন সময় গৃহিণী সুরমা দেবী এলেন এবং স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন. অলকা তার

টাকা থেকে আজ আরও পাঁচ শ টাকা চাইছে, দেব কি ?

বিস্ময়ে আঁতকে ওঠেন ধর্মদাস, বললেন, পাঁচ শ টাকা ? এই কদিন আগেও না এক শ টাকা নিয়েছিল ?

সুরমা দেবী উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।···কলেজে যাবার জন্যে সে তৈরী হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে, বল তো···

তাকে এ ঘরে পাঠিয়ে দাও, আর টাকাটাও নিয়ে এসো এখানেই।

সুরমা বেরিয়ে যান ঘর ছেড়ে দ্রুতপদে।

অলকা বাড়ির ভেতরের বারান্দায় রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গানের একটা কলি গাইছিল, এমন সময়ে ধর্মদাসের পুত্র ভূদেবকে কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি নিয়ে সিঁড়ির দিকে আসতে দেখল।

সিঁড়ির প্রায় মুখেই অলকা দাঁড়িয়েছিল, ভূদেব তাকে অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছিল, সেদিকে তাকিয়ে অলকার চোখ দুটো জলে উঠল, তীব্র কণ্ঠে বললে, ভূদেবদার বুঝি টোলে যাওয়া হচ্ছে ?

বিস্মিত কণ্ঠে ভ্রূ কুঁচকে ভূদেব প্রশ্ন করলে, টোল ?

অ মা, শুনেই গালেও যে টোল খেয়ে গেল !···কোথায় এই বয়সে ইউনিভার-সিটি থেকে পি. এইচ. ডি. হয়ে বেরুবেন, তা নয় মামাবাবুর 'পাটছালা'য় পুঁথি ঘেঁটে দিনগত পাপক্ষয় করছেন !···ও মৃত ভাষার চর্চা করে কোন ফল আছে ?

ভূদেব বিরক্তপূর্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে, কলেজে পড়ে শুধু পাকা পাকা কথা বলতেই শিখেছ, আজকাল নোট মুখস্থ করে পাশ করার বাহাদুরি নেই কিছুই। সত্যি-কার জ্ঞান যদি পেতে চাও, সংস্কৃত ছাড়া হয় না জেনো।

অলকা ফুঁসে উঠল, তুমিও জেনে রেখো, মরা ঘোড়ায় দলা খায় না।

ভূদেব জলন্ত দৃষ্টিতে অলকার দিকে তাকিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

সেই মুহূর্তে ঘরের ভেতর থেকে সুরমা দেবী ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলেন। তাঁকে দেখে অলকা এগিয়ে যায় তাঁর কাছে এবং ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করে, এনেছেন মামীমা ?

আনছি মা, তুমি এক বার মামাবাবুর ঘরে যাও তো, তোমাকে ডাকছেন উনি।—সুরমা দেবী স্বামীর আজ্ঞা জানান।

অলকার মুখখানা কঠিন হয়ে উঠল। সে কোন কথা না বলে সোজা এগিয়ে

ধর্মদাস তাঁর ঘরে তক্তপোশের ওপর বসেছিলেন। অলকা ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে ঢুকে তক্তপোশের কাছে এগিয়ে যায়। তার পর উত্তেজিত স্বরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই ধর্মদাস তাকে থামিয়ে দিয়ে মৃদুমন্দ হাসতে হাসতে বললেন, বসো মা!

অলকা মাথা একটু নীচু করে তক্তপোশের এক প্রান্তে বসল।

ধর্মদাস শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, এত টাকা নিয়ে তুমি কি করবে মা?

আমাকে চাকরি করে দেবেন বলে এক জন কথা দিয়েছেন—তাঁকেই ওই টাকাটা দিতে হবে!

কিন্তু মা, তুমি তো এখনও পড়ছ—পরীক্ষার বিলম্বও আছে···এরই মধ্যে চাকরি করবার এমন কি তাড়া পড়ল—যার আশায় পাঁচ শ টাকা ঘুষ বলে দিতে হবে!

ঠিক ঘুষ নয় মামাবাবু—

তবে এভাবে দেওয়াটাকে কি বলা যায়—যে টাকা আর ফিরে পাবে না, তার পর চাকরি যে পাবে তারও কোন স্থিরতা নেই।

কি বলছেন মামাবাবু, স্যার সোমেশ্বর যখন কথা দিয়েছেন···

বেশ তো, আমার কথা পরে মিলিয়ে নিও। আমি শুধু তোমাকে এই কথাগুলো মনে করে রাখতে বলছি মা, মন দিয়ে শোন, লাহোরে সেই ট্রেনের কামরায় সেদিন যারা বেপরোয়া ছুরি চালিয়ে অত বড় হত্যাকাণ্ড করেছিল, শহরের কালোবাজারের ইতররা তাদের চেয়ে কোন অংশে কম নৃশংস নয়। ওরা সাময়িক একটা প্রবৃত্তির বশে পশুর মত হিংস্র হয়েছিল, আর শহরের এই নরপশুদের লালসার শেষ বা সময়-অসময় নেই—একই ভাবে এখনও চলেছে। চাকরি দেবার লোভ দেখিয়ে যারা ঘুষ খেতে চায়, তাদেরও আমি ঐ ইতর নরপশুদের দলে ফেলেছি। আর এও বলছি, যারা ঘুষ দেয়—তারাও কম দোষী নয়!

এই সময় সুরমা দেবী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন হাতে এক তাড়া কারেন্সি নোট নিয়ে।

অলকা অধৈর্য স্বরে প্রশ্ন করে উঠল, টাকা এনেছেন মামীমা?

সুরমা দেবী স্বামীর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতে ধর্মদাস প্রশ্ন করলেন স্ত্রীকে, তোমার কাছে অলকা কত টাকা জমা রেখেছিল?

বাকি থাকে দেড় হাজার। তার থেকে…

ধর্মদাস মৃদু কণ্ঠে বললেন, আজও পাঁচ শ টাকা চাইছে—বেশ দাও ওকে।

তা হলে আমার কাছে তোমার আর হাজার টাকা জমা রইল, কেমন ?

হ্যাঁ মামীমা, হিসেব আপনার ঠিক আছে।

কিন্তু খরচের হিসেব নিশ্চয়ই তোমার নেই !—ধর্মদাস মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন, যদি থাকত, তা হলে নিজের ভুল বুঝতে পারতে মা !

ভুল ? নিজের টাকা খরচ করে ?

হ্যাঁ। কিন্তু টাকাগুলো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যদি নিজে উপার্জন করতে মা, তা হলে হয়তো এ ভুল হত না। ও টাকা যে কত কষ্টের—জানতেন তোমার বাবা, যিনি দেশভুঁই ছেড়ে বিদেশে গিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রমে ঐ টাকা উপার্জন করেছিলেন !

কিন্তু বাবা এ টাকাগুলো আমাকেই দিয়েছিলেন মামাবাবু।

ধর্মদাস ক্ষুব্ধস্বরে বলে উঠলেন, আমার কথা থেকে কি ওর উল্টো বোঝাচ্ছে মা ? কিন্তু এখন বল তো মা, মাসে মাসে এই এক শ করে টাকা তুমি শুধু বাজে খরচই করেছ যদি বলি—সে কি অন্যায় হবে ? তোমাকে ইউনিভারসিটি ফ্রি করে নিল—বইও তোমাকে কিনতে হয় নি, এখানেও তোমার কোন খরচ নেই। এখান থেকে ইউনিভারসিটিতে যাবার রাহা খরচও কিচ্ছু নেই। অথচ মাসে মাসে একশটা করেটাকা তুমি খরচ করে চলেছ ! কথাটা আমার বুঝে দেখো মা।…হ্যাঁ, টাকাগুলো ওকে দাও—কলেজের বেলা হয়ে যাচ্ছে—স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন ধর্মদাস।

সুরমা দেবী নোটগুলি অলকার হাতে দিলেন। সে তার হাতের ভ্যানিটি ব্যাগের মধ্যে পুরল সেগুলি।

॥ বারো ॥

কলেজের দোতালায় টানা বারান্দার স্থানে স্থানে দলবদ্ধ ছাত্রীরা নিজেদের মধ্যে গল্প-হাসি ঠাট্টা করছে। তাদের থেকে একটু দূরে ছাত্ররাও জটলা বেঁধে

করলেই সবাই সচকিত হয়ে চুপ করে যায়। তার পর আবার গল্প শুরু হয়। এক জায়গায় পাঁচ-সাতটি ছাত্রী চক্রাকারে দাঁড়িয়ে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছিল। অল্পদূরে দণ্ডায়মান পঞ্চপাণ্ডবের দলটিই তাদের লক্ষ্য।

এক জন বললে, পঞ্চপাণ্ডব রে!

দ্বিতীয় জন বললে, দ্রৌপদীর আশায় দাঁড়িয়ে আছেন!

তৃতীয় ছাত্রী বললে, ঐ যে, দ্রৌপদী—লিফ্‌টে!

চতুর্থ ও পঞ্চম ছাত্রী একত্রে অস্ফুট স্বরে বলে উঠল, আসছে—আসছে!

ষষ্ঠ ছাত্রীটি হেসে গড়িয়ে পড়ে বললে, নেমেই কি করে ছুটেছে দেখ! বারান্দার একদিকে পঞ্চপাণ্ডব উৎফুল্ল মুখে দাঁড়িয়ে ছিল।

অলকা লিফ্‌ট থেকে নেমে দ্রুতপদে একেবারে তাদের কাছে গিয়ে সহর্ষে বললে, হ্যাললো!

পঞ্চপাণ্ডব অলকাকে ঘিরে ফেলল মুহূর্তের মধ্যে। তার পর ফিস্ ফিস্ করে কথা আরম্ভ করে দিল নিজেদের মধ্যে।

ওদিকে দূরে থেকে ছাত্র-ছাত্রীর দল সকৌতুকে লক্ষ্য করতে লাগল তাদের। এমন সময়ে ঘণ্টা বাজতেই সবাই ক্লাস-রুমে গিয়ে ঢুকল।

ক্লাস শেষ হতে অলকার মনে পড়ল, ইংলিশের প্রফেসর তাঁকে দেখা করতে বলেছিলেন।

অলকা দরজা ঠেলে দেখল—প্রফেসর-রুমে শুধু তিনিই আছেন। প্রফেসর টেবিলের সামনে বসেছিলেন আর ঠিক তাঁর সামনে তিনটি সুন্দরী তরুণী বসে। প্রফেসর তাদের সঙ্গে কাব্যালোচনা করছিলেন। হাসিমুখে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল অলকা।

অলকাকে দেখে প্রফেসর স-কলরবে অভ্যর্থনা করলেন, এসো, এসো, অলকা এসো। বসো। শুনছিলাম স্যার সোমেশ্বরের ফ্যামিলির সঙ্গে তোমার নাকি খুব ইন্টিমেসি হয়েছে—ওঁর মেয়েদের সঙ্গে পারফরম্যান্সে নামছ, খুব একটা হিলারিয়াস পার্ট······

হ্যাঁ, স্যার। ওঁর মেয়ে কিটি একেবারে নাছোড়বান্দা—তাই রাজী হয়েছি। আচ্ছা স্যার, এটা কি খুব খারাপ হবে?

না-না, আমি তা তো বলি না। আর্ট কখনও খারাপ হতে পারে?

হঠাৎ এই সময় সাধারণ বেশের মোটাসোটা ...

নমস্কার করে দাঁড়াল প্রফেসরের সামনে।

একটু রুক্ষ স্বরে প্রফেসর জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই ?

একখানা বই হাতে নিয়ে একটি মেয়ে বললে, স্যার, মাইকেলের লাইফে লণ্ডন এপিসোডের এই জায়গাটা……

মেয়েটি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসরের সম্মুখে একটি শূন্য চেয়ারের ওপর বসতে যাচ্ছিল, প্রফেসর তীব্র স্বরে বলে উঠলেন, আঃ, আজ নয়, আজ নয়, আমার এখন ফুরসত নেই—ক্লাসেই হবে, এখন যাও !

ম্লানমুখে মেয়ে দুটি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তাদের গমনোন্মুখ গতির দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে বললেন প্রফেসর, জ্বালাতন, যত সব···হ্যাঁ অলকা, তোমার সেই নাচওয়ালী পার্টের একটা অংশ আমাদের শোনাও দেখি !

সলজ্জভাবে অলকা তখনই নাচওয়ালী নাটিকার অংশবিশেষ ভঙ্গি সহকারে আবৃত্তি করতে শুরু করল।

ঠিক সেই সময় ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতের অধ্যাপক ন্যায়তীর্থের কাছে বসে গৌরী কথা বলছিল।

অধ্যাপক ন্যায়তীর্থ সস্নেহ স্বরে বললেন, তুমি যেভাবে সংস্কৃত শিখতে চাইছ মা, এখানে বা আর কোন কলেজে তার ব্যবস্থা নেই। তবে একটি জায়গার সন্ধান তোমাকে দিতে পারি—যেখানে গেলে তোমার কাজ হবে।

গৌরী আগ্রহভরে বলে উঠল, তা হলে দয়া করে আমাকে সেই ঠিকানাটি দিন শাস্ত্রীমশাই।

ন্যায়তীর্থ বললেন, পণ্ডিত ধর্মদাস শাস্ত্রী তাঁর নাম। এই—এখান থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ। বাদুড়বাগান—বিদ্যাসাগর মশায়ের বাড়ির কাছাকাছি, নম্বরটি মনে নেই, তবে ওখানে গিয়ে যাকে শাস্ত্রীমশায়ের বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করবে দেখিয়ে দেবে। তবে মা, তুমি খুব সকালেই যেও···

খুব সকালে ! কেন ?—গৌরী বিস্ময়ান্বিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ। তার কারণ হচ্ছে—ঐ সময়টিতে তিনি নিত্যই এমন এক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন, যা শুনলেই তাঁকে জানা যায়। সেই জন্যেই বলছি মা, ঐ সময়ে যেও। পাড়ার অনেকেই এখন ভোর থেকেই শাস্ত্রীমশায়ের

দালানে এসে হাজির হয়ে জ্ঞানসঞ্চয় করেন। আমিও মাঝে মাঝে গিয়ে থাকি—

গৌরী ওঁদের জন্যে প্রণাম করছে, এমন সময় বাইরে থেকে মিশ্র কণ্ঠের গোলমাল উঠল একটা। উভয়েই চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। গৌরী ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

দোতালার সোপানশ্রেণীর মাঝখানে একটা প্রশস্ত চাতালের ওপর শীর্ণকায় একটি নারী এবং তাকে বেষ্টন করে দু-এক বছরের ছোট-বড়—আট-নয়-দশ বছর বয়সের পর্যায়ে পড়ে, এমন দুটি বালক ও একটি বালিকা। মহিলাটি সম্ভবত প্রৌঢ়বয়স্কা। মাথায় ছিন্নভিন্ন অবগুণ্ঠন। পরিধেয় বসনও ছিন্ন মলিন। সে চাতালটির ওপর মুখ গুঁজে বসে এবং বালক-বালিকারা তাকে পরিবেষ্টন করে কাঁদছে।

চাতালের নীচের দিকে কলেজের এক দারোয়ান ও ওপরের দিকে আর এক দারোয়ান—দু জনেই মারমুখী।

সিঁড়ির ওপরে—অলিন্দের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলি ছাত্র ও ছাত্রী। তাদের মধ্যে পঞ্চপাণ্ডব ও অলকাও আছে—মুখে তাদের সকৌতুক হাসি।

নীচের সিঁড়িতে দণ্ডায়মান দারোয়ানটি সরবে চেঁচিয়ে উঠল, আবি উতারো!

ওপরের সিঁড়ি থেকে দ্বিতীয় দারোয়ানটি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, নিকালো—লেকেন পোলিস বোলায়েঙ্গা।

রমণী কিন্তু কিছুমাত্র নড়ল না, আগের মতই বসে রইল এবং আরও নিবিড় করে কাছের ছেলেমেয়ে দুটিকে জড়িয়ে ধরল। সে যে কাঁদছিল ভাল করে দেখলে বুঝতে পারা যেত। কিন্তু যারা ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল ওপরে এবং দু দিকে যে দুই যমদূত-আকৃতি লোক দাঁড়িয়ে তম্বি করছিল তারা বুঝল না।

অলকা সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললে, দেখছ কি, সিটির কলেজগুলো এর পর উদ্বাস্তশালা হয়ে উঠবে!

পঞ্চপাণ্ডবের এক জন উৎসাহভরে বলে উঠল, রাইট ও!

গৌরী দূর থেকে ঐ দৃশ্য দেখে জ্বলে উঠল ভেতরে ভেতরে। ভিড় ঠেলে সিঁড়ির দিকে আসবার জন্য সে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু বাধাপ্রাপ্ত হতে লাগল বার বার।

অতি কষ্টে ধীরে ধীরে সে এসে পৌঁছল সিঁড়ির মুখের কাছে। তার পর সামনের ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর তার জলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রূঢ় স্বরে বললে, দারোয়ানদের তম্বি শুনে আপনাদের খুব আনন্দ হচ্ছে, না?

সিঁড়ির ওপর দিকের দারোয়ানটি চোখ পাকিয়ে গৌরীর দিকে চেয়ে বললে, ক্যা—

গৌরী সিঁড়ির মুখ থেকে তর তর করে নেমে পড়ল দারোয়ান দু জনের মাঝখানে, তার পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কঠিন স্বরে বললে, তুমি লোক কৈসন বেওকুফ হো? দো তরফসে জুলুম কেঁও চলায় রহে হো? ভাগো!

দারোয়ানদের ধমক দিয়ে গৌরী আর দাঁড়াল না, সেই বিপন্না মহিলা ও তার সন্তানগুলিকে সামলিয়ে নিয়ে বাইরের দিকে চলে এল। কৌতূহলী হয়ে ছাত্রদের মধ্যেও অনেকে গৌরীর পিছন পিছন আসতে লাগল। সুযোগ বুঝে গৌরী অনুসরণরত একটি ছাত্রকে ডেকে অনুরোধ করলে, একখানা ট্যাক্সি এনে দেবেন দয়া করে?

ছাত্রটি কৃতার্থ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুট দিল।

একখানি ট্যাক্সি সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকা দিয়ে যাচ্ছিল, ছেলেটি তৎক্ষণাৎ তাকে নিয়ে উপস্থিত করল।

গৌরী ছাত্রটিকে ধন্যবাদ দিয়ে দলটিকে নিয়ে ট্যাক্সিতে উঠল। তার পর বিস্ময়াভিভূত জোড়া জোড়া চোখের সামনে ট্যাক্সিড্রাইভারকে আদেশ করল দক্ষিণাভিমুখে যাবার জন্যে।

॥ তেরো ॥

বিকালবেলা স্যার সোমেশ্বরের বাড়ির বহির্মহলের উদ্যানে, লনের মধ্যে একটা বড় রক্তবর্ণ মোরগের পিছনে গৌরীর আশ্রিত বালক-বালিকার দল ছুটোছুটি করছিল। গৌরী বাইরে যাওয়ায় এই ফুরসত মিলেছিল ওদের। ওই সুশ্রী পাখিটিকে ধরবার আনন্দ তাদের পেয়ে বসেছে।

ছেলেদের পরনে প্যান্ট, গায়ে হাফশার্ট। মেয়েটির পরিচ্ছদ সাদাসিধে [illegible]

ছেলেমেয়ে নয়!

খানিকক্ষণ ছুটোছুটির পর পরী মেয়েটি মোরগটিকে ধরে ফেলল। ধৃত মোরগের আর্তস্বরে আকৃষ্ট হয়ে স্যারের হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া মালী কইলী ও হলধর দু দিক থেকে ছুটে এল চিৎকার করতে করতে। হলধরকে পরীর কাছাকাছি দেখে কইলী তাকে উদ্দেশ করে অনুরোধ করল, এ ভাইয়া হলা, পাকড়ো, লেড়কীকো পাকড়ো—

হলধর কোমরে গামছা বেঁধে পরীর পিছু পিছু তড়পাতে লাগল, কৌটি যিবে—ধর ধর ধর—

পরী ধৃত মোরগটিকে দু হাতে তুলে হলধরের সামনে গিয়ে বলতে লাগল, ধর না, ধর না—

হলধর অস্পৃশ্য জন্তুর সংস্পর্শ কাটাবার জন্যে সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে নাকমুখ বিকৃত করে বললে, বাপ লো জগরনাথ, জগরনাথ—ঘুচিযা, ঘুচিযা, ঘুচিযা—

পরী বললে, বা রে, ধরতে এসে এখন যা।

প্রীতি, শক্তি, রবি, ফণী সকলে সমস্বরে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, ধরিয়ে দে, ধরিয়ে দে—

হলধর চিৎকার করে যত ছুটতে থাকে সামনের দিকে, শিশুরাও হল্লা করে তত তার পিছু নেয়।

বারান্দায় স্যার সোমেশ্বর অলক্ষ্যে থেকে কাণ্ডটা দেখছিলেন। এখন বেরিয়ে এসে, হেঁকে বললেন, দারোয়ান!

জী হুজুর!

ওদিকে সোমেশ্বরবাবুকে দেখে শিশুরা বিক্ষিপ্তভাবে কোন না কোন গাছের গোড়ায় আত্মগোপন করল।

পরক্ষণে দারোয়ান ছুটে এল হাঁপাতে হাঁপাতে। পিনাকীও তার ব্লক থেকে আসছিল।

সোমেশ্বরবাবু চেঁচিয়ে বললেন, ঐ জানোয়ারগুলোর কান পাকড়ে ওপরে নিয়ে এসো।

মোরগটিকে নিয়ে পরী একটি ক্রোটন গাছের পিছনে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল, পিনাকী ছুটে গিয়ে বামালসুদ্ধ তাকে ধরে ফেলল। অন্যান্য শিশুরাও সব ধরা পড়ল। টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হল ওপরে।

ইতিমধ্যে স্যার সোমেশ্বরের বাড়ির দেউড়ির সামনে একখানি ট্যাক্সি এসে থামল। দারোয়ান সেইমাত্র ভিতর থেকে এসে তার টুলটিতে বসেছে।

ট্যাক্সি থেকে গৌরী নেমে মিটার দেখে সোফারের হাতে টাকা দিল। তার পর হাত ধরে প্রৌঢ়া নারীটিকে এবং তার পাঁচ-ছয় বছরের মেয়ে ও সাত-আট বছরের ছেলেকে নামিয়ে গেটের দিকে চলল।

দারোয়ান হঠাৎ রুখে দাঁড়াল গৌরীর সামনে, ক্যা তাজ্জব হ্যায়। আপকা লেড়কা-লেড়কী পাকাড় গিয়া, ফিন আপ ই সব বাখেড়া লে কর্ ঝামেলা পাকানে আয়া?

গৌরী সবিস্ময়ে ভ্রূ কুঁচকে বললে, পাকাড় গিয়া—কোন্ পাকড়া?

উপরমে দেখিয়ে—সাহেবকা কামরা মে!

গুম হয়ে একটু থেমে বললে গৌরী, হুঁ, ম্যায় সমঝ্ গিয়া—এসো তোমরা।

দারোয়ান বাধা দেবার ভঙ্গিতে বললে, নেহি, বিনা হুকুমসে···

গৌরী বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বললে, হামরা হুকুম লেও, ম্যায় সাহেবকো বেটী হ্যায়। মরজি হো তো সাহেবকো বোল্‌না—হঠ্ যাও!

তার পর কুসুম ও তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এমন দৃপ্ত ভঙ্গিতে গৌরী গেটের ভিতরে ঢুকল যে দারোয়ান স্তব্ধভাবে শুধু চেয়ে রইল, তার মুখ দিয়ে বেরুল, ক্যা বাত!

রমণীটি খুবই কাহিল হয়ে পড়েছিল। গৌরীর ঘরে ঢুকেই মেঝেতে পাতা শতরঞ্চির ওপর শুয়ে পড়ল। ছেলেমেয়েগুলোকে বলল গৌরী, তাদের মাকে একটু দেখতে, ঈশানকেও ডাকল, বলল, এঁর মুখে-চোখে একটু জলের ঝাপটা দাও আর একটু বাতাস কর, আমি আসছি।

ঈশান অপ্রস্তুত কণ্ঠে গৌরীকে বললে, আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম গো—সেইজন্যেই এই ফ্যাসাদ! পিনাকীবাবু পরীর কান ধরে টানতে টানতে সাহেবের ঘরে নিয়ে গেলেন। বাকী সবাইকে দারোয়ান কইলী আর হলা তিনজনে মিলে ধরে নিয়ে গেল পিনাকীবাবুর পিছু পিছু।···তুমি একবার দেখো মা—

আমি দেখছি। তুমি ততক্ষণে এক কাজ কর। যে সাগু ভিজানো আছে, স্টোভটা জ্বেলে তাড়াতাড়ি তৈরী করে ফেলো। দুধ চিনি কিসমিস দিয়ে একটু পাতলা পাতলা থাকতে নামাবে। এক বাটি করে আগে এদের চার জনকে

আর সব ব্যবস্থা করব।...হ্যাঁ, বাচ্চাদের আগে দুখানা করে বিস্কুট বার করে দাও ঈশান।

নির্দেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৌরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ চৌদ্দ ॥

স্যার সোমেশ্বর তাঁর চেম্বারে একটা রিভলভিং চেয়ারে বসে ক্রোধে ফুলছিলেন। আর তাঁর অদূরে পরী, রবি, ফণী, প্রীতি ও শক্তি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। তাদের দু পাশে থেকে হলধর ও কাহলী পাহারা দিচ্ছিল—যাতে ছুটে পালিয়ে না যায়।

পিনাকী পরীর একটা কান ধরে বললে, যদি বাঁচতে চাস তো নিজের ঠিক জাত এখনও ভালয় ভালয় বল্ বলছি, কি জাতের মেয়ে তুই!

পরি ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বললে, বলিছি তো—মহাজাতি! কত বার বলব?

সোমেশ্বরবাবু পিনাকীর দিকে তাকিয়ে বললেন, সেই দজ্জাল মেয়েটা ধরা পড়বার ভয়ে এই সব শিখিয়েছে বুঝলে? বেত না লাগালে বলবে না পিনাকী—তুমি যতই বল। এই মুর্গীচোর ছুঁড়ীটা বেশী পাজী।

পিনাকী পরীর দুটো কান এবার দু হাতে ধরে পাকাতে পাকাতে বললে ফের ঐ কথা?

কান ছাড়ুন বলছি, লাগছে।—পরী বলে ওঠে।

সত্যি? তা হলে এবার?—কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সজোরে পরীর গালে চড় মারল একটা পিনাকী।

পরী যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল, উঃ মাগো।

ঠিক এই সময় গৌরী ঘরে প্রবেশ করে বিদ্যুৎবেগে। গৌরীকে দেখে শিশু দল একসঙ্গে কেঁদে উঠল, মাগো—মা!

গৌরী পিনাকীর দিকে জলন্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এগিয়ে এসে দৃঢ়স্বরে কঠিন মুখে বললে, হচ্ছে কি!

তার পর কথার সঙ্গে সঙ্গে পরীর হাত ধরে নিজের কাছে টেনে নিলে, গৌরীর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। গৌরী তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললে

কাকাবাবু কি বসে বসে মজা দেখছেন ? এই কচি মেয়েটাকে মারছে ঐ ইতরটা, আর আপনি চুপ করে আছেন !

সোমেশ্বরবাবু ফেটে পড়েন ক্রোধে, কি, কি, তুমি আমার ওপরে চোখ রাঙাচ্ছ ? পিনাকী, চাবুকটা আনো তো !

পিনাকী যেন অপেক্ষা করে ছিল কর্তার হুকুমের, সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ছুটে যায় লম্বা ঘরখানার শেষপ্রান্তের দিকে।

গৌরী কিছুমাত্র ভীত না হয়ে সমান তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলে সোমেশ্বরবাবুকে, আমাকে মারবেন ?

সে বয়স তোমার নেই, তবে তোমার সামনে ঐ নচ্ছারগুলোকে শায়েস্তা করব। তুমি ওদের জাত ভাঁড়ালেও চাবুকের চোটে আমি মানিয়ে তবে ছাড়ব।

কেউ ওরা জাত ভাঁড়ায় নি, নিজের কানে আমি ওদের বলতে শুনেছি— মহাজাতির সন্তান ওরা।

এই কি জাতের পরিচয় ?

নিশ্চয় ! এর চেয়ে বড় পরিচয় আর নেই।

হুঁ। শুনলাম তুমি নাকি গাড়ি করে আবার একটা উদ্বাস্তু মাগীকে আর তার এক পাল ছেলেপুলেকে সঙ্গে নিয়ে এসে ঐ ব্লকে তুলেছ এই মাত্র !

আপনি যা শুনেছেন তা সত্য।

কোন্ এক্তিয়ারে তুমি দারোয়ানের মানা না মেনে আমার বাড়িতে রাস্তার ভিখিরীদের এনেছ শুনি ?

জোর করবার অধিকার আমার আছে বলেই দারোয়ানের বাধা গ্রাহ্য করি নি আমি কাকাবাবু।

কি ? আমার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি জোর দেখাচ্ছ ? এত বড় তোমার আস্পর্ধা !...কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসে আমার মুখের ওপর যা ইচ্ছে তাই বলিস— পাজী, ইতর, নচ্ছার কোথাকার !

উত্তেজিত হয়ে নিজেকে খাটো করবেন না কাকাবাবু। আপনার মাথার ওপরে যাঁর চেহারা রয়েছে, যে বাপের আপনি ছেলে তাঁরই রক্ত বইছে আমারও শরীরে। ঐসব নোংরা কথা বলে ঐ মহাপুরুষের আত্মাকে লজ্জা দেবেন না।

পিনাকী এতক্ষণ কক্ষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে উভয়ের ক্রুদ্ধ সংলাপ শুনছিল চাবুকটা

হাতে করে। সে গুটি গুটি সোমেশ্বরবাবুর কাছে এসে চাবুকটি তাঁর হাতে তু
দিয়ে এই সময় বললে, চাবুক এনেছি স্যার, আচ্ছা করে ওদের শায়েস্তা কর
দেখি, সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

সোমেশ্বরবাবুও উত্তেজিত হয়ে হাত বাড়িয়ে চাবুকটি নিতে নিতে বললেঃ
দাও তো দেখি! তার পর চাবুকটি ওপর দিকে তুলে মেঝের ওপর এক বা
আছড়ে, পিনাকীর দিকে তাকিয়ে অদূরবর্তী শিশু কটিকে দেখিয়ে বললেন, হি
হিড় করে ও কটাকে এখানে টেনে আনো তো!

পিনাকী ফিরবামাত্র গৌরী হাতের কাছের টেবিল থেকে একটি নিরেট ক্ষু
ধাতুমূর্তি তুলে নিয়ে উচ্চস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, ওদের কারুর গায়ে এর পরও য
হাত দেন উনি, তা হলে ওঁর মাথা কিন্তু আস্ত থাকবে না কাকাবাবু, আমা
হাতের লক্ষ্য একটুও এদিক-ওদিক হয় না জানবেন।

সভয়ে দু পা পিছিয়ে গিয়ে মনিবের দিকে তাকিয়ে পিনাকী বললে, দেখ
কাণ্ড!

এই সময়ে গোলমাল শুনতে পেয়ে উপরের সিঁড়ি দিয়ে হিমানী দেবী এ
বাইরে থেকে শিবরামবাবু একসঙ্গে ছুটতে ছুটতে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

হিমানী দেবী বললেন, কি হচ্ছে তোমাদের? ছি ছি ছি!

শিবরামবাবু বললেন, তোমার কি ভীমরতি হয়েছে চৌধুরী!—ঠাণ্ডা হও স
এর পর আর কেউ রণচণ্ডীর বাচ্ছাদের সঙ্গে লাগতে যাবে না জেনো।

॥ পনেরো ॥

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সোমেশ্বরবাবুর ড্রয়িংরুমে বিরাট জট
চলেছে। তার মধ্যে আছে কিটি, লটি, ডঃ সরকার, অবিনাশ ও পঙ্কজ
ডঃ সরকার বললেন, Thunderstruck বলে ইংরেজীতে একটা কথা আ
ঐ গৌরী মেয়েটি আসার পর থেকেই এ বাড়িতে day after day সেটা হচ্ছে

অবিনাশ সায় দিয়ে বললে, Exactly so. কাল নাইটেও এই সময় অম
দেবীকে এমনি চটিয়ে দিলেন উনি যে রিহার্সেলটাই বন্ধ হয়ে গেল—আ
সেই কাণ্ড!

কিটি বললে, শুনলেন তো অলকা দেবীর মুখে, ওঁদের কলেজে গিয়ে সেখানেও একটা সিন ক্রিয়েট করে এসেছে!

লটি মুখটা বেঁকিয়ে বললে, রাস্তা থেকে যাকে-তাকে বাড়িতে তুলে আনায় কি বাহাদুরি তা তো বুঝি নে!

পঞ্চপাণ্ডবের এক পাণ্ডব নাটকীয় ভঙ্গিতে বললে, একেই বলে, আপনি এসে ঠাঁই পায় না—শঙ্করাকে ডাকে!

তা হলে আজকে রিহার্সেলের দফাও গয়া দেখছি!—ডঃ সরকার সখেদে বললেন।

অবিনাশ মিয়োনো স্বরে যোগ করলেন, বিশেষ করে স্যারের এই রকম মনের অবস্থায়—

কিটি হাত-পা নেড়ে বললে, আপনারা একেবারে ঘাবড়াবেন না—অলকা দেবী বাপির কাছে গেছেন, দেখুন এসে কি বলেন!

সোমেশ্বরবাবু তাঁর ঘরে বসেছিলেন। তাঁর চেয়ারের সামনে পিনাকী ও অলকা আরও দুটি চেয়ারে বসে কথা বলছিল।

সোমেশ্বরবাবু অলকাকে প্রশ্ন করলেন, তোমাদের কলেজে কি করতে ও গিয়েছিল?

উনি নাকি সংস্কৃত পড়বেন, তাই ওখানে সংস্কৃতের একজন টিচার খুঁজতে গিয়েছিলেন। সেই সময় সিঁড়িতে ঐ কাণ্ড।

সোমেশ্বরবাবু মুখখানা বিকৃত করে বললেন, অত ছেলেমেয়ে সব থাকতে ওরই দরদ একেবারে উথলে উঠল!

পিনাকী ফোড়ন কাটল, এর ওপরে সংস্কৃত পড়া হবে?

সোমেশ্বরবাবু উত্তর দিলেন, নইলে ওরকম পাঁদাড়ে প্রবৃত্তি হবে কেন?

অলকা কথার মাঝেই ব্যাগ থেকে একতাড়া নোট বার করতে করতে পিনাকীকে উদ্দেশ করে বললে, পিনাকীবাবু, আপনার সেই টাকাটা এনেছি—নিন্। তার পর বিহ্বল পিনাকীর হাতের মধ্যে নোটের তাড়াটা গুঁজে দিল।

সোমেশ্বরবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অলকার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, টাকা কিসের?

উত্তর দিল পিনাকী, ওঁর চাকরির ব্যাপারে—সেই অফিসারদের অনারারিয়ম—

মুখে কৃত্রিম বিরক্তি ফুটিয়ে সোমেশ্বরবাবু বললেন, অঁ্যা, অলকার কাছে হাত পেতেছ তুমি! সে কি হে—আমাদের কিটি-লটির ফ্রেণ্ড, না-না-না, ও কাছ থেকে—দিতে হয় বরং আমিই ও-টাকা নিজের থেকে দেব—

সে কি, আপনি কেন দেবেন, অলকা বিস্ময় প্রকাশ করে বলে, আপনি করেছেন যথেষ্ট, পিনাকীবাবু আমাকে সব বলেছেন—দস্তুর যখন আছে···

খুব বিব্রত কণ্ঠে বলে ওঠেন সোমেশ্বরবাবু, দেখ দিকি—কি কাণ্ড! আর· আজকালকার মেয়েদের সঙ্গে পারবারও জো নেই!

তা বলে আমাকে যেন গৌরীর দলে ফেলবেন না কাকাবাবু! অলকা হাসতে হাসতে বললে, আচ্ছা, আমি তা হলে এখন উঠি···হ্যাঁ, একটা কথা—আজ তা হলে রিহার্সাল হবে না কাকাবাবু?

সোমেশ্বরবাবু ভ্রূ কুঁচকে বলেন, কেন, হবে না কেন, কি হয়েছে?

আপনার মনটা আজ···

না-না-না, ওসব কিছু নয়। সেদিন একটা কাণ্ড করে তোমার মনে আঘা দিলে, আজ আমাকে তাতালে, তা বলে···না-না, রিহার্সাল তোমাদের চল বৈকি।...যাও পিনাকী, তুমি গিয়ে বল···

পিনাকী মনিবের হুকুম পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও অলকাকে লক্ষ করে বললে, চলুন!

সোমেশ্বরবাবু বাধা দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, শোন, মিঃ দাস অলকার এক নম্ব কস্টিউমটা দিয়ে গেছেন, সেইটে পরেই যেন···

যে আজ্ঞে।—বলে পিনাকী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল অলকাকে নিয়ে।

॥ ষোল ॥

গৌরী তার বসবার ঘরে একটা শতরঞ্চির ওপর বসে শিশুগুলিকে নিয়ে পড়াতে বসেছে। সে দলে আছে পূর্বের সেই চারটি শিশু এবং সেই রমণীটির তিন ছেলেমেয়ে।

রমণীটির নাম কুসুম। কুসুম সেই ঘরেরই একপ্রান্তে একটি শয্যার ওপ ঘাড় হেঁট করে বসে। তার পরনে এখন বেশ পরিষ্কার একখানি শাড়ী। তা

ছেলেমেয়েদেরও প্রত্যেকের পরনে পরিষ্কার জামা-কাপড়।

সেই ঘরেরই আর এক জায়গায়, গৌরীর অদূরে শিবরামবাবু একখানি চেয়ারের ওপর বসে। এতক্ষণ তিনি গৌরীর পড়ানো লক্ষ্য করছিলেন নিবিষ্ট মনে।

গৌরী মৃদু হেসে বললে, ভগবান যে কাকে দিয়ে কি করাবেন, আগে থেকেই তা ঠিক করে রাখেন তিনি কাকাবাবু, নইলে আমিই বা আজ ও কলেজে যাব কেন—

সে কথা ঠিক মা—কিন্তু সবাই কি একথা ভাবে?

আমিও আশ্চর্য হয়ে গেছি কাকাবাবু, ওখানে কেউ ওঁকে একটিবার জিজ্ঞাসাও করেন নি, কেন ওখানে উনি ওভাবে ঢুকেছিলেন—অথচ বার করে দেবার জন্যে সবাই পাগল!

শিবরামবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, বটে!

ওঁর স্বামী অনেক ঘোরাঘুরির পর একটা কলেজে চাকরি পেয়েছিলেন। সে কলেজের নাম উনি জানেন না।···একদিন খেয়েদেয়ে বাসা থেকে চাকরিতে আসেন, তার পর আর ফেরেন নি। দুটো মাস কোন রকমে কাটিয়েছিলেন এই তিনটি অপোগণ্ড কাচ্ছা-বাচ্ছাকে নিয়ে, তার পর বাড়িওয়ালা ঘরে যা জিনিসপত্র ছিল কেড়ে নিয়ে রাস্তায় বার করে দেয়। একটা পয়সা সম্বল নেই, সেই অবস্থায় বাচ্ছা তিনটিকে নিয়ে কলেজে কলেজে ঘুরে বেড়ানোই ওঁর কাজ হয়েছিল...

শিবরামবাবু বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, বল কি মা—তা কেউ কোন খবর—

উনি আবার এমনি ভালমানুষ, ভাল করে কথা অবধি বলতে পারেন না, তার ওপর কানেও কম শোনেন, তাই ঘোরাই সার হয়েছে। শেষে তিন দিন চারটি প্রাণী না খেয়েই ছিলেন, তবুও কারুর কাছে হাত পাততে পারেন নি। কলেজের সিঁড়িতে যখন বসে পড়েছিলেন, তখন অজ্ঞান হবার মতন অবস্থা।—

শিবরামবাবু বললেন, উপরে যিনি থাকেন, তাঁর ইচ্ছেতেই উনি ঐ সিঁড়িতে গিয়ে বসেছিলেন মা! এমন কাণ্ড তো হামেশাই ঘটছে, কিন্তু তোমার মতন বুকের পাটা নিয়ে এমনি করে এগিয়ে যেতে আমি তো আগে আর কাউকে দেখি নি মা!

গৌরী বললে, কিন্তু আমার চোখে পড়েছিলেন বলে আমিই না হয় এঁদের কোন রকমে এনে ফেলেছি, কিন্তু এঁর মতন আরও কত মেয়েই হয়তো এমনি

করেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।···এই কুসুমদির মতই তাঁরাও হয়তো মুখ ফুটে সব কথা বলতে পারেন না—কারুর কাছে হাত পাততেও জানেন না!

এ কথা খুব সত্যি মা।

এই একটু আগে ইনিই দুঃখ করে বলছিলেন, দেশে ওঁদের কোন অভাবই ছিল না, দু শ বছরের ভিটে-বাড়ি, ক্ষেত-খামার, পুকুর-বাগান—এক সঙ্গে দশ জন অতিথি এলেও ফিরে যেত না কেউ, আর আজ দেশ ছেড়ে এসে এই অবস্থা এঁর।

গৌরীর চোখে জল এসে গেল বলতে বলতে। শিবরামবাবুও কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে লাগলেন।

একটু সামলে নিয়ে গৌরী আবার শুরু করল বলতে, তাই বলছিলাম কুসুমদিকে, তোমাদের মতন যারাই উড়ো ভয়ে ভিটে মাটি ছেড়ে অনিশ্চিত আশায় এমনি করে কলকাতার মোহে পালিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের বারো আনার ভাগ্যে এই দুর্ভোগ চলছে।

তাতে কোন ভুল নেই মা!

আপনি বিশ্বাস করবেন বলেই আমি বলছি কাকাবাবু, পালাবার হিড়িক যখন ওঠে, বাড়ি-বাড়ি গিয়ে আমি বারণ করেছিলাম, জোড় হাত করে বলেছিলাম ভেড়ার পালের মতন পালিয়ে গিয়ে উদ্বাস্তু নাম নিও না, তার চেয়ে দেশের মাটি কামড়ে মরে শহীদ হও। কিন্তু ওরা শোনে নি আমার কথা। আমি যে জানতাম কাকাবাবু, সব থাকতেও সব ছেড়ে যারা প্রাণ আর মানের দায়ে পালিয়ে আসছে, তাদেরই শেষে পেটের দায়ে মান-প্রাণ বেঘোরে হারাতে হবে।···এই দেখব বলেই কি আমি এদের পিছু পিছু এসেছিলাম—উঃ।

ও নিয়ে ভাবতে বসলে কূল-কিনারা পাবে না মা, এখন এদের নিয়ে কি করবে তাই ভাবো।

বুকে বল নিয়ে যাদের এনেছি, ফেলতে তো পারব না তাদের কাকাবাবু। কিন্তু এর পর কি করব সেই হচ্ছে সমস্যা। আপনার সঙ্গে তাই নিয়ে পরামর্শ করতে চাই।

ওদিকে ড্রইংরুমে রিহার্সেল খুব জমে উঠেছে। নতুন ড্রেস পরে ড্রইংরুমের ক্ষুদ্র মঞ্চে অলকা নানারূপ ভঙ্গীতে নৃত্যগীত করছে। নাচের মাঝামাঝি

স্যার সোমেশ্বর ও হিমানী দেবী এসে বসলেন। তার ফলে ঘরে উপবিষ্টদের মধ্যে চাঞ্চল্যকর আনন্দ দেখা গেল। মঞ্চে অলকার নৃত্যচপল চরণযুগলের গতিও হঠাৎ তীব্রতর হল। নাচের প্রায় শেষাশেষি শিবরামবাবু এসে স্যারের কাছেই একখানি সোফার ওপরে বসে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে কিটি, লটি ও পঞ্চপাণ্ডব একবার বক্রদৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকাল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই নাচ শেষ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে অলকার প্রশস্তিতে সমস্ত ড্রইংরুমটা ভরে গেল।

সোমেশ্বরবাবু উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন, এতক্ষণ কোথায় ছিলে হে কিলজ্জার, সমস্ত নাচটা দেখতে পেলে না তো—বিউটিফুল!

শিবরামবাবু সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর দিলেন, আমিও একটা অদ্ভুত রকম নাচের গল্প শুনছিলাম হে, এখনও পর্যন্ত তার ছবি যেন চোখের সামনে ভাসছে।

বিস্মিত কণ্ঠে সোমেশ্বরবাবু জিজ্ঞাসা করেন, কোথায়?

তোমায় অতিথিশালায়! যে মহিলাটিকে গৌরীমা আজ নিয়ে এসেছেন তিনিই শোনাচ্ছিলেন!

॥ সতেরো ॥

ধর্মদাস তাঁর পূজার দালানে পাঠ দিতে ব্যস্ত।

এদিনে শ্রোতাদের দলে শিবরামবাবু ও গৌরীকে দেখা গেল। কিন্তু অলক নেই।

অন্যান্য দিন অপেক্ষা আজ শ্রোতার সংখ্যা কিছু বেশী। ভাষণের মধ্যেও ব্যগ্রভাবে কয়েকটি আরো নরনারীকে এসে যোগদান করতে দেখা গেল।

ধর্মদাস বলছিলেন, যদিও আমরা স্বাধীন হয়েছি, কিন্তু আমাদের জীবনযাত্রায় দুর্ভোগ তো কাটেই নি, বরং আরও গভীর হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় অনেকেই জানতে চাইছেন—জীবনের দুর্ভোগ কি করে কাটবে, আমরা যাব কোন্ পথে।

শ্রোতাদের মধ্যে উপবিষ্ট শিবরামবাবু বলে উঠলেন, সাধু, সাধু!

ধর্মদাস বললেন, এই কথাটা সকলকে মনে রাখতে হবে—মানুষের জীবনে যেমন কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য আসে, জাতির জীবনেও এগুলি দেখা যায়।

অমৃত-কন্যা

ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকেই আমরা জানতে পারি, যুগযুগ ধরে অপূর্ব সৃষ্টিশক্তি ও কর্মশক্তি দেখিয়ে জাতি সহসা ঝিমিয়ে পড়ল—তার জীবনে এল অবসাদ, গতি-পথে পড়ল বাধা। অমনি প্রশ্ন উঠল, পথ কোথা, যাব কোন্ পথে ?…সেই সংকট সময়ে রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে কপিলাবস্তুর শাক্যসিংহ বুদ্ধ হয়ে এসে দাঁড়ালেন জাতির সামনে। বললেন, আমাকে অনুসরণ কর, পথ দেখতে পাবে। সংসারটাই অনিত্য, দুঃখময়, এখানে শান্তি নেই—সুখ যদি চাও আমার মত সব ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হও।…অমনি দলে দলে লোক ভিক্ষু হতে লাগল, অশোকের মত কর্মবী… সম্রাট পর্যন্ত এই শূন্যবাদে আকৃষ্ট হয়ে জাতিকে সন্ন্যাস-মার্গে ঠেলে দিলেন। … দলে লোক ভিক্ষু হতে লাগল। এর পর এই ভিক্ষুরাই এমনি প্রবল ও অন… হয়ে উঠল যে দেশ অতিষ্ঠ হল এদের দাপটে।…এর পর এলেন আচার্য শ… বৌদ্ধমত খণ্ডন করে বৈদিক ধর্মমতবাদের প্রভাবে বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বনের হি… তিনি কমালেন বটে, কিন্তু জাতিকে বললেন, জগৎ মিথ্যা, সবই মায়া, ইহলো… তোমরা প্রবাসী—পরলোকেই রয়েছে তোমাদের পরম সুখভোগের আরাম-গৃ… …এর ফল হল কি, আবার দলে দলে লোক সন্ন্যাস গ্রহণ করতে লাগল… আধ্যাত্মিকগানে ভারতের আকাশ ভরে গেল—'চল মন নিজ নিকেতনে—সংসার-বিদেশে বিদেশীর বেশে ভ্রম কেন অকারণে!' নতুন পথের মোহে জাতি গীতায় শ্রীকৃষ্ণ-নির্দিষ্ট পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে স্বদেশকে বিদেশ ভেবে বিভ্রান্ত হল।…ওদিকে চতুর বিদেশী রাজশক্তি পরমোৎসাহে অস্ত্র শানাতে লাগল—এর অবশ্যম্ভাবী ফলে শৌর্যহারা জাতি তাদের কাছে পরাজয় বরণ করে নিজবাসেই পরবাসী হয়ে রইল!…হাজার বছর ধরে এই ভুলের মাশুল দিয়ে আজ আমরা স্বাধীন হয়েছি। স্বাধীন ভারতের নবযুগে আবার নূতন করে আমাদের মনে করতে হবে—সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেই শান্তি আসে না, সংসারে দুর্যোগের মধ্যে ধৈর্য ধরে থেকে সমস্ত বিপর্যয় জয় করে জয়ী হতে পারলে তবে শান্তি পাওয়া যায়। এই-সংসারটাই হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র, যুদ্ধ চলেছে সব দিকেই সবার মধ্যে, আর বিশ্বপ্রকৃতি তাদের দিকে তাকিয়ে বলছেন—যো মাং জয়তি সংগ্রামে সো হি ভর্তা ভবিষ্যতি।…একথা অনেক আগে দ্বাপরে বলেছেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর গীতার মধ্যে। গীতা যে-পথ দেখিয়েছেন, সেই আমাদের গন্তব্য পথ—পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের পরমশিষ্য কর্মযোগী বিবেকানন্দ গুরুর কাছে প্রেরণা পেয়ে সেই পথ আরও স্পষ্ট করে জাতির সামনে খুলে দিয়েছেন। বুদ্ধ ও শঙ্করের মত বৈরাগ্যের

শান্তি শ্মশানের শান্তি তিনি প্রচার করেন নি, গীতার আদর্শে জাতিকে বলেছেন —দুর্যোগের মধ্যেও কেমন করে শান্তি পাওয়া যায়। এই শান্তির পথই আমাদের এখন খুঁজতে হবে।···অকাল-মৃত্যু ঘটল বিবেকানন্দের—হয়তো কর্ম তাঁর শেষ হয়েছিল, কিন্তু তিনি রেখে গেলেন তাঁর আদর্শ তাঁর গুরুর বাণীর মধ্যে। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখনী ধরলেন বঙ্কিমচন্দ্র। জাতির সামনে তুলে ধরলেন তাঁর আনন্দমঠ, শোনালেন মহামন্ত্র বন্দেমাতরম, পথের সন্ধানে বেরোলেন দেশভক্ত কর্মীদল—অগ্নিযুগের শহীদ সব—শ্রীঅরবিন্দ, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, সূর্য সেন, প্রীতিলতা প্রভৃতি—শেষে নেতাজী। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের সশস্ত্র সংগ্রাম সহস্র বছরের গ্লানি মুছিয়ে খুলে দিল স্বাধীনতার পথ।···স্বাধীন আমরা হয়েছি, স্বাধীন ভারতে এখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নতুন পথ খুঁজে বার করা, শিক্ষাদীক্ষায় জাতি গঠন করে ভারতকে বিশ্ববরেণ্য করা। সেই জাতিগঠনের কাজই এখন চলেছে।

ধর্মদাসের কক্ষে ধর্মদাস, শিবরাম ও গৌরী ছিল।

শিবরাম গৌরীকে ধর্মদাসের সঙ্গে পরিচিত করে দেবার পর ধর্মদাস হাসতে হাসতে বললেন, এক সময় আমরা এক গোয়ালের গরু ছিলাম মা। এই শিবরাম, আর তোমার কাকাবাবু সোমেশ্বর আমাদের এক ক্লাস নীচে পড়ত—আর তোমার বাবা যজ্ঞেশ্বর ছিলেন আমার সহপাঠী।

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তা হলে আপনি আমার জেঠাবাবু হলেন—এই সম্পর্ক ধরেই আমি আপনাকে ডাকব।

বেশ তো মা, তোমার যদি তাই অভিরুচি হয় তাই বলো।

গৌরী বললে, ন্যায়তীর্থ মশাই আমাকে বলেছিলেন, সকালেই আপনি মন থেকে যেসব কথা বলেন, তা থেকেই আপনাকে জানা যায়। তিনি বাড়িয়ে কিছু বলেন নি! সত্যিই, নীচের উঠানে আপনার কথা শুনতে শুনতে আমার মনে হল জেঠাবাবু, আমি যেন প্রাচীন যুগের কোন ঋষির আশ্রমে এসেছি। আমার জ্ঞানের পিপাসা আপনার কাছেই মিটবে, আর চলার পথও আমি খুঁজে পাব।

কি মুশকিল, এক দিনেই তুমি আমার ওপরে এত বড় একটা উঁচু ধারণা করে

শিবরামবাবু বলে উঠলেন, গৌরীমার যে মানুষ চেনবার আলাদা চোখ আছে ধর্মদা!

গৌরী এই সময় সলজ্জভাবে বললে, কাকাবাবু, আপনি জেঠাবাবুর সঙ্গে গল্প করুন, আমি জেঠাইমাদের সঙ্গে আলাপ করে আসি।

ধর্মদাস-স্মিতমুখে হেসে ঘাড়টা হেলালেন সম্মতির লক্ষণ হিসেবে।

গৌরী গাত্রোত্থান করে বাড়ির ভেতর দিকে গেল।

বাড়ির অলিন্দ দিয়ে যেতে যেতে অকস্মাৎ একটি ঘরের মধ্যে থেকে অত্যন্ত শ্রুতিমধুর স্বরে সংস্কৃতের একটি শ্লোক তার কানে এসে ঢুকল। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে গেল সে।

ঘরের মধ্যে থেকে ভেসে আসছিল—

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।...

গৌরী শব্দ অনুসরণ করে রুদ্ধদ্বার কক্ষের সামনে এসে দাঁড়াল।

তার পর দরজায় একটা মৃদু ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল।

কক্ষমধ্যে ভূদেব ঈশোপনিষদ্ পড়ছিল।...

ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

গৌরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে অধ্যয়নরত তরুণ ছাত্রটির দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে করজোড়ে নমস্কার করে বললে, জেঠাইমার কাছে যাচ্ছিলাম, আপনার আবৃত্তি আমাকে টেনে আনলে...

গৌরীর প্রবেশ ও নমস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই ভূদেব দাঁড়িয়ে উঠে প্রতি-নমস্কার করে আগন্তুকার দিকে চেয়ে বললে, আমার সৌভাগ্য,—বসুন।

গৌরী মুচকি হেসে বললে, আপনার ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যাটা যদি শুনিয়ে দেন তো বসি।

ভূদেব বললে, বাবা বলেন, শাস্ত্র-কথা কেউ জানতে চাইলে যথাসাধ্য জানাবে।...বসুন আপনি।

এই জানার আগ্রহ নিয়েই শাস্ত্রীমশায়ের শরণাপন্ন হয়েছি। তিনি তা হলে আপনার...

আমার পিতৃদেব।—ভূদেব বললে।

ও!

ভূদেব মৃদু কণ্ঠে বললে, পূজোর দালানে আপনাকে দেখেছিলাম...

হবে, কিন্তু সে সময় তাঁর কথাগুলি আমাকে এমনি অভিভূত করেছিল যে, মন আর চোখ তাঁরই দিকে শুধু পড়েছিল।···যাক, আপনি ঐ শ্লোকটি ব্যাখ্যা করে আমাকে বুঝিয়ে দিন।

শ্লোকটির ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হয় যে শুধু জ্ঞান কিংবা শুধু কর্মদ্বারা সিদ্ধি পাওয়া যায় না। উপনিষদের মত হচ্ছে, পরিপূর্ণ মানুষ হলে একই সময়ে একসঙ্গে জ্ঞান ও কর্মের সাধনা করতে হবে। কর্মহীন জ্ঞানী কিংবা জ্ঞানহীন কর্মী অন্ধকারেই ঘুরে বেড়ায়।

গৌরী বললে, সত্যিই কথাগুলি ভাববার মতন। শুধু কাজই করে যাচ্ছেন, এমন লোক চোখের সামনেই অনেক দেখতে পাই···

আর শুধু জ্ঞানের চর্চা করেই আনন্দে মশগুল হয়ে আছেন, কর্মের ধারও ধারেন না, এমন লোক যদিও কম দেখা যায়, কিন্তু আছেন, বাবা বলেন, ঐসব জ্ঞানীদের খুঁজে-পেতে কর্মী করতে হবে, আর কর্মীরাও যাতে জ্ঞানের উপাসনা করেন, সেদিকেও চেষ্টা চাই। রামরাজ্য গড়তে হলে এর প্রয়োজন আগে।

বাবা কি বলতে চান, সে-কালের মানুষ একসঙ্গে জ্ঞান ও কর্মের সাধনা করতেন ?

নিশ্চয়ই। সে যুগের ভারতবর্ষ জ্ঞান ও কর্মকে একই বেদীর ওপরে স্থাপনা করে যে পর্যন্ত উপাসনা করেছেন, ততদিন পৃথিবীর মধ্যে তিনি ছিলেন মহীয়সী। তার পর যেদিন কেবল জ্ঞানকে বরণ করে কর্মকে ত্যাগ করলেন, বা কর্মকে বরণ করে জ্ঞানকে ত্যাগ করলেন, সেই থেকেই তাঁর অধঃপতন শুরু হল।

অকস্মাৎ ভূদেবের ভগ্নী দেবী এই সময় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করল, এক গাল হেসে বললে, ও মা, আপনি এখানে দাদার সঙ্গে গল্প করছেন, আর আমরা আপনাকে বাড়িময় খুঁজে খুঁজে সারা।

গৌরী সহাস্যে বললে, আমিও খুঁজতে খুঁজতে জেঠাইমার কাছেই যাচ্ছিলাম, এখানে আসতেই আপনার দাদার মুখে উপনিষদের শ্লোক শুনে···

গৌরীর হাতখানি ধরে মৃদু হেসে দেবী বললে, এখন আসুন তো, শ্লোক এর পর অনেক শুনবেন—তখন অরুচি ধরে যাবে।

দেবীর সঙ্গে গৌরী ভূদেবের পাঠগৃহ থেকে বার হয়ে অন্দরমহলের দিকে অগ্রসর হয়েছে, একটু তফাতে থেকে অলকা তা লক্ষ্য করল। মনে মনে কিছু ভেবে সেও ভূদেবের ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরের মধ্যে ডেস্কের ওপর উপনিষদখানি খোলা পড়েছিল, ভূদেব গৌরীর কথাই মনে মনে ভাবছিল, অলকার প্রবেশ তার লক্ষ্য আকৃষ্ট করল না।

ক্ষণকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অলকা সহসা খিল খিল করে হেসে উঠল। চমকে উঠে চাইতেই সামনে অলকাকে দেখতে পেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল ভূদেব, কি হয়েছে?

অলকা মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে বললে, আর কি—ছলনা ধরা পড়েছে!

ততোধিক বিস্মিত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, ছলনা?

নয়? আমাকে দেখেই তো ধ্যানমগ্ন মনটাকে তাড়াতাড়ি পুঁথির পাতায় নামালেন—ধরা পড়বার ভয়ে! মনস্তত্ত্বের বিচারে এই ধরনের লুকোচুরিই হচ্ছে ছলনা, বুঝলেন?…কি কথা হল শুনতে পাই না!

সোজাসুজি এই কথাটা তো জিজ্ঞাসা করলেই পারতে—আমিও সত্যিই যা ভাবছিলাম!

তাই নাকি? সত্যি!

হ্যাঁ। আর মনে করছিলাম তোমাকেই জিজ্ঞাসা করব।

আমাকে? বলেন কি?

এখন তুমিই এগিয়ে এসে কথাটা তুলতে আমার বলাটাও সহজ হয়ে এল। কথাটা হচ্ছে—এই ঘরে বসে হামেশাই দর্শনের শ্লোক আওড়াই, নিশ্চয়ই তুমি কানে তুলো দিয়ে থাক না, কিন্তু কই, কোন দিন তো দেখেছি বলে মনে পড়ছে না যে তোমার মনে কিছুমাত্র কৌতূহল জেগেছে—জানবার, জিজ্ঞাসা করবার…

হুঁ, তার পর?

যাকে লক্ষ্য করে তোমার এ কটাক্ষ—তিনি আজই এসেছেন এ বাড়িতে, এই ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। উপনিষদের দুর্বোধ্য শ্লোক একটি শুনেই আর এগোতে পারেন নি, নির্ভয়ে এ ঘরে এলেন—মনে কুণ্ঠা নেই, দিব্য জ্যোতি তাঁর মুখে, শ্লোকটির ব্যাখ্যা শুনতে চাইলেন। যথাসাধ্য বললাম। তাই ভাবছিলাম যে তোমাকেই জিজ্ঞাসা করব—প্রায় একই বয়সের, একই আকৃতির দুটি মেয়ের প্রকৃতিতে এত পার্থক্য কেন?…একটি এখানে এসেই শ্রদ্ধায় মন ভরিয়ে দিলেন, আর একটি বহু দিন একই আবেষ্টনের মধ্যে থেকেও মনে আনন্দ জাগাতে পারলেন না কেন?

ক্ষোভে অভিমানে ফেটে পড়বার মত হয়ে অলকা অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে ভূদেবের

পানে চেয়ে তিক্ত স্বরে বললে, এই কথা! আচ্ছা, এর জবাব তোলা রইল।—বলেই সবেগে সে বার হয়ে গেল।

শাস্ত্রীমশায়ের স্ত্রী সুরমা দেবী গৃহস্থালির কাজ করতে করতে গৌরীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। গৌরী খুব সংক্ষেপে তার যে পরিচয় দিয়েছে, তার বলবার ভঙ্গি এবং কথার গভীরতার ভেতর দিয়েই সুরমা দেবী এই মেয়েটিকে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁর মনীষী স্বামী যে প্রকৃতির কন্যা গঠনের জন্য সচেষ্ট, তাঁরই আদর্শরূপে যেন এই কন্যাটি তাঁদের সমক্ষে এসেছে।

কিন্তু সকালবেলায় সংসারের নানা কাজ, বসে গল্প করবার অবসর নেই। বুদ্ধিমতী গৌরীও যেন এটা উপলব্ধি করেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল, জানাশোনা তো হয়ে গেল জেঠাইমা—এখন উঠি, আবার আসব আর সেদিন খাব। তা বলে কিন্তু বসে বসে নেমন্তন্নের খাওয়া খাব না—আপনার সঙ্গে কোমর বেঁধে খাটতে দিতে হবে, তা বলে রাখছি।

সুরমা দেবী গৌরীকে এবেলা এখানেই খাবার অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু গৌরী উত্তরে তার সংসারটির কথা বলে প্রসঙ্গটা কাটিয়ে দিয়েছিল। সেজন্য নিজেই খাবার কথাটা তুলে সুরমা দেবীকে সন্তুষ্ট করতে চাইল। শেষের কথাগুলি সুরমা দেবীর বড় ভাল লাগল, তিনি বললেন, এই তো লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা মা। তোমাকে দেখেই বুঝেছি কি ধাতের মেয়ে তুমি!

মেয়ের কথা মুখে আসতেই আর একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে গেল অমনি। সুরমা দেবী তৎক্ষণাৎ কন্যার দিকে চেয়ে বললেন, হ্যাঁ রে দেবী, অলকা বুঝি এখনও ফেরে নি?···এলে দেখাতুম তাকে।

দেবী উত্তর দিলে, তিনি তো সেই সকালেই বেরিয়েছেন······

মা ও মেয়ের এই সংলাপে মনোযোগ না দিয়েই গৌরী কিঞ্চিৎ অনাগ্রহের স্বরে বললে, তা হলে জেঠাইমা, আর আপনার কাজের ক্ষতি করব না—আজকের মতন ছুটি নিচ্ছি।

সুরমা মৃদু হেসে বললেন, আমার চেয়ে তোমারই ক্ষতি বেশী হচ্ছে, শিবের সংসার যে পেতে বসেছ মা—কত ঝক্কি, এখান থেকেই আমি সব বুঝছি, এসো মা।

গৌরী বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এল। বারান্দা দিয়ে আসছিল—অলকার সঙ্গে

দেখা হয়ে গেল। পরস্পরের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হতেই অলকা আগ্রহে জিজ্ঞা করল, এ কি, আপনি এখানে?

আমিও এই কথাই জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম।

গৌরী বললে, তা হলে শাস্ত্রীমশাই আপনার সেই মামা নাকি?

আমার জীবনের সেই ট্রাজেডি তা হলে এখনও মনে করে রেখেছেন বলুন!

অত বড় ঘটনা কি ভুলতে পারা যায় কখনও? কিন্তু ভাবছি, এমন তপোব থেকেও···

তপোবন?

প্রশ্ন করেই পরক্ষণে অলকা খিল খিল করে হেসে উঠল। গৌরী চমকে উ জিজ্ঞাসা করল, হাসলেন যে?

বিংশ শতাব্দীর টাউনে কোন আধুনিকার মনে তপোবনের ছবি ফুটে উঠ হাসি পায় না?

কথাটা শুনেই গৌরীর মুখখানা যেন সহসা কঠিন হয়ে উঠল। কোন ক না বলে নীরবে স্থির দৃষ্টিতে সে চেয়ে রইল অলকার দিকে।

অলকা ঠোঁটের কোণে হাসির ঝিলিক তুলে ভ্রূভঙ্গি করে ব্যঙ্গের সু বলল, হ্যাঁ, তবে আপনার কথা মনে ছিল না—সেজন্যে 'সরি', আপনার চোখে বাড়ি তো তপোবন হবেই।

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করে ওঠে, কি ভেবে একথা বললেন?

মুচকি হেসে অলকা বললে, কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলার তপোবনে গোড়ার দিকটা ভাবলেই বুঝবেন!

মুখখানা শক্ত করে গৌরী অলকার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল, না, আপনি বলবেন। আমাকে লক্ষ্য করে এই মাত্র যে কথা বলেছেন, আপনাকেই বুঝি দিতে হবে—ও-কথা বলবার কি মানে?

অলকাও মুখখানা তুলে আরও একটু সোজা হয়ে পাশের ঘরখানার দি কটাক্ষ করে সশ্লেষে বললে, যান না আপনার দুষ্মন্তের কাছে, যিনি আপনা চোখে তপোবনের ফুল ফুটিয়ে দিয়েছেন!···মানে তাঁকেই জিজ্ঞেস করুন।

সবলে অলকার ডান হাতখানা সহসা দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে তীক্ষ্ণস্বরে গৌ বললে, তা হলে চলুন ও-ঘরে, কথাটার এখনই বোঝাপড়া হয়ে যাক্।

শুধু হাত ধরা আর মুখে বলা হয় না, হাতখানা চেপে ধরে সঙ্গে সঙ্গে যে

এই ক্রুদ্ধা মেয়েটি অলকার কোমল করপল্লবটির সঙ্গে সারা দেহটিকেও আড়ষ্ট করে দিয়েছে। সেই অবস্থায় দেহের সমস্ত শক্তি ও দ্বেষ চোখের দৃষ্টিতে এনে গৌরীর দিকে চেয়ে অলকা ঝঙ্কার দিল, কি ভেবেছেন আপনি—হাত ছাড়ুন!

কথার ঝঙ্কার দিয়ে হাতখানা ছাড়াতে ব্যর্থ চেষ্টা করল অলকা। সঙ্গে সঙ্গে গৌরী বলল, আপনি আমাকে যা ভেবেছেন, সেটা যে ভুল—আগে সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝুন তো! ও-ঘরে আপনাকে যেতেই হবে, মিছে কথা রটাবার অবসর আমি আপনাকে দেব না, চলুন।

অকস্মাৎ পাশের ঘরের দরজা খুলে গেল। ভূদেব বাইরে এসে বলল, ওঁকে আপনি দয়া করে ছেড়ে দিন গৌরী দেবী—ওঁর যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে। এখন উনি নীতিশাস্ত্রের সেই বিখ্যাত শ্লোকটির কথা ভেবে নিজেকে নিশ্চয়ই সামলে নেবেন—

অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফরফরায়তে॥

॥ আঠারো ॥

স্যার সোমেশ্বর তার কক্ষে নিজের আসনে বসে রাগে ফুলছিলেন।

পিনাকী তাঁর টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ডঃ দেবেন সরকার ও আর্টিস্ট অবিনাশ স্যারের সামনের দিকে বসে আছেন। তাঁদের দৃষ্টি স্যারের মুখে নিবদ্ধ।

সোমেশ্বরবাবু প্রশ্ন করলেন, তুমি কি করে জানতে পারলে পিনাকী?

আজ্ঞে, আমি যে ওঁদের ফলো করেছিলাম।

হুঁ, আচ্ছা আসুক ফিলজফার, আমি এবার তার শ্রাদ্ধ পাকাচ্ছি!

এই সময় শিবরামবাবু পর্দা ঠেলে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, মরবার আগেই যদি ওটা তোমার কৃপায় হয়ে যায় মন্দ কি! আমার কোন আপত্তি নেই।...এত উত্তাপের কারণটা শুনি?

তুমি আজ সকালে গৌরীকে নিয়ে সেই ধর্মের ষাঁড়টার কাছে গিয়েছিলে?

তোমার জানা উচিত গৌরী [illegible]

তোমার সঙ্গে তাঁর মতভেদ আছে বলে এভাবে তাঁর মর্যাদায় আঘাত দেওয় তোমার উচিত নয়। এ অবস্থায় কি করে আমি তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারি।

হ্যাঁ, কথাটা বলা হয়তো ঠিক হয় নি, কিন্তু তুমি তো জান, ধর্মদাস শাস্ত্রী আমারি প্রতিপক্ষ। তোমার কি উচিত হয়েছে গৌরীকে ওঁর সন্ধান দেওয়া?

গৌরী ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ন্যায়তীর্থের কাছ থেকে ওঁর সন্ধান পেয়েছিল আমি সঙ্গে করে ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম মাত্র। আর, এতে আমি অন্যায় কিছু দেখি নি।

ন্যায়-অন্যায় বোঝবার সামর্থ্য যে তোমার কতখানি, সে আমাদের জানা আছে। এখন আমার কথা হচ্ছে, যেজন্যে তোমাকে খুঁজছিলাম, তুমি এখনই গৌরীকে আমার নাম করে জানিয়ে দাও যে, এ বাড়িতে থাকতে হলে আমার অবাঞ্ছিত বা আমার বিরোধী পক্ষের সঙ্গে কোন রকম সম্বন্ধ রাখা চলবে না— একটা অনর্থ বাধবার আগে এটা একটা serious warning……

স্যার সোমেশ্বরের ক্রুদ্ধ মুখভাবের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে শিবরামবাবু বললেন, বেশ, বলতে যখন বলছ তখন নিশ্চয়ই বলব।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিবরামবাবু স্যারের বৈঠকখানা থেকে উঠে গৌরীর ফ্ল্যাটের উদ্দেশে পা চালালেন।

গৌরী তখন রান্নাঘরের কাজ শেষ করে সবেমাত্র পড়বার ঘরে এসে বসেছে শিবরামবাবু এসে ঘরের মধ্যে ঢুকলেন।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে গৌরী তাঁকে অভ্যর্থনা করে কেদারায় বসাল। তার পর তাড়াতাড়ি এক গ্লাস শরবত এনে বললে, খেয়ে ফেলুন কাকাবাবু, মিশ্রীর শরবত।…আপনার কথাই ভাবছিলাম।

শরবতটুকু পান করে শিবরামবাবু সোমেশ্বরের হুকুম শুনিয়ে দিলেন। তার পর বললেন, ওয়ার্নিংয়ের কথা ধরছি না, কিন্তু ওর attitude খুব খারাপ মা ওকে এতটা উত্তেজিত হতে কখনও দেখি নি। সত্যিই আমি ভীত হয়েছি।

গৌরী কিন্তু দমল না সে কথা শুনে, দৃঢ়স্বরে বললে সে, আমরা যখন অন্যা করি নি, আর করবও না, তখন ভয় কিসের কাকাবাবু? উনি যদি পাগল হন আমাদের তখন কর্তব্য হবে, ওঁকে সামলে রাখা। তা বলে ওঁর পিছনে

লাগার কল্পনাও আমরা যেমন করব না, তেমনি ওঁর ঐ অন্যায় আদেশও মানতে পারব না।

ধর্মদাস শাস্ত্রীর পূজোর দালান।

গৌরী শিবরামবাবুর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয়েছে শুনে অলকাও এসে হাজির হল।

ভাবমুখে শাস্ত্রী মশায় তখন বলছিলেন, প্রাচীন ভারতে জাতীয় শ্রদ্ধার পরিবেশেই সভ্যতা হয়েছিল শ্রদ্ধেয়। আজকের ভারতে সবদিকেই এই শ্রদ্ধার অভাব দেখি। গুরুজন এখানে শ্রদ্ধায় বঞ্চিত—বয়স্কের প্রতিও শ্রদ্ধা নেই। প্রতিষ্ঠানও শ্রদ্ধা পান না। পাশ্চাত্য সভ্যতার আত্মঘাতী অনুকরণের ফলেই আমাদের ছেলেদের অন্তরে এই অশ্রদ্ধা শিকড় গেড়ে বসেছে। এরা আজ ভুলে গেছে যে, ভারতীয় সভ্যতার মর্মস্থলে পৌঁছবার রাস্তাই হল শ্রদ্ধার ভেতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

গৌরী সমর্থন করে বলে উঠল, খুব সত্যি কথা।

অলকা বাধা দিয়ে বললে, কথাটা কিন্তু বুঝলাম না। পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন আত্মঘাতী, তখন এত কাল অন্ধভাবে অনুকরণ না করে বাধা দেওয়া হয় নি কেন?

ধর্মদাস সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, পরাধীন ভারতে তার সম্ভাবনা ছিল না মা।

এখন তো ভারত স্বাধীন হয়েছে, তা হলে এখন কি কর্তব্য?

প্রাচীন ভারতের আদর্শে জাতিগঠন—তার বনিয়াদ হচ্ছে শিক্ষা।

শিক্ষা? কেন, এর কমতি আছে নাকি? এত বড় দুর্দিনেও এবার শুনছি চল্লিশ হাজারেরও বেশী ছেলে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে।

আমি যে শিক্ষার কথা বলছি সে হল আলাদা। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার অঙ্গ ছিল ব্রহ্মচর্য বা সংযম-সাধনা। বিদ্যাপীঠে সমগ্র কিশোর কাল থেকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সংযমপালনে প্রত্যেক ছাত্র বাধ্য থাকতেন। শিক্ষার পর তাঁরা পথ বেছে নিতেন—কেউ হতেন গৃহী কেউ বা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। গৃহীদের মধ্যে নিজের নিজের যোগ্যতা অনুসারে কর্মে ব্রতী হবার সুযোগ থাকত—শিল্পে, বাণিজ্যে, রাষ্ট্ররক্ষায়, রাজসেবায়, বিভিন্ন ব্যাপারে। কিন্তু ঐ যে গোড়ায় শিক্ষার সঙ্গে সংযম [illegible]

তার জন্যে যে কাজেই লিপ্ত হন, সাধুতা যেন তাঁদের সহজাত সংস্কারজাত ছিল

ভারী আশ্চর্য তো! সেযুগে তা হলে সবাই ছিলেন সাধু আর মহৎ?

বললাম তো মা, ঐভাবে শিক্ষালাভ করে যাঁরা সমাজে আসতেন, তাঁদে প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি সৎ ও মহৎ না হয়ে পারত না। ওদিকে সমাজের লোক তাঁদের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ও নির্ভীক থাকতেন। তাই মহাভারতে দেখি, সাবিত্র দেবী ধর্মরাজকে নির্ভয়ে কালোচিত কথাই বলেছেন—

সতাং সদা শাশ্বত ধর্মবৃত্তিঃ
সন্তো না সীদন্তি ন চ ব্যথন্তি।
সতাং সদ্ভির্নাফলঃ সঙ্গমোঽস্তি
সদ্ভো ভয়ং নানুবর্তন্তি সন্তঃ॥

অর্থাৎ যাঁরা সৎ, তাঁদের ধর্মবৃত্তি চিরন্তন। তাঁরা অবসন্ন হন না, ব্যথা পা না। তাঁদের সাধুসঙ্গও বিফল হয় না। তাঁদের কাছ থেকে আশঙ্কারও থাকে না।

অবসরক্রমে শিবরামবাবু শাস্ত্রীমশায়কে বললেন, গৌরীর সম্পর্কে তোম সঙ্গে একটি পরামর্শ আছে।

শাস্ত্রীমশায় সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে নিজের ঘরে শিবরামবাবু ও গৌরীকে নি গেলেন।

গৌরীর প্রতি স্যার সোমেশ্বরের হুমকি ধর্মদাসকে বলতেই তিনি বললে যদি ওখানে থাকা নিরাপদ মনে না কর মা, তোমার ক্ষুদ্র সংসারটির জ আমার গৃহদ্বার সর্বদাই খোলা আছে জেনো।

কথাটা শোনবামাত্র গৌরী দৃঢ়স্বরে বললে, আমি জানি জেঠাবাবু, আম পোষ্যদের সঙ্গে আমাকে আশ্রয় দিতে আপনি কুণ্ঠিত হবেন না, কিন্তু সে হবে না জেঠাবাবু। ঐ বাড়িতেই আমাকে থাকতে হবে—নিজের অধিকারে দাবিতে।

শিবরামবাবু বললেন, কিন্তু ওখানে থাকলে কি তুমি শান্তি পাবে মা?

তা জানি না কাকাবাবু, কিন্তু আমার সাধ্যে যা সম্ভব, সে চেষ্টা তো আ করতে পারব। আর শান্তি পেতে হলে সংগ্রাম না করেই বা উপায় বি ঈশ্বর আমাকে যে ভার দিয়েছেন, তাই অবলম্বন করে শান্তির পথ আমা

খুঁজে নিতেই হবে।

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে ওঠেন ধর্মদাস, সাধু, সাধু! তোমার কথা শুনে প্রাচীন ভারতের মহীয়সী নারী মৈত্রেয়ীর কথা মনে পড়ল মা। তিনিও একদা বিব্রত হয়েই বলেছিলেন—তেনাহং কিং কুর্যাং যেনাহমমৃতস্যাম্,…যা থেকে অমৃতত্ব লাভ হবে না, তা নিয়ে আমি কি করব?…স্বাধীন ভারতে তুমিও সেই নারী—যে শান্তি ও মুক্তির জন্যে পথের সন্ধান করছে। তোমার ঐ আদর্শ থেকেই তুমি তার সন্ধান পাবে মা—আমি হব তোমার সহায়!

তা হলে আর কিসের ভাবনা, আপনার শিক্ষাতেই আমার সাধনা হবে অমৃতময় জেঠাবাবু!…গৌরী ভূমিষ্ঠ হয়ে শাস্ত্রীমশায় ও শিবরামবাবুকে প্রণাম করে বলল, আপনারা ততক্ষণ গল্প করুন, আমি ভেতর থেকে এখনই আসছি।

গৌরী সহাস্যে চলে গেলে দুই বর্ষীয়ানের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলতে লাগল।

গৌরী ধীর ও শান্তপদে এসে ঢুকল ভূদেবের পাঠাগারে।

চৌকির ওপর কতকগুলি গ্রন্থ রয়েছে। চৌকির উপরে ভূদেব উপবিষ্ট। চৌকির পাশে একখানি টুলে বসে গৌরী ভূদেব-প্রদর্শিত পুস্তকের পাঠ্যাংশ দেখতে লাগল।

ভূদেব বললে, বাবা আমাকে বলেছেন, আপনার অধ্যয়নে সাহায্য করতে। উপস্থিত এই বইগুলি নিয়ে যাবেন। আর এই খাতাখানিতে বাবার ব্যাখ্যা লিখে দিয়েছি—আপনার বুঝতে কষ্ট হবে না।

গৌরী সস্মিত মুখে বললে, তা জানি, আপনার সেদিনকার ব্যাখ্যা ভুলি নি। একটা অনুরোধ করব?

বলুন!

আপনার কথা সব শুনে বড় উদ্বিগ্ন হয়েছি। স্যারের মত বিপজ্জনক আত্মীয়ের সঙ্গে বিরোধ করে ওখানে আপনি থাকতে চাইছেন, এ যেন সেই কুমীরের সঙ্গে লড়াই করে জলে বাস করা—নয় কি!

আপনার অনুমান ঠিক। কিন্তু এক্ষেত্রে আপনি কি করতে বলেন, তল্পি-তল্পা নিয়ে পালিয়ে এলেই কি খুশী হন?

না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাই আমার মতে জীবনের পরম আদর্শ।

কিন্তু আপনি একা, স্যারের বাড়িতে নানা প্রকৃতির লোকজন যাতায়াত করে-তাদের অসাধ্য কিছুই নেই, তাই…

স্পষ্ট করেই বলুন!—

আপনার পিছনে আমি দাঁড়াতে চাই। শক্তি আমার যত ক্ষুদ্রই হো তাতে আন্তরিকতার অভাব নেই।

দেখুন, ঠিক এমনি সমস্যা নিয়েই মহাভারতের মহাসংগ্রাম। ন্যায্য দা ত্যাগ করা অন্যায় জেনেই ন্যায়নিষ্ঠ যুধিষ্ঠির সংগ্রামের সমর্থন করেছিলেন। যাঁ সাধুপ্রকৃতি—তাঁরাই করেছিলেন তাঁকে সমর্থন। আমাকে অসহায় জে সাহায্য করতে আপনি এগিয়ে এলে আমি কি 'না' বলতে পারি? জেঠাব এতে বাধা দেবেন না তাও জানি। কিন্তু স্যারের সমস্ত রোষ তখন আপনা ওপর গিয়েই পড়বে।

সেই অভিপ্রায়েই তো আপনার সংস্পর্শ চেয়েছি। ভাল কথা, শি সম্বন্ধে বাবাও সম্ভবত আপনাকে আজ অনেক কথা বলবেন।

জানি, আমাকেও তাই আজ এখানে নিমন্ত্রণ নিতে হয়েছে। কথা আছে-জেঠাইমার কাছে রান্নার পরীক্ষা দেবো। আপনি পড়ুন, আমি পাকশাল চললুম।

দেখুন, পুরুষদের মধ্যে যাঁরা এক হাতে নানা কাজ করেন, তাঁকে বলা হ সব্যসাচী। কিন্তু মেয়েদের সম্বন্ধে এ ধরনের কোন উপমার কথা জানা নেই।

গৌরী সহাস্যে জবাব দিল, থাকলে বুঝি প্রয়োগ করতেন? যেহেতু রান্ন কথা বলেছি—তাই? বেশ তো, যাঁর নামে আমার নাম রেখেছিলেন আম বাবা, তিনি কি মন্দ?

ভূদেব হেসে ফেলে বললে, সত্যিই আমাকে হারিয়ে দিলেন!

ধর্মদাসের কক্ষমধ্যেও যে আলোচনা চলছিল তাও গৌরীর প্রসঙ্গেই। ধর্মদ বলছিলেন, যজ্ঞেশ্বরদা যেন দেশ স্বাধীন হবে জেনেই সেইভাবে এ মেয়েকে তৈ করেছিলেন। স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়ে গড়তে হলে যেরকম আদর্শবতী মে প্রয়োজন, এই গৌরী যেন তারই প্রতীক। সোমেশ্বরের দুর্ভাগ্য, এ মেয়ে আপনার করে নিতে পারলে না।

শিবরাম বললেন, সোমেশ্বরের স্ত্রীর অবিশ্যি নজর পড়েছিল গৌরীর ওপ

কিন্তু কর্তা আর কন্যাদের ভয়ে এগোতে পারেন নি। এখন গৌরীকে সমর্থন করা মানে ভীমরুলের চাকে ঘা দেওয়া।

সে ঘা অনেক আগেই পড়েছে এখান থেকে। তার মূলে আমাদের ভূদেব।

তবু সেই ভূদেবকেই ও-বাড়িতে পাঠাতে চাইছ গৌরীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে!

আমিও যে ভূদেবকে তৈরী করেছি প্রাচীন ভারতের আদর্শে। সংকটের মধ্যে দিয়ে ওরও একটা পরীক্ষা হওয়া উচিত। এখানেই আমার কর্তব্যের শেষ।

এই সময়ে গৌরী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। সে শিবরামবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, আমার কাজ সারা হয়ে গেছে কাকাবাবু, এখন উঠুন।

শিবরামবাবু সহাস্যে প্রশ্ন করলেন, কি কি কাজ সারলে মা তুমি?

ভূদেববাবুর সঙ্গে খানিক তর্ক করলাম প্রথমে, তার পর জেঠাইমার সঙ্গে দেখা করে তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে এলাম। এখন আসুন।—এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে গৌরী বিদায় নিল।

॥ উনিশ ॥

স্যার সোমেশ্বর তাঁর ঘরে বসে পিনাকীকে বলছিলেন, তোমাদের সেই জেদ, তেজ ও রোখ—সব কি শেষ হয়ে গেছে? এই দজ্জাল মেয়েটাকে শায়েস্তা করবার মত কিছুই নেই? আমার কথা অগ্রাহ্য করে এখনও সে শাস্ত্রীর বাড়িতে যাতায়াত করছে?

পিনাকী প্রত্যুত্তর দেয়, কি বলছেন স্যার, এক ঘণ্টার ওয়াস্তা—আপনার বংশের ছাপ ওঁর গায়ে রয়েছে বলেই……

সে ছাপ আমি মুছে দিলাম। তুমি প্ল্যান তৈরী করে দেখাও, আমি মঞ্জুর করব।

আজ তো কারখানায় যাবার কথা আছে, সেখানেই আপনাকে প্ল্যান দেবো।

আজই যেতে চাও?

আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেকগুলো আসামী জমে গেছে। বাজেগুলো ডিসচার্জ করে কাজের-গুলোকে বাহাল করতে হবে। আর প্ল্যানটা আপনাকে ওখানেই দেব।

তা হলে গাড়ি বার করতে বল।

টালিগঞ্জের দিকে বস্তি অঞ্চলের খানিকটা তফাতে একখানা পুরনো বাড়ি সামনের দিকে কারখানা। তার পেছনে কিছুটা স্থান দুর্গম—তারই পাশ দিয়ে সংকীর্ণ পথে আর একটা গুপ্ত ব্লক।

কারখানা-বাড়ির ফটকের ওপর সাইনবোর্ড রয়েছে—তাতে লেখা : পশ্চিম বঙ্গ শিল্প-পীঠ। WEST BENGAL INDUSTRIES LTD.

ভিতরের দিকে গুপ্ত ব্লকে দুর্ঘটনায় অল্প-স্বল্প আহত সমর্থ মেয়ে-পুরুষ এবং জেল-ফেরত ঐ রকম মেয়ে-পুরুষ (যাদের ঘর-সংসার বা আপনার জন বলতে কেউ নেই, অথচ জোয়ান বয়স ও গায়ে সামর্থ্য আছে) তাদের এনে এখানে আশ্রয় দেওয়া হয় এবং পরে সামর্থ্য ও যোগ্যতা অনুসারে তারা কারখানায় কাজ পায়।

স্যার সোমেশ্বরের এটি এক গুপ্ত প্রতিষ্ঠান। কারখানায় গভর্নমেন্টের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা হয় এবং শ্রমজীবীরা ভোটের সময় কিংবা বিরোধী দলের সভাসমিতি ভাঙবার কাজে গুণ্ডারূপে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকে। ক্রীতদাসের মত জীবন যাপন করে থাকে এবং এই প্রতিষ্ঠান থেকে এদের আহার্য, নেশা ও অন্যান্য কুক্রিয়ার সবকিছু উপাদান সরবরাহ করা হয়ে থাকে। মধ্যে মধ্যে সংগৃহীত আসামীদের পরিদর্শন করে তাদের মধ্যে থেকে উপযুক্তদের বাহাল করে অনুপযুক্তদের, গভীর রাত্রে ট্রাকে করে দূর শহরতলী এলাকায় নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। যাদের পরিজন ও গৃহ-সংসার আছে এবং অবশিষ্ট জীবনটা এখানে কাটাতে ইচ্ছুক নয়, তারাই প্রতিষ্ঠানের বিচারে অনুপযুক্ত।

এই বস্তির পথে স্যার সোমেশ্বরের মোটর চলেছে। ওদিকে বস্তির কারখানার ফটকের ওপর সাইনবোর্ড দেখা যাচ্ছে। কারখানার মধ্যে শ্রমিকরা কাজ করছে—দড়ির কাজ, পীচের কাজ, আলকাতরার কাজ, কার্বন-কাগজের কাজ।

বৃহৎ কারখানার গুপ্ত ঘরের মধ্যে কতকগুলি কুশ্রী-আকৃতি ও কর্কশ প্রকৃতির লোক। প্রত্যেকের আকৃতিতে রুক্ষ ও উদ্ধত ভাব। কেবল এক ব্যক্তিকে নিরীহ মনে হয়। কিন্তু সে মূক। অন্যান্য লোকগুলি মিশ্রভাষায় গান করছে—পরস্পরের পৃষ্ঠেই করাঘাতে সঙ্গতের স্পৃহা মিটাচ্ছে। মূক ব্যক্তিটি মধ্যে মধ্যে

মাথা নেড়ে নির্বাক ভঙ্গি করছে।

স্যার সোমেশ্বরের মোটর সাইনবোর্ড দেওয়া কারখানার কাছে এসে দাঁড়াতেই সোফারএর পাশে উপবিষ্ট পিনাকী তাড়াতাড়ি নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিল। সোমেশ্বর নামতেই পিনাকী জিজ্ঞাসা করল, এখন কি কারখানায় ভিজিট দেবেন?

না, আগে অ্যাসাইলামে চল। তিন মাস ধরে জানোয়ারগুলো জড়ো হয়ে আছে—দু বেলা বসে বসে শুধু গিলছে। আজ বেছে নিতে হবে, সময় হয় তো ফ্যাক্টারিতে যাব।

গুপ্ত ব্লকের সেই লম্বা ঘরের মধ্যে সেই বিশ্রী মানুষগুলি তখনও মিশ্রকণ্ঠে গান গাইছিল। ওখানকার রক্ষক মহাঙ্গীর লালা দ্রুতপদে এসে বললে, এই হুঁশিয়ার, হুজুর আ গিয়া। তুম লোকের আবি তলব হোবে—চুপ রহ, চুপ রহ!

প্রথম ব্যক্তি বললে, বসে বসে পায়ে বাত ধরে গেল বাবা, হুজুরকে বলে একটা কাজে তো লাগিয়ে দাও!

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললে, আগারি হামাকো লে চল লালাজী, ম্যয় বহুত বহুত রোজ সে···

আরে ঠারো, মৎ চিল্লাও। তারিখ দেখকর তলব হোগা—যো আগারি আয়া হ্যায়, উসিকো আগারি লে যানে হোগা। য্যায়সা দস্তুর হ্যায়!

মূক ব্যক্তিটি এই সময় জোরে জোরে ঘাড় নাড়ছিল। তার দিকে দৃষ্টি পড়তেই মহাঙ্গীর বলল, আরে মৌনী বাবাজী, তুম ভারী ঝঞ্ঝাট পয়দা কিয়া—আরে বাত বলো জী, বাত তো······

এই সময় বাইরে থেকে ঘন ঘন ঘণ্টাধ্বনি ওঠায় চমকে উঠল মহাঙ্গীর, হুজুর বোলাতে হ্যায়···জী হুজুর, জী···

সবেগে বেরিয়ে গেল সে।

মহাঙ্গীর দৌড়তে দৌড়তে গিয়ে হাজির হল স্যার সোমেশ্বরের ঘরে। স্যার তখন একখানি ইজিচেয়ারের ওপর শুয়েছিলেন। আর একটু তফাতে একটি চেয়ারে বসে পিনাকী একখানা খাতার পাতা উল্টে যাচ্ছিল।

মহাঙ্গীর গিয়ে হাত জোড় করে দাঁড়াল হুজুরের সামনে।

পিনাকী খাতাটা বন্ধ করে বলল, জেল থেকে খালাস পেয়ে এসেছে সাত জন—তার মধ্যে দুটো মেয়ে, নিবাসী ধাড়া, ছোটকু কাহার, ইয়াকুব আলি, বেচু

সিং, লছমী বেওয়া, সুখীয়া পানওয়ালী।

স্যার ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, এদের ঘর-গৃহস্থালি নেই তো?

উত্তর দিল মহাঙ্গীর, জী হুজুর, কুছু নেই। হামাদের কামকা বিলবু লায়েক হোবে হুজুর।

সোমেশ্বর মহাঙ্গীরের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কারখানায় নাম লেখাবে আর মালিকের হুকুম মত সব কাজ করতে রাজী?

জী হুজুর, বিলকুল রাজী, হুজুরকে কামকা ওয়াস্তে জান দিতে রাজী হোবে

পিনাকী খাতার পাতা উল্টে পুনরায় বললে, অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারে এগারো জনকে আনা হয়। এদের মধ্যে ছ জন এখান থেকে সেরেসুরে উঠেছে—এরা বাড়ি যেতে চায়, এখানে থাকতে রাজী নয়।

সোমেশ্বর ক্রোধান্বিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, ননসেন্স! আজই রাতে ট্রাকে করে এই জঞ্জালগুলোকে যেন অফ করা হয়। তার পর বাকি পাঁচ জনের কি খবর?

পিনাকী বললে, এদের কেউ নেই—এখানে থাকতে রাজী আছে।

সোমেশ্বর পুনরায় প্রশ্ন করলেন, গররাজী বা নিমরাজী কেউ আছে?

নেহি হুজুর, মহাঙ্গীর নিবেদন করলে, এ লোক ভারী খুশীসে আছে। লেকেন এক আদমীকে লিয়ে কুছু মুশকিল বাধিয়েছে হুজুর।

মুশকিল, কি ব্যাপার?—ভ্রূ কুঁচকে তাকান সোমেশ্বর মহাঙ্গীরের দিকে।

পিনাকী খাতার একটা পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বললে, ও লোকটার সম্পর্কে এখানে নোট রয়েছে: আশুতোষ কলেজের কাছে স্যারের মোটরেই লোকটা চাপা পড়ে। গায়ে চোট লাগে নি, কিন্তু সেন্স হারিয়ে ফেলে। স্যার তাকে সেই মোটরেই এনানে…

হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে! তার পর?

সেরে উঠেছে বটে, কিন্তু কথা বলতে পারে না—বোধ হয় বোবাই ছিল।

এই সময় মহাঙ্গীর বলে ওঠে, লেকেন কানকা ইয়াদ ঠিক হ্যায় হুজুর—কালা আদমী না আছে।

সোমেশ্বর একরকম অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তা হলে জন্ম-বোবা নয়!

পিনাকী সপ্রশ্ন কণ্ঠে বললে, আজ রাত্তিরে এগুলোর সঙ্গে তা হলে একেও…

উহুঁ ও লোকটাকে আরও কিছুদিন এখানে রাখা যাক্! এরকম লোক

হাতে থাকা ভাল, সময়ে কাজে লাগতে পারে। আচ্ছা, যে লোকগুলোকে বাহাল করা হবে, এখানে তাদের সব কটাকে হাজির কর, আমি দেখব।

আভূমি দীর্ঘ সেলাম করে মহাঙ্গীর বললে, যো হুকুম হুজুর। তার পর দ্রুত সে বেরিয়ে গেল।

স্যার সোমেশ্বর পিনাকীর দিকে তাকিয়ে কিছু একটা ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা একটা আলমারি খুলে বোতল ও গ্লাস বার করে স্যারের সামনে একটা ছোট টেবিলের ওপর রাখল।

মুহূর্ত কয়েক পরে জেল-খালাসী ও দুর্ঘটনা থেকে আরোগ্যপ্রাপ্ত লোকগুলি এবং বিকলাঙ্গ দুটি যুবতীকে হাজির করা হল স্যারের সম্মুখে। মূক ব্যক্তিটিও ছিল এই দলের মধ্যে।

সোমেশ্বর সকলের ওপর পর্যায়ক্রমে তাঁর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, লালাজীর কাছে তোমরা সব কথা শুনেছ?

সকলে সমস্বরে প্রত্যুত্তর দিল, জী হুজুর, শুনেছি সব। মূক ব্যক্তিটিও সম্মতি-সূচক ঘাড় নাড়ল।

সোমেশ্বর বলে উঠলেন, কারখানায় তোমাদের ভর্তি করা হবে। সেখানে কাজ শিখবে। এই বাড়িতে থাকবে—খানাপিনার ভার আমরা নেব, দরকার মত কাপড়-চোপড়ও দেবো। এ ছাড়া হপ্তায় হপ্তায় হাতখরচও পাবে। কারখানার কাজ ছাড়া আমাদের ফাই-ফরমাশ শুনবে—তার জন্যে তালিম দেওয়া হবে। কাজ হাসিল করতে পারলে আলাদা বকশিশ পাবে।···রাজী?

সকলে একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, জী হুজুর! হুজুর মা-বাপ!

স্যার গাত্রোত্থান করলেন। গুটি গুটি পায়ে যুবতী দুটির নিকট এগিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তারা নত হয়ে হাত বাড়িয়ে হুজুরকে প্রণাম করলে।

সোমেশ্বর প্রশ্ন করলেন, কি নাম তোমাদের?

প্রথমা মেয়েটি নাম বললে, লছমী বেওয়া, হুজুর।

দ্বিতীয়ার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাতে সে বললে, সুখীয়া পানওয়ালী আছে আমি হুজুর।

সোমেশ্বর প্রশ্ন করলেন, জেলে গিয়েছিলে কেন?···দু জনেই কোকেনের ব্যবসা চালাতে?

নীরবে হেসে দু জনেই প্রশ্নের সমর্থন জানাল।

সোমেশ্বর বললেন, ধরা পড়ায় তো বাহাদুরি নেই—কাজে হাতসা চাই, বুঝলে? এখানে কিন্তু খুব হুঁশিয়ার হয়ে কাজ করতে হবে। তোমা দু জনকেই পানের দোকান করে দেওয়া যাবে, থাকতে হবে কিন্তু এখানেই খানাপিনা থেকে সবই এখানে মিলবে। দোকানদারির আড়ালে আমা কাজ করবে—তালিম অবিশ্যি পাবে···রাজী তো?

জী হুজুর! উভয়েই একসঙ্গে সম্মতি জানায় ঘাড় হেলিয়ে।

যে মূক ব্যক্তি ক্রমাগত ঘাড় নাড়ছিল, তার কাছে গিয়ে সোমেশ্বর বললে এই বুঝি সেই লোক—কথা বলতে পারে না?

মহাঙ্গীর নিবেদন করলে, জী হুজুর!

তোমার নাম মনে নেই?—সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বলেন স্যার লোকটির দি তাকিয়ে।

লোকটি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে শুধু। তার পর ঘাড় নাড়তে থাকে

সোমেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, বাড়ি কোথায়? কে আছে তোমার? ইশার করেই বল।

মৌনী ব্যক্তি ঘাড় নাড়ল শুধু।

মহাঙ্গীর ডাকল, মৌনী বাবাজী?

মৌনী তার দিকে চাইল।

মহাঙ্গীর বললে, তামাশা দেখেন হুজুর!

সোমেশ্বর বললেন, এক কাজ করা যাক্ পিনাকী, এটাকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে চল—আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে, পথে যেতে যেতে বলবখন।

পিনাকী মহাঙ্গীরকে ডেকে বললে, লালাজী, শোন, হুজুরের গাড়িতে একে তুলে দাও, কোঠিতে নিয়ে যাওয়া হবে।

জো হুকুম!—বলে মহাঙ্গীর মূক লোকটিকে নিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘরের অন্যান্য লোকগুলি সব এই সময়ে সমস্বরে হুজুরের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে উঠল।

॥ কুড়ি ॥

গৌরীর ফ্ল্যাটে গৌরী, শিবরামবাবু, ভূদেব ও কুসুম নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে। ওদিকে অদূরে শিশুর দল পড়তে বসবার আগে সমবেত-কণ্ঠে শিশুদের কর্তব্য সম্বন্ধে একখানি গান গাইছে।

শিবরামবাবু সহসা বলে উঠলেন, গানখানি গৌরীর রচনা।

ভূদেব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বললে, চমৎকার! এ গান গাইতে গাইতে এর ভাব এদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হবেই! এই ভাবে যদি ছেলেবেলা থেকে এরা অনুপ্রাণিত হয়, ভবিষ্যতে এরাই হবে দেশের আদর্শ সন্তান।

গৌরী বললে, এই বয়স থেকেই এদের মনগুলি যাতে ভালর দিকে যায়, সেই চেষ্টাই আগে করা উচিত। একটু বড় হলে, শিক্ষার সঙ্গে এমন অনেক কাজও করতে পারবে যাতে দেশ উপকৃত হবে। সে সব পরিকল্পনাও করা আছে।

ভূদেব বললে, বাবার শিক্ষার ধারার সঙ্গে আপনার ধারারও আশ্চর্য রকমের মিল দেখে আমি অবাক হচ্ছি।

গৌরী গাঢ়স্বরে বললে, চিন্তা আর আদর্শ থেকেই তো পরিকল্পনার সৃষ্টি। আমার বাবা সমস্ত ইউরোপ ঘুরে ঘুরে, কি ভাবে ওদেশে ছেলেমেয়েদের তৈরী করা হয়, তা দেখে এসেছিলেন। ওদের মধ্যে যেগুলো ভাল, আমাকে বলতেন। আমাদের দেশেও প্রাচীন যুগে—যখন আমরা স্বাধীন জাতি ছিলাম, কিভাবে তখন ছেলেমেয়েরা শিক্ষা পেত, তৈরী হত, সেসবও বাবার সাহায্যে আমি জেনেছিলাম। এখন কাজে লাগাচ্ছি।

শিবরামবাবু মৃদু হেসে বললেন, গৌরীমার ইচ্ছে, ·· করেই এই শিক্ষার কাজটি চালাবেন। উপস্থিত ওর মন বুঝে মনের বিধাতা ৫৫ কটি ছেলেমেয়েকে এনে দিয়েছেন, তাদের নিয়েই কাজ শুরু করে দিয়েছে।

এই সময় কুসুম একখানি থালায় দু বাটি দুধ এবং ডিসে করে মোহনভোগ এনে শিবরামবাবু ও ভূদেবের সামনে রাখতেই ভূদেব মৃদু আপত্তির সুরে বলে উঠল, এ আবার কেন?

শিবরামবাবু হেসে বললেন, গৌরীমার আতিথেয়তা। চায়ের বদলে দুধ। বাজারের খাবারের জায়গায় মোহনভোগ।···না বলবার জো নেই—আরম্ভ করা

যাক্‌, এসো হে !

গৌরী বললে, হ্যাঁ, খান আপনারা। খেতে খেতে কথা হোক্‌। খাটাল থে আমি দুধ আনাই—গা‌টি জিনিস পাই। আর সুজি-চিনি—এ দুটো এ মিলছে।…ভাল কথা, ইনিই সেই কুসুমদি—এঁরই কথা বলেছিলাম। এ স্বামীর সন্ধানে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে—আপনি এঁর কাছে সব শুনবেন।

স্যার সোমেশ্বরের বাড়ির ফটকের সামনে লম্বা ফুটপাথ। শিবরামবা ভূদেবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ফটক দিয়ে বাইরে এলেন। দারোয়ান অপ্রস ভঙ্গিতে ওঁদের দেখল। ওঁরা কিন্তু তা ভ্রূক্ষেপই করলেন না।

ভূদেব বললে, দেখুন, আমরাও কম দুঃসাহসী নই। কিন্তু স্যারের মত জবর দস্ত আত্মীয়কে চটিয়ে দিয়ে, তাঁরই এক্তিয়ারে এভাবে নিজের জিদ নিয়ে বা করা বড় সাধারণ সাহসের কথা নয়।

শিবরামবাবু বললেন, বোঝ। গৌরীরও এখন ধনুর্ভঙ্গ পণ, ওর দাবি নিে এখানে থাকবেই—তার জন্যে কাকার সঙ্গে লড়াই করতেও ভীত নয়। ভাবন তো এইখানেই।…আর স্যারকে তো জান তোমরা—ঐ যে স্যারের গাড়ি ফিরছে বোধ হয়। তুমি বাবাজী একটু পা চালিয়ে এগিয়ে পড়, এখানে দেখা-সাক্ষাৎ না হওয়াই ভাল।

ভূদেব শিবরামবাবুর সঙ্গ ছেড়ে রাস্তার ওপর নেমে দ্রুত সামনের দিকে ধাব-মান হল।

এই সময় বিপরীত দিক থেকে স্যার সোমেশ্বরের গাড়ি আসছিল। গাড়ির মধ্যে সোমেশ্বর, ড্রাইভারের পাশে মৌনী মানুষটি এবং পিনাকী।

পিনাকী চাপা কণ্ঠে বললে, স্যার দেখছেন ?

কি বলছ ?—সোমেশ্বর জিজ্ঞাসা করেন।

ধর্মের ষাঁড় বাছুর পাঠিয়েছে !

মানে ?—সোমেশ্বর ভ্রূ কুঁচকে সপ্রশ্ন মুখে তাকান পিনাকীর দিকে।

ঐ যে, আপনার গাড়ি দেখে ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা ধরে হন্‌ হন্‌ করে ছুটেছে—সেই ইঁচড়ে পাকা ভূদেব ছোকরা !

সোমেশ্বরবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বলে ওঠেন, ওদিকে কে, ফিলজফার না ?

উনি আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন, যাতে ও ছোকরা আপনার নজরে না পড়ে…

ঐ যে, ঐ চলেছে !

হুঁ, তুমি ঐ লোকটাকে সামলে রাখো। সোফার, ফিলজফারের সামনে গাড়ি রোখো !

বাড়ির ফটক থেকে কিছুটা দূরে গাড়ি থামতেই স্যার সোমেশ্বর নিজেই তাড়াতাড়ি দরজা খুলে নামতে নামতে হাঁক দিলেন, ওহে ফিলজফার, এসো এসো, কথা আছে।

শিবরামবাবু একটু এগিয়ে যান স্যারের কাছে, তার পর বলেন, তোমার গাড়ি দেখে দাঁড়িয়েছিলাম।···এমন সময় কোথায় বেরিয়েছিলে ?

সোমেশ্বর একটু অপ্রসন্ন মুখে বললেন, আমার বেরুনো তো অদ্ভুত কিছু নয়, কিন্তু আমার বাড়ি থেকে তোমাদের সেই ধর্মের ষাঁড়ের পোলাটার বেরিয়ে যাওয়া কি সত্যিই অদ্ভুত নয় ?

ইলেকশনের ব্যাপারে তোমার রাগ কি এখনও পড়ে নি নাকি হে ?

তুমি কি জান না, আমি পণ্ডিত চাণক্যের নীতি মেনে চলি ! এক বার যার সঙ্গে মুখ বেঁকাবেঁকি হয়—ফিরেও তার পানে তাকাই নে।

ও ছোকরাও বোধ হয় সেই জন্যেই তাড়াতাড়ি সরে গেল, যাতে তোমার সঙ্গে চোখোচোখি না হয়।

পালাল হাতাহাতির ভয়ে—আমাকে ভাল করেই চেনে কি না···Coward, brute, shameless creature !

শুনতে পাই, তুমি নিজেকে লীডার বলে প্রচার কর। তা হলে কি এই শিক্ষাই তুমি সমাজকে দিতে চাও যে, বিরোধী পক্ষের কেউ বাড়িতে এলে তার ওপরে হাত তুলে বৈর-নির্যাতন করা উচিত ?

ইয়েস, অবাঞ্ছিত লোক বাড়ি বয়ে অশান্তির সৃষ্টি করতে এলে তাকে হাণ্টার দিয়ে শায়েস্তা করা উচিত—আমি একথা বলছি।···কথাটা মনে রেখো, আর যার যার জানা দরকার, জানিয়ে দিও।

ম্লান মুখে শিবরামবাবু বললেন, আচ্ছা, মনে থাকবে। বেলা হয়েছে, এখন চলি।

সোমেশ্বর তিক্ত স্বরে বললেন, বসবার জায়গা এখন আলাদা হয়েছে, আমার বৈঠকখানায় না বসলেও চলবে—তাই বলবে।···আচ্ছা, যাও।

শিবরামবাবু কথার জবাব না দিয়েই চলে গেলেন।

॥ একুশ ॥

স্যারের বাড়ির ড্রইংরুমে বাঁধানো মঞ্চের ওপর 'নাচওয়ালী'র মহলা চলে কিটি, লটি ও অলকা একটি দৃশ্যে মহলা দিচ্ছে। সেখানে ডঃ দেবেন সরক আর্টিস্ট অবিনাশ, পঞ্চপাণ্ডব প্রভৃতি সকলে উপস্থিত। দৃশ্যটি অত্যন্ত চটুল নৃত্যগীতবহুল বলে সকলেই উপভোগ করছেন।

তখন তাঁর ঘরে স্যার সোমেশ্বর একখানি চেয়ারের ওপর ব... পিনাক সঙ্গে কথোপকথনে ব্যস্ত। পিনাকী কতকগুলি সংবাদ এনেছিল, সেগুলি সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল।

সোমেশ্বর বললেন, বল কি? অলকা—

হ্যাঁ, সে-ই সব বলেছে। ষাঁড়-নন্দনের সঙ্গে আপনার ভাইঝির রীতিমত·

শাট্ আপ্! ভাইঝি বলবে না পিনাকী, আমার সহ্য হয় না। তুমি ও নাম ধরেই আলোচনা করবে। বুঝছ, সেদিনের ওয়ার্নিং গ্রাহ্য করে নি—আজ তা হলে আলটিমেটাম দিতে হবে সিরিয়াসলি।...হ্যাঁ, ঐ অলকা মেয়েটির কা থেকেই সব খবর পাবে। ও আমাদের সাইডে, কি বল?

নিশ্চয়ই!

সে বোবাটার খবর কি?

আপনার কথামত আমার ব্লকেই একটা ঘরে উপস্থিত আটকে রেখে পোষ মানাবার চেষ্টা করছি—এখনও কিছু হয় নি।

হবে, হবে। ওদেশের লোকে কুকুরকে দিয়ে কাজ বাগিয়ে নেয়, আমরা একটা মানুষ—হলই বা বোবা, তাকে তৈরী করে নিতে পারব না?

চেষ্টা তো করছি। হ্যাঁ, ভাল কথা, এখন অলকা মেয়েটিকে হাতে রাখ চাই।

এ কথার মানে? ও তো হাতেই আছে!

হাতের মুঠির মধ্যে রাখবার কথা বলছি। ওঁর কাছ থেকে পাঁচ শ টাক নিয়েছি 'আমর'—এ পর্যন্ত ঝুলিয়ে রেখেছি ওঁকে, উপস্থিত একটা কাজ দিতে হবে।

এখনই কাজ কোথায় পাবে?—সোমেশ্বর ভ্রূ কুঁচকে বলেন।

অন্ততঃ আমাদেরই উচিত ওঁকে পোষা। বলা যাবে, এক জন অ্যাসিস্ট্যাণ্টে কুলোচ্ছে না—এক জন লেডি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট চাই।

বল কি, ঘর থেকে টাকা দেব?

এখন তাই উচিত। পরে অন্য দিক দিয়ে পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

অগত্যা, তাই নাও। তা হলে একখানা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার—

এই যে লিখে এনেছি, সই করে দিন।…

ওদিকে তখন ড্রইংরুমে আনন্দের হুল্লোড় উদ্দাম হয়ে উঠেছে। ডঃ সরকার ও আর্টিস্ট অবিনাশ কিটি ও লটিকে নিয়ে পড়েছেন, আর পঞ্চপাণ্ডব পঞ্চমুখে অলকার সুখ্যাতি আরম্ভ করে দিয়েছে।

ডঃ দেবেন সরকার উৎফুল্ল কণ্ঠে বললেন, বিউটিফুল। I am really astonished।

কিটি সলজ্জে বললে, Is it? Am I so?

আর্টিস্ট অবিনাশ বললেন, আপনার actingএর জেসচার শট আমি নিয়েছি—ফিনিশ করি, তখন দেখবেন!

লটি বললে, তাই নাকি! আপনি কিন্তু ভারী ইয়ে…

পঞ্চপাণ্ডব বলে উঠল, Nice, extremely nice।

অলকা কৃত্রিম কোপ দেখিয়ে বললে, থামুন!

এমনি সময়ে পিনাকী হলে প্রবেশ করল এবং অলকার কাছে এসে … বললে, Good news. I am happy—এই নিন্।—অলকার হাতে …খানি কাগজ দিল।

আনন্দে অলকা চেঁচিয়ে উঠল, এ কি, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার!

পঞ্চপাণ্ডবের প্রত্যেকে জনে জনে বলে ওঠে, তাই নাকি? কোথাকার? দেখি দেখি! অ্যাদ্দিনে শিকে তা হলে ছিঁড়ল! Good God—এখানেই!

কিটি ও লটি ছুটে এসে অলকাকে ঘিরে দাঁড়াল। তার পর কিটি বলে উঠল, সত্যি নাকি, দেখি দেখি!…Oh I cangratulate—

লটি বললে, যাক্, আমরাও বাঁচলাম।

দয়া করে এক বার স্যারের চেম্বারে আসবেন অলকা দেবী, সীট্‌টা দেখিয়ে দেব! পিনাকী বলে ওঠে।

পঞ্চপাণ্ডবের এক পাণ্ডব বলে উঠল, রাত কিন্তু অনেকটা হয়েছে অলকা দেবী,

এর পর ট্রাম-বাস মিলবে না।

না মেলে স্যারের কার ওঁকে পৌঁছে দেবে'খন, আপনারা বরং…। পিনা
সঙ্গে সঙ্গে বললে।

না-না, একটু ওয়েট করুন, এক সঙ্গেই যাব।

তা হলে আসুন, আপনার সীটটা দেখিয়ে দিই।

অলকা বললে, চলুন।

পিনাকী সেখান থেকে বেরিয়ে অলকাকে নিয়ে অফিস-ঘরে চলে এ
তার পর একটা চেয়ার দেখিয়ে বললে, এই আপনার সীট—একেবারে আম
সামনে, যাকে বলে, মুখোমুখী হয়ে টক য্যাণ্ড জব!

অলকার মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল। পিনাকী সেদিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকি
রইল।

অলকা বললে, অনেক রাত হয়ে গেল, তা হলে গাড়ির ব্যবস্থা…

চলুন, করে দিচ্ছি।—পিনাকী মৃদু কণ্ঠে বললে, একটা কথা মনে রাখে
অলকা দেবী, এই পিনাকী শর্মা আপনার সাইডে থাকলে কিছুই আপনা
ভাবতে হবে না।

গৌরীর ঘরে এই সময় কুসুম পাশাপাশি দুখানি আসন পেতে তার সাম
দু গ্লাস জল ও গুড় রেখে গৌরীর প্রতীক্ষা করছিল। কয়েক মুহূর্ত পে
গৌরী এসে উপস্থিত হল।

কুসুম একটু ঝাঁজের সঙ্গে বললে, এতক্ষণে হল তোমার, বাব্বা, বাব্বা!

কি করি বল তো দিদি—গল্প না শুনলে ওদের ঘুম হয় না যে! আর আমি
এটা পছন্দ করি। এমনি করে পুরাণের সব গল্পই জানা হয়ে যাবে।

আসনে বসতে যাচ্ছে গৌরী, এমন সময় দরজার কড়া নাড়লে কেউ বাই
থেকে। গৌরীর আর বসা হল না, সে দরজার কাছে গিয়ে দোর খুলতেই দে
সামনে দাঁড়িয়ে পিনাকী। খুব বিস্মিত হয়ে আপনা থেকে তার কণ্ঠ ভেদ ব
বেরিয়ে এল, আপনি? এত রাতে?

কাজের বরাতে আসতে হয়েছে।—পিনাকী মৃদু হেসে বললে।

এমন কি কাজ যে এই রাতেই না বললে……

রাতেই বলা দরকার—নইলে আসি?…ভেবেছিলাম, ঘুমিয়ে পড়েছেন…

দেখছেন তো জেগে আছি—বলুন।

স্যারের হুকুম, কাল থেকে ধর্মের ষাঁড়ের গোষ্ঠীর কেউ যেন এ ব্লকের ত্রিসীমানায় না আসে।

গৌরীর সুন্দর ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, ধর্মের ষাঁড়, মানে?

এঃ, আপনি বুঝি ওর মানেটা জানেন না? বাদুড়বাগানের ধর্মদাস শাস্ত্রীকে আমরা ধর্মের ষাঁড় বলি কিনা!

কি বলব, আপনার বয়স হয়েছে—নইলে এখনই খানিকটা গোবর এনে আপনার মুখে দিতুম।...আপনি এখন যান।

খুব রোষ করে তো বললেন, আমাকে বলতে দিন......

কোন মানী লোকের সম্বন্ধে, যাঁর পায়ের তলায় বসে শিক্ষা করবার আপনার অনেক কিছু আছে—কি করে তাঁর সম্বন্ধে কথা বলতে হয় আগে শিক্ষা করে তার পর আসবেন কথা বলতে।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই গৌরী সজোরে দরজা বন্ধ করে দিল পিনাকীর মুখের সামনে। পিনাকী বাইরে কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তার পর একটা বিশ্রী মুখভঙ্গি করে চলে গেল।

পরদিন সকালে প্রাতরাশাদি সেরে স্যার সোমেশ্বর তাঁর কক্ষে এসেছেন। পিনাকী তাঁর টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে ম্লানমুখে।

স্যার সোমেশ্বর বাঘের মত কুঁদে বেড়াচ্ছেন ঘরের মধ্যে লম্বা লম্বা পা ফেলে। হঠাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সরোষে বললেন, আজ এর হেস্তনেস্ত করবই। তুমি—তুমি তোমার সীটে গিয়ে বসো, যদি প্রয়োজন বুঝি ডাকব।

স্যারও গম্ভীর মুখে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে চাকরকে দিয়ে গৌরীকে ডাকতে পাঠালেন।

অনতিবিলম্বে ঝড়ের মত গৌরী প্রবেশ করল ঘরে এবং স্যারের চেয়ারের কাছে গিয়ে নতস্বরে বললে, আমাকে ডেকেছেন কাকাবাবু?

হ্যাঁ, কাল রাতে জরুরী একটা কথা বলবার জন্যে পিনাকীকে পাঠিয়েছিলাম, তুমি নাকি তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছ কথাটা না শুনেই!

হ্যাঁ, কথা বলবার মত ভদ্রতা......

শাট্ আপ্! পিনাকীর মুখে আমি সব শুনেছি, তোমাকে তার ব্যাখ্যানা

করতে হবে না আমার সামনে—কথাটা সত্যি কিনা সেইটে জিজ্ঞাসা করছি।

তা হলে কি আমার সেই অপরাধের বিচার করবার জন্যেই আমাকে ডেকেছেন ?

বিচার আমার হয়ে গেছে, কিন্তু শাস্তি নেবার মত বয়স তুমি পার হয়ে এসেছ, কাজেই নিরস্ত হতে হয়েছে। এখন আমার হুকুম শোন, ধর্মদাস শাস্ত্রীর ছেলে কিংবা তার দলের কেউ ও ব্লকের ত্রিসীমানায় যেন না আসে।

কেন ?

আশ্চর্য! তুমি আমার কৈফিয়ত চাইছ! জান আমার হুকুমের ওপর কোন কথা তুলতে কেউ সাহস করে না ?

কিন্তু আমি আপনারই বংশের মেয়ে—আর কারুর দলে দয়া করে আমাকে ফেলবেন না।

ওরা আমার অবাঞ্ছিত, তাই……

কিন্তু আজকের গণতন্ত্রের যুগে ব্যক্তিগত ইচ্ছার ওপরে কি জোর দেওয়া উচিত কাকাবাবু ? ওরা কেউ আপনার ব্লকে আসবেন না—এই পর্যন্ত বলতে পারেন, এর বেশী নয়।

কি, কি, তুমি আমাকে...আমার হুকুমের ওপর তুমি...

হ্যাঁ কাকাবাবু, খুব নীচু হয়েই আমাকে বলতে হচ্ছে, ওঁরা আপনার অবাঞ্ছিত বলে যদি আপনি ওঁদের এ-বাড়ির ত্রিসীমানায় আসতে নিষেধ করতে চান তা হলে আপনাকেও এমন সব লোকের সম্পর্ক ত্যাগ করতে হবে—যারা আমারও অবাঞ্ছিত।

কি বললে...কি বললে...

আমি আবার বলছি কাকাবাবু, শাস্ত্রীমশাই যেমন আপনার অবাঞ্ছিত, আপনার আশ্রিত পিনাকীবাবুও তেমনি আমারও অবাঞ্ছিত। আপনি যদি আমার দিকে চেয়ে ওঁকে ত্যাগ করতে না পারেন, আপনার কথায় আমিও ওঁদের আসার পথে বাধা দিতে পারি না।

কথাগুলি বলেই গৌরী তীরবেগে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

সোমেশ্বর গলায় জোর দিয়ে হাঁক দিলেন, পিনাকী! পিনাকী!

ওপরের সিঁড়ি দিয়ে হিমানী দেবী দ্রুতপদে নামছিলেন নীচের গোলমাল লক্ষ্য করে। তাঁর পিছনে পিছনে কিটি এবং লটিও আসছিল। তাঁরা সকলে

স্যারের ঘরে প্রবেশ করতে যাবেন, দেখা হয়ে গেল দরজার মুখে গৌরীর সঙ্গে।

হিমানী দেবী গাঢ়স্বরে ডাকলেন, গৌরী!

হ্যাঁ কাকীমা!

এসব কি হচ্ছে মা?

কাকাবাবুকে জিজ্ঞাসা করুন কাকীমা! উনি চান...

আমি শুনেছি মা, শাস্ত্রীর সঙ্গে ওঁর ঝগড়া, তাই...

আমি তা জানতাম না কাকীমা। অথচ তাঁকেই গুরুবরণ করেছি, তাঁর ছেলে আমাকে সংস্কৃত পড়াতে আসেন...

কিটি এই সময় বলে উঠল, তবে বলি, ওঁর ছেলে ছাড়া তোমাকে শিক্ষা দেবার মত মানুষ কি আর শহরে ছিল না?

অনেক খুঁজেছিলাম দিদি, পাই নি! গৌরী গাঢ়স্বরে উত্তর দিলে।

লটি যোগ দিল, বাবার যখন আপত্তি—এই নিয়ে ঝগড়া করে লাভ?

তোমাদের আর্টিস্ট আসেন, এডিটার আসেন, পঞ্চপাণ্ডবের অবারিত দ্বার—ওঁদের আসতে যদি কাকাবাবু নিষেধ করেন, তোমরা ঝগড়া করবে না বলতে পার?

কিটি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, তোমার মতন কূট-কচালে তর্ক করতে আমরা শিখি নি। পাকিস্তান থেকে ঐটিই সম্বল করে এসেছ!

তুমি ভুল বলছ দিদি, পাকিস্তানের উদ্বাস্তুরা মুখ বুজিয়ে এসেছে, তর্ক করলে কি এত দুর্দশা হয়?...আপনি কাকাবাবুকে বুঝিয়ে বলবেন কাকীমা, উনি যেন মত বদলান—বাইরের ঝগড়া-দলাদলি নিজেদের বাড়িতে না আনেন!

কিটির এবার আসল মুখোশ খসে পড়ল, তীব্রস্বরে সে বলে উঠল, তার মানে, শাস্ত্রীর ছেলে ভূদেবকে নিয়ে তুমি ঐ ব্লকে আরাবিয়ান নাইট্‌সের রোমান্স চালাবে?

গৌরী মাথা নীচু করে বললে, এর পর আমার এখানে আর থাকা চলে না কাকীমা।...

দ্রুতপদে গৌরী চলে গেল তাঁদের সম্মুখ থেকে।

হিমানী দেবী মৃদু ভর্ৎসনার স্বরে বললেন কন্যাদের দিকে তাকিয়ে, বলি, তোরাও কি ওঁর অভ্যেস পেলি—বুঝে কথা বলতে শিখলি না!

সোমেশ্বরের ঘরে।

স্যার সোমেশ্বর তখন উত্তেজিত কণ্ঠে তাঁর হুকুম জানাচ্ছিলেন পিনাকীকে, দারোয়ানদের হুঁশিয়ার করে দাও……

কথা তাঁর আর শেষ হল না ঘরের মধ্যে হিমানী দেবীর আকস্মিক আগমনে। জিজ্ঞাসু মুখে তিনি তাকালেন স্ত্রীর মুখের দিকে।

হিমানী দেবী ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, থামো! পাগলের মত এসব কি করছ? এই নিয়ে কি শেষে একটা……

সোমেশ্বর ফুলছিলেন, গর্জে উঠলেন, শুনেছ তো পাজী ছুঁড়ীর আস্পর্ধার কথা?

সব শুনেছি। সময় বিশেষে অনেক কিছু চেপে যেতে হয়। এসব কেলেঙ্কারির কথা যদি বাইরে যায়, তোমার মান তখন কোথায় থাকবে—তা ভেবেছ?

পিনাকী বাধা দিয়ে বলে উঠল, কিন্তু মা, তাই বলে ওঁকে প্রশ্রয় দিতে হবে? ঐ কথা বলার পরও যদি……

হিমানী দেবী পিনাকীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে উঠলেন, শাস্ত্রীর ছেলে আসে?…তাই বলে দারোয়ান দিয়ে ঠেকাবে তাকে? কিন্তু তা হলে কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে আসবে—এ কথা মনে রেখে তোমরা কাজ করো, তা বলে গেলাম।

কথাগুলি জোর গলায় বলে হিমানী দেবী ক্ষিপ্রপদে চলে গেলেন।

সেই দিকে তাকিয়ে পিনাকী বললে, মার কথার মানে তো বুঝলাম না, স্যার!

মানে হচ্ছে, প্রকাশ্যে ওর সঙ্গে ওভাবে বোঝাপড়া হয়, এ উনি পছন্দ করেন না—হাজার হোক, বংশের মেয়ে তো!

কিন্তু আপনার পাওয়ার অ্যাণ্ড প্রেস্টিজকে এর আগে এমন করে কেউ দাবাতে পারে নি স্যার।

সে কথা কি ওঁরা বোঝেন? যাক্, এখন কথা হচ্ছে, বাইরে থেকে কিছু করে কাজ নেই—ভিতরে ভিতরে চুপিচুপি এমন একটা প্ল্যান ঠিক কর, ঐ ব্লক ছেড়ে ও যাতে উঠে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

॥ বাইশ ॥

গৌরীর ব্লকে পড়াবার ঘরে শিশুর দল অর্ধচন্দ্রাকারে বসে পড়ছে। সেই ঘরের আর এক অংশে শিবরামবাবু ও গৌরীর মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল।

শিবরামবাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, এত কাণ্ড হয়ে গেছে! তা হলে তো ভূদেব বেচারীকে……

গৌরী বললে, আমার মনে হয় কাকাবাবু তাঁর মত বদলাবেন, আমি ওঁকে চিনেছি…ঐ যে উনিও এসেছেন!

ভূদেব ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে বললে, ব্যাপার কি?

শিবরামবাবু উত্তর দিলেন, আর কি—তোমাকে নিয়ে কাকাবাবুর সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করে এসেছে গৌরী। স্যার বলেন, তুমি অবাঞ্ছিত, এ বাড়িতে তোমার আসা চলবে না। গৌরীও বলেছে, তা হলে আপনার পিনাকীকে সরান—সেও আমার অবাঞ্ছিত, আমার ওকে সহ্য হয় না!

ভূদেব মৃদু হেসে বললে, বটে, তা হলে তো এ বাড়িতে আমি এখন মস্ত একটা উৎপাত হয়ে দাঁড়িয়েছি, বলুন!

গৌরী ভূদেবের কথার পৃষ্ঠে বললে, আপনি ঠিক উৎপাত নন, তবে উৎকণ্ঠার কারণ হয়েছেন। উৎপাত হয়েছি বরং আমি—পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা আজ উদ্বাস্তু-রূপে সারা ভারতের পক্ষে যা হয়েছে।

আপনি কি তাই নিজেকেও ঐ দলে ফেলছেন?

নিশ্চয়ই, আমাকে কি দলছাড়া বলবেন? বৃহৎ বস্তুর যেমন একটা মডেল থাকে, আর সেটি ক্ষুদ্র হয়—আমিও ও-ব্যাপারে ঠিক তাই। আমাকে দিয়েই সমস্ত উদ্বাস্তুর অবস্থা উপলব্ধি করতে পারবেন।

শিবরামবাবু একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, তা হলে তোমার কথাটা একটু স্পষ্ট করেই বল শুনি, বেশ একটু নতুনত্বের আভাস পাচ্ছি!

গৌরী বললে, দেশ যখন ভাগ হয়, পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের দিকে তাকিয়ে নেতারা অভয় দিয়ে বলেছিলেন—দুর্দিনে তাদের ভুলবেন না। সেই আশ্বাসে তারাও ভেবেছিল, ভারতের বাইরে অবস্থার ফেরে পড়লেও তারা ভারতছাড়া নয়—ভারতের লোক বিপদের দিনে তাদের বুকে করে রাখবে। সেই দুর্দিন আসতেই

তারা এখন ভারতের বুকে এসে পড়েছে আশ্রয় পাবার আশায়।

শিবরামবাবু ব্যগ্র কণ্ঠে বললেন, এখন তোমার কথা বল।

আমার কথাও ঐ সঙ্গে রয়েছে। এই পৈতৃক বাড়ি বিষয়-আশয় সব ভাইয়ে হাতে দিয়ে আমার বাবা ঢাকায় থাকতে বাধ্য হন বিদ্যার সাধনায়, সেই সঙ্গে মাতৃহারা এই মেয়েটিকে তাঁর মনের মত করে তৈরী করে নেবার আশায়। কথ ছিল, উদ্দেশ্য তাঁর সিদ্ধ হলেই ফিরে আসবেন পৈতৃক বাড়িতে। সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আগেই মহাকাল তাঁকে কাছে টেনে নিলেন। তার পর দুর্যোগের দিনে আমাকেই ফিরে আসতে হয় আমার বাবার জন্মস্থানে—যেখানে থাকার দাবি আমার ষোল আনাই আছে। এক সঙ্গে আসতে হয়েছে আমাকে উদ্বাস্তুদের পিছু পিছু। এখন তো দেখছেন, ওদেরই মত আমার অবস্থা—স্থিতির জন্যে চলেছে কঠোর সংগ্রাম। যাদের মনোবল আছে, তারা পাচ্ছে স্থান—আদায় করে নিচ্ছে প্রতিষ্ঠা। আর যারা দুর্বল, তারাই হঠে যাচ্ছে, গাছের শুকনো পাতার মতন ছড়িয়ে পড়ছে, গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। তাই এখন আমার দুর্জয় পণ—দাবি ছাড়ব না, পিছু হঠব না—

হ্যাঁ মা, এখন বুঝলাম তোমার মডেলের রহস্য।—শিবরামবাবু মাথায় হাতটা বুলোতে বুলোতে বললেন।

ভূদেব উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল, আপনার কথা শুনে আমি যা বুঝলাম তাতে আপনাকে শুধু একটি নারীমূর্তি দেখলে ভুল হবে—আপনি যেন দুর্গতদের এক বাস্তব প্রতীক, একটা আত্মবিস্মৃত জাতির প্রতিমূর্তি। শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি আপনাকে নমস্কার করছি।

ধর্মদাস শাস্ত্রীর বাড়ির কক্ষে বসে আলোচনা চলছিল পিতা ও পুত্রের মধ্যে।

পিতা ধর্মদাস বললেন, তুমি তো শুনেছ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সিদ্ধিলাভের পর সাগ্রহে প্রতীক্ষা করতেন—কবে তাঁর কাজের উত্তরসাধকরূপে মনের মত লোক কাছে এসে দীক্ষা নেন। তাই নরেন্দ্র আসতেই তিনি উল্লাসে আকুল হয়ে বলে ওঠেন, ওরে, এত দেরি করে আসতে হয়, আমি যে তোর প্রতীক্ষায় রয়েছি অনেক—অনেক দিন থেকে!…গৌরী আসতে তাকে দেখে আমারও ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে, ওকে আর পথ চেনাতে হবে না—মা ওকে নিজের হাতে তৈরী করে প্রয়োজন বুঝেই এনেছেন। ওই দেখাবে পথ।

ভূদেব পিতাকে জিজ্ঞাসা করল, তা হলে আমার প্রতি কি আদেশ ?

কৃতবিদ্য হয়েছ, প্রাচীন ভারতে যেভাবে শিক্ষালাভ করে আর্যসন্তান গৃহে ফিরে আসত, সেই আদর্শে তুমি শিক্ষা পেয়েছ। এজন্য তোমার প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে বলেই গৌরীর শিক্ষাভার তোমার ওপরেই দিয়েছি।···শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করলেই আপদে-বিপদে রক্ষা করবার দায়িত্বও ঐ-সঙ্গে আসতে বাধ্য। এখন তোমার অন্তরের ধর্মই তোমাকে এই সূত্রে কর্তব্যের নির্দেশ দেবে। তবে প্রয়োজনবোধে আমি এইমাত্র একটা আভাস দিচ্ছি যে, স্যার সোমেশ্বর এ পর্যন্ত তাঁর প্রচ্ছন্ন দুর্নীতির শকট যেভাবে সমাজের বুকের ওপর দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তার গতিমুখে এখন প্রচণ্ড বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছেন ওই তেজস্বিনী মেয়েটি।

ভূদেব বললে, গৌরী দেবীর সঙ্গে এখন তাঁর স্নায়ুযুদ্ধই চলেছে।

জানি। কিন্তু সোমেশ্বর এ যুদ্ধে সুবিধা করতে না পেরে যদি বাহুযুদ্ধের আয়োজন করেন, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

হয়তো অনেকে আশ্চর্য হবেন, কিন্তু ওঁর উদ্ধত প্রকৃতি এবং কদর্য রুচির সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে বলেই ওঁকে বিপজ্জনক মনে করি। এই লোক সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থানে উঠে বসেছেন—এইটিই আশ্চর্য।

ধর্মদাস বললেন, স্পর্ধা চরমে উঠলে পতনও আসন্ন হয়ে থাকে। তবে আশার কথা এই যে, রাষ্ট্রে বিচার ও শাসন বিভাগে এমন সব বিবেচক ব্যক্তি আছেন যাঁরা দাঁড়িপাল্লার দিকে তাকিয়ে বিচার বিতরণ করেন। এমন এক সদাশয় ব্যক্তির কৃতিত্বের কথা আমি শুনেছি। তিনি এই শ্রেণীর দুর্নীতির জন্তুগুলির বাহ্যিক আবরণ ছিঁড়ে ফেলে তাদের আসল রূপগুলি দেখাবার জন্যে অনেকদিন ধরেই সচেষ্ট আছেন। যদি তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তুমি তাঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ো। আমি তাঁর নাম ঠিকানা লিখে দিচ্ছি।

ধর্মদাস শাস্ত্রীমশাই নিজেই একটুকরা কাগজে তাঁর আস্থাভাজন বিশি ব্যক্তিটির নাম ও ঠিকানা লিখে ভূদেবের হাতে দিলেন। ভূদেব কাগজ জামার পকেট থেকে একখানা নোটবুক বার করে তার মধ্যে রেখে দিল। ামি

কথা

ুৎফুল্ল

॥ তেইশ ॥

স্বামী সোমেশ্বরের বাড়িতে গৌরীর দাবি সম্বন্ধে কিছুদিন ধরে হিমানী দে রীতিমত সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাই আর চাপতে না পেরে সেদিন সন্ধ্য স্বামীকে নিভৃতে পেয়ে একটা বোঝাপড়া করবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা কে বসলেন, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, ঠিক করে বল দেখি, এ বাড়িতে জোর কে জেঁকে বসবার মত গৌরীর দাবি আছে কিনা?

প্রথমটায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যান সোমেশ্বর। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে সামলে নেন তিনি নিজেকে। তার পর একান্ত নির্লিপ্ত সুরে পাল্টা প্রশ্ন করেন তিনি স্ত্রীকে, হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করবার মানে?

তোমার এই ঢাক-ঢাক গুড়-গুড়, আর গৌরীর বুকের পাটার জোর দে আমার চোখ খুলে গেছে। তুমি চেপে গেলেও আমি বুঝেছি—গৌরী এখানে ফেল্‌না নয়, সেও তা জানে।

চুপ, চুপ, ওকথা মুখেও এনো না, সেসব চুকে-বুকে গেছে—ওর বাপের সঙ্গে সরকারী সেরেস্তায়, কর্পোরেশনের খাতাপত্রে আমার নামই পত্তন হয়ে আছে কে ও? কিসের দাবি করবে শুনি?

থাক্‌ আর শুনে কাজ নেই, কথায় কথা বাড়বে। নাচাবার লোকের অভাব নেই জেনো—সেটা যাতে না হয়, তাই কর।

পারো তো তুমিই ও আপদের শান্তি কর না, আমার কোন আপত্তি নেই। দেখেছি তো, যখনই গৌরীকে নিয়ে পড়েছি, তুমি অমনি ছুটে এসে সব গুলিয়ে দাও। বেশ তো, নিজেই দেখ।

গতিক যা দাঁড়াচ্ছে, সব দিক চেয়ে আমাকেই এখন সামলাতে হবে, তা বুঝেছি।

কা একটু চঞ্চল হয়ে সোমেশ্বর বললেন, দেখ, ও যদি ওর পুষ্যিদের নিয়ে ঢাকায় ওদের বাড়িতে ফিরে যেতে চায়, গভর্নমেন্টের সঙ্গে লেখাপড়া করে আমি অনে ব্যবস্থা করে দিতে পারি। সেই সঙ্গে থোক্‌থাক্‌ কিছু টাকাও—যাতে ওর অবস্থা কষ্ট না হয়।

কর্তা স্বামীর কথা থেকে হিমানী দেবী মনে মনে এইটুকু বুঝতে পারলেন যে

আসল কথা তিনি এখনও বার করতে পারেন নি—ভেতরে আরও অনেক রহস্য আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তে গৌরীর ঘরে গৌরীর সঙ্গে শিবরামবাবুর কথাবার্তা চলছিল। এখানকার সম্পত্তির ওপর তার দাবি-দাওয়ার কথা এই প্রথম খুলে বলছিল গৌরী, বাবা আমাকে পথে বসিয়ে যান নি কাকাবাবু, আর কোন ব্যাপারে আমাকে তিনি অন্ধকারেও রাখেন নি। সেজন্যেই আজ আমি যেন নখদর্পণে সব কিছু দেখতে পাচ্ছি।

শিবরামবাবু স্মিতমুখে বললেন, শুনে আমি আনন্দ পাচ্ছি মা।

গৌরী বললে, মৃত্যুর আগে তিনি যেন দিব্যদৃষ্টিতেই সব দেখতে পেয়েছিলেন। তাই দেশভাগ হবার মুখে বিছানায় শুয়ে শুয়েই সঞ্চিত অর্থ, গভর্নমেন্ট পেপার, কোম্পানির শেয়ার এসব কলকাতার ব্যাঙ্কে পাঠালেন—সাবালিকা হলে আমার অধিকার বর্তাবে, এই শর্তে।

বটে!—শিবরামবাবু চোখ দুটো বড় বড় করে বললেন।

আজই সকালে আমি সাবালিকা হয়েছি কাকাবাবু। এখন বুঝতে পারছেন, আমার দুলালরা পথ থেকে এলেও, পরে ওরা পথে দাঁড়াবে না—মহাজাতি বলে মাথা তুলে পরিচয় দেবে।

অবাক হয়েই আমি এমন সব কথা শুনছি মা—যা কল্পনাও করি নি।

তা হলে আর একটি কথা বলব কাকা বাবু, ওঁদের এই পৈতৃক বাড়ি ও সেই সঙ্গে কলকাতার আর সব সম্পত্তির অর্ধাং[illegible] বা আমার নামে দলিল করে তাঁর এক ব্যারিস্টার বন্ধুর কাছে গচ্ছিত রে[illegible]।

এসব কথা তুমি অ্যাদ্দিন চেপে [illegible] ওর[illegible]লে মা—তুমি তো সাধারণ চাপা মেয়ে নও!

[illegible] সব ব[illegible]

মুখ যে বন্ধ ছিল কাকাবাবু! [illegible] কোন[illegible]

তোমার বাবার সেই ব্যারিস্ট[illegible] মা?

বাবা যে চিঠি লিখে দি[illegible] তাঁর নামে, সে চিঠিখানি আমি আপনাকেই এনে দিচ্ছি কাকা[illegible]নই দেখা করবেন। তবে এসব কথা এখন চাপা থাকুক, কাকাবা[illegible]

গৌরীর মুখে সব বৃত্তান্ত শুনে [illegible]মহিতৈষী প্রৌঢ় শিবরামবাবু একান্ত উৎফুল্ল

হয়ে ওঠেন। তিনি বেশ নিশ্চিন্ত হন যে, গৌরী এখন সত্যি সত্যিই অসহা নয়। তাই গৌরীর শেষ কথার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেন তিনি, তাই হবে মা!

পিনাকীর অফিস-ঘরে পিনাকী টেবিলের সামনে বসেছিল। টেবিলের উল্টোদিকে অলকা কাজ করছিল।

পিনাকী সহসা বললে, অলকাকে উদ্দেশ করে, আপনার পরপাণ্ডব কিন্তু চটেছেন।

সেজন্যে আপনার দুশ্চিন্তার কারণ?—ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করে বসে অলকা।

আক্রোশটা আমার ওপরেই পড়েছে কিনা! ওদের ধারণা, ইচ্ছে করেই আমি আপনাকে স্যারের ঘানিতে জুড়ে দিয়েছি।

ঘানিতে জুড়ে দিয়েছেন?

কথাটা ওঁদের মুখ থেকেই শুনেছি—বলছিলেন ওঁরা, একটা পোষা বলদ দিয়েই অ্যাদ্দিন স্যার ঘানি টানাচ্ছিলেন, এখন একটা তাজা বক্‌নাকে জুড়ে দিলেন তার সঙ্গে। এবার গাই-বলদে ঘানি টানবে!

কথাটা পিনাকী মুখ ও চোখের এমনি ভঙ্গি করে বললে যে, শুনতে শুনতে অলকার মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে স্যারের কক্ষ থেকে স্যারের উচ্চ আহ্বান ভেসে এল, পিনাকী!

Yes Sir! বলে পিনাকী ত্বরিত গতিতে ছুটল স্যারের কক্ষপানে।

অলকা পুনরায় তার কাজে মনোনিবেশ করল।

স্যারের অফিসঘরে পিনাকী প্রবেশ করে দেখল, অত্যন্ত গম্ভীর মুখে চেয়ারের ওপর বসে বসে তিনি যেন কিছু ভাবছেন।

পিনাকী কাছে আসতে স্যার বললেন, হ্যাঁ, আমি ওঁকে বলেছি, গৌরী যদি ওর বাচ্ছা-কাচ্ছা নিয়ে ঢাকায় ফিরে যেতে চায়, আমি যাবার সব ব্যবস্থা করে দেব!

কিন্তু স্যার, ওকে যে succumb করবার প্ল্যান একটা···

আঃ, শোন তো, বুঝতে পারছ না, গৌরীর ওপরে কিটির মায়ের দরদ দেখেই ওভাবে একটা ভাঁওতা দিয়েছি—ও একটা ব্লাফ! গৌরীও যাতে আমাদের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে সেইজন্যেও বটে—তা ছাড়া ধর্মের ষাঁড়টার

জন্যেই যত উদ্বেগ…

এখন বুঝতে পেরেছি স্যার।

এবার প্ল্যানটা শোন……

ওদিকে পিনাকীর অফিসঘরে অলকা চেয়ার থেকে উঠে পার্টিশনের একটা ফুটোর মধ্যে দিয়ে পিনাকী ও স্যারের কথাবার্তা সব শুনছিল।

সোমেশ্বর তাঁর প্ল্যান পিনাকীর কাছে ব্যক্ত করছিলেন, সাধ করে কি অ্যাসাইলামে মানুষ পোষবার ব্যবস্থা করেছিলাম! ওখানে উপরতলার তিন নম্বর ঘরখানা অনেকদিন ধরে হাঙ্গারস্ট্রাইক করে আছে—ঐ ঘরেই মাসখানেক সলিটারি confinementএর ব্যবস্থা হলেই ঠিক হয়ে যাবে। সেই ব্যবস্থাই কর।

আমিও এই কথা ভাবছিলাম স্যার, পিনাকী বলে ওঠে, তা হলে ঐ ফাঁকে ব্লকটাও ভেকেট করবার সুবিধা হবে।

শোন, সে ব্যাপারে ঐ মৌনী বাবাকে হাতিয়ার করা চাই।…তার কি খবর?

এখনও জুত করতে পারি নি স্যার, যা বলি খালি ঘাড় নাড়ে…

চেষ্টা কর, শেখাও। কুকুর তালিম নেয়, আর মানুষ নেবে না!…যাও এখন।

পিনাকী আবার নিজের ঘরে ফিরে এল।

ইত্যবসরে অলকাও তার নিজের জায়গায় এসে বসেছে। কিন্তু যে সংবাদ সে এইমাত্র শুনে এল, তা যেন তাকে অস্থির করে তুলতে লাগল ভেতরে ভেতরে। সমস্ত মন তার ঘেন্নায় রী রী করে উঠল।

পিনাকী ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল অলকার দিকে তাকিয়ে। অলকার কথা সে ভুলেই গিয়েছিল স্যারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, এখন তাকে দেখে মাথাটা ঘুলিয়ে উঠল। তবুও সে কতটুকু শুনেছে আন্দাজ করবার জন্যই আপনমনে বলে উঠল, স্যার এখন ভারী মুশকিলে পড়েছেন ঐ দজ্জাল ভাইঝিকে নিয়ে…

অলকা কথাটা শুনেও যেন শুনতে পায় নি, এইভাবে নীরবে কাজ করে যেতে লাগল।

আড় চোখে তা লক্ষ্য করে পিনাকী পুনরায় বললে, উনি কত করেই যে বোঝাচ্ছেন, তা ভবী ভোলবার নয়।…আপনি এক বার দেখবেন চেষ্টা করে,

শুনছেন ?

ঈষৎ চমকে উঠে অলকা বললে, আমাকে বলছেন ?

বেশ, আমি এতক্ষণ কি বললাম, কিছু কানে যায় নি আপনার ?

আমি সেই হিসেবের অ্যাডিশনটা নিয়ে পড়েছিলাম। কাজ করতে কর কোন কথায় আমি কান দিতে পারি না—আমার এ এক বিশ্রী অভ্যাস

পিনাকী আশ্বস্ত হয়ে নিশ্বাস ফেলে বললে, আচ্ছা, আপনি আপনার ক করুন।

॥ চব্বিশ ॥

হিমানী দেবী শ্যামা নাম্নী এক পরিচারিকাকে সঙ্গে করে গৌরীর ব্লকে এসেছে ঘুরে ঘুরে তার ঘরকন্না সব দেখছেন তিনি।

গৌরী এ ব্যাপারে অবাক হয়ে যায়। কুসুমকে নিয়ে সে হিমানী দেবী কাছে এসে আব্দারের সুরে বলে, আমার সংসার দেখতে এসেছেন কাকী এ কি সৌভাগ্য আমার! কিন্তু কি দেখবেন, আপনাদের মত তো আর সাজানো সংসার নয়⋯তার চেয়ে আমার পড়বার ঘরখানা বরং দেখুন—সেটা ব দেখবার মত।

তার পর জোর করে এক রকম তাঁকে ধরে নিয়ে আসে গৌরী তার পড়বা ঘরে। প্রত্যেকটা তাক্ ও টেবিলের ওপর রাখা বইগুলি দেখিয়ে দেখিয়ে বলে থাকে সে, এই আমাদের পড়বার ঘর কাকীমা।

বইখাতাগুলি গুছিয়ে রাখবার সুন্দর ব্যবস্থা দেখে হিমানী দেবী খুশী হ ওঠেন। কিন্তু বাইরে সে ভাব গোপন রেখে বলেন, মেয়েরা আগে যে ভাঁড়া ঘর দেখে বাছা! তাই তোমার পড়ার ঘর ছেড়ে ভাঁড়ার দেখতে চেয়েছিলুম

কুসুম শান্তস্বরে বললে, এঘরও নিজের হাতে গুছিয়েছেন গৌরীদি!

এবার গৌরী হিমানী দেবীকে তার ক্ষুদ্র ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে গেল। সে ঘরে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখে হিমানী দেবীর বুকখানা আনন্দে দুলে ওঠে। খু খুশী হয়ে বলে ফেলেন, চমৎকার, কি সুন্দর ভাঁড়ার দেখলুম! যেমন পড়ার ঘর তেমনি⋯⋯

গৌরী মৃদু হেসে বললে, এসব ঘর-গুছোনোর কাজ তো ছেলেবেলা থেকে ছেলেখেলার সঙ্গে মেয়েরা শিখে থাকে কাকীমা—এ দেখে সুখ্যাতি করবার কিছু নেই।

নেই আবার! আমার ভাঁড়ার যদি দেখিস মা, মনে হবে গুদোমঘরও বুঝি ওর চেয়ে ভাল। ঝি-চাকরে যা পারে, তাই করে। কিন্তু তোমার ভাঁড়ার দেখে মনে হল, যেন দোকান সাজিয়ে রেখেছ মা—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়!

আমাকে যদি অনুমতি করেন কাকীমা, আমি গিয়ে আপনার ভাঁড়ার গুছিয়ে দিয়ে আসি।...

হিমানী দেবী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, যদি ঠাকুর করেন মা, তাই হবে। আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সব জিনিস তো আজকাল মেলে না—কি করে সব কিছুই যোগাড় করে রেখেছ মা?

কেন কাকীমা, সকলের রেশন কার্ড করে নিয়েছি, কৈলেসদা সব গুছিয়ে আনে। তা বলে কালোবাজারের ত্রিসীমানায় যাই নে কাকীমা! চাল না পেলে চিঁড়ে আনাই, ছাতু খাই। চিনি কম পড়লে গুড়কে চিনি করে নিই।

কি বলব মা, তোমার কাকাবাবু নিজের মান নিয়েই অস্থির। তুমি চলেছ যে পথে তোমার কাকাবাবুর পথ একেবারে তার উল্টো।

দুঃখ এই কাকীমা, এদিকে বাপ-মার নজর থাকে না। ছেলেবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়—তা হলে আর পথের ভুল হয় না।

কথা বলতে বলতে হিমানী দেবী বেরিয়ে এলেন ভাঁড়ার ঘর থেকে। পড়ার ঘরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করলেন তিনি, গৌরীর ছেলেমেয়েরা পড়ার ঘরে বসে সবাই নিবিষ্ট মনে পড়ে চলেছে, কেউ কেউ লিখছেও, কিন্তু পড়া ও লেখা ছাড়া কারও অন্য দিকে নজর নেই। কারণ সেই শিক্ষাই তারা পেয়েছে গৌরীর কাছ থেকে।

হিমানী দেবী গৌরীর শেষ কথাটুকুর রেশ ধরে বললেন, কিন্তু তোমার কাকাবাবু বলেন, তুমিই নাকি ভুল পথে চলেছ মা!

বেশ তো, আপনিই বিচার করুন কাকীমা, গৌরী হাসতে হাসতে বললে, এই কুসুমদির কথা সব তো শুনলেন—কটি কাচ্চা-বাচ্চাকে নিয়ে মরতে

বসেছিলেন, আমি এখানে এসেছি, আর উনি আসতে আমারও কম আসান হ নি…এ কী আমার ভুল কাকীমা, একে অন্যায় বলবেন ?

তাড়াতাড়ি জিভ কেটে হিমানী দেবী উত্তর দেন, না, না, সে কি করে বলি বাছা ?

আর ঐ ছেলেমেয়েগুলোর কথা তো আগেই শুনেছেন—আর ওদের এখা চোখেও দেখছেন…

দেখে সত্যিই অবাক হচ্ছি মা! আমরা এসেছি, কথা বলছি, বার সবাই এসে ভূমিষ্ঠ হয়ে গড় করে গেল এই পর্যন্ত—তার পরেই চোখ-মন সব পড়া-লেখার দিকে, চেয়েও দেখে না যে আমরা এখানে কথা বলছি।

ওরা এই শিক্ষাই পেয়েছে কাকীমা।

কে বলবে, এদের পথ থেকে কুড়িয়ে এনেছিলে মা!

মহাভারতের দাতা কর্ণও পথের ছেলে ছিলেন কাকীমা। সূতকন্যা যদি তাঁকে তুলে না আনতেন, কেউ তাঁকে চিনত না—মহাভারতেও ঐ নাম উ ।

হিমানী দেবী গৌরীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে দরজার কাছে এসে দাঁ

গৌরী বললে, আমার ভুলের কথা সব তো শুনলেন, আর চোখেও দেখলে আশীর্বাদ করুন, এই ভুলের বোঝা বইতে যেন ক্লান্তি না আসে।…কিন্তু এখন যদি বলি কাকীমা, নিজেদের ঘরের ভুল আপনাদের চোখে পড়ে না, সে কি অন্যায় হবে ?

আমাদের মেয়েদের কথা বলছ তো ? কিন্তু ওরা যে ওইভাবেই মানুষ হয়েছে মা। শহরের আর পাঁচটা বড় ঘরে যেমন দেখে শোনে, তেমনই করে।

কাকাবাবু না হয় এ কথা বলতে পারতেন, কিন্তু আপনি নিজের বয়স্থা মেয়েদের সম্বন্ধে কি করে একথা বললেন কাকীমা ? আমার ভাঁড়ার গোছানো সুখ্যাতি করলেন, কিন্তু আপনার মেয়েরা কেন শেখে নি বলবেন ? নিত্য রাতে আপনার মেয়েরা ড্রইংরুমে বাইরের পুরুষদের সঙ্গে যখন হুল্লোড় করে, কোথায় থাকেন আপনারা ? সে ভুল কাকাবাবুর চোখে পড়ে না ? তাই বলি কাকীমা, ভুলের পাহাড়ে বসে কাকাবাবু আজ আমার ভুলের বিচার করতে বসেছেন, কিন্তু সত্যকার বিচার এক দিন হবেই। আমাকে যা বলতে হয় বলুন, কিন্তু আমি বলছি কাকীমা, আপনার মেয়েদের আগে সামলান।

হিমানী দেবী আর দাঁড়ালেন না। গৌরীর কথার প্রত্যুত্তর না দিয়ে শুধু

তার আর এক বার প্রশংসা করে দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

ফেরবার পথে অন্যমনস্ক হিমানী দেবীর মন রক্ষার্থে শ্যামা বললে, বড্ড ক্যাট-ক্যাট্‌ কথাগুলো শুনিয়ে দিলে মা—আপনি চুপ করে রইলেন!

হুঁ, তুই ভেতরে যা শ্যামা, হিমানী দেবী গম্ভীর স্বরে বললেন, আমি এক বার ওদিকে যাব—কাজ আছে।

সন্দিগ্ধভাবে কর্ত্রীর দিকে চেয়ে শ্যামা অলক্ষ্যে মুখখানা এক বার মচকে চলে গেল সামনের দিকে।

হিমানী দেবী ধীর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলেন। শ্যামার সঙ্গও সেই মুহূর্তে তাঁর কাছে অসহ্য লাগছিল। গৌরীর ঘরকন্না দেখে তিনি যে কতখানি প্রীত হয়েছেন, দুই কন্যাকে তা বলবার জন্যে তাঁর মন তখন আকুলিবিকুলি করছিল।

ঠিক এই সময়ে ড্রইংরুম-সংলগ্ন প্রসাধনাগারে কিটি সাজছিল। তার সাজ-গোজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল সে সময়ে—ঘরের মধ্যে ছুটতে ছুটতে এসে প্রবেশ করল লটি।

লটিকে দেখেই কিটি বলে উঠল, কোথায় ছিলি, সাজগোজ করবি নে?

লটি চোখ ঘুরিয়ে বললে, শুনেছ দিদি, মা আজ শ্যামাকে নিয়ে গৌরীর ব্লকে গেছেন! কি ব্যাপার বল তো?

কিটি বললে, মা-ই জানেন, গৌরীর জন্যে নাড়ী ওঁর টনটন করছে।

তাই বলি—এই ঢাকাই-পেত্নী এসে সব তছনছ করে দিলে। ভাল কথা, তোমার ডক্টর ও-ঘরে বসে তোমার প্রতীক্ষায় কড়িকাঠ গুনছে দিদি।

কিটি হাসতে হাসতে বললে, কবিতা লিখছে বল্!...আর তোর আর্টিস্ট?

মনে নেই, কাল পাঁচ রকমের পাঁচটা পোজ তুলে নিয়ে গেছে—ফিনিশ না করে আসবার জো কি!

সেই ফুরসতে তাড়াতাড়ি সেজে নে তা হলে।

হিমানী দেবী হাঁপাতে হাঁপাতে এসে হাজির হলেন ড্রইংরুমে—যেখানে কিটি ও লটি ঐ সময়ে ঠিক থাকবেন বলে জানেন তিনি। সাধারণত এই সময় ওরা বসে বসে গল্পগুজব করে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে। তাই নিঃশব্দ পদেই তিনি ঘরে ঢুকলেন। তাঁর আগমনের কথা কেউই টের পেল না।

ড্রইংরুমে তখন নীল রঙের মৃদু আলো জ্বলছে। হলের দুই প্রান্তে দুই তাদের পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে বসে সত্যিই গল্পগুজব করছিল। কিটি ও ডক্টর সরকার একখানি কোচের ওপর বসে এবং হলের অন্য প্রান্তে আর এক কোচের ওপর লটি ও আর্টিস্ট অবিনাশ বসে। দুই প্রান্তের মধ্যিখানে এক পা তলা স্ক্রীন ঝুলছিল শুধু।

কিটিকে ডক্টর দেবেন সরকার তার লেখা কবিতা পড়ে শোনাচ্ছিলেন। পর পড়া শেষ হলে সহসা কিটিকে দুই বাহুর মধ্যে জড়িয়ে ডক্টর জিজ্ঞাসা করে কেমন লাগল?

কিটি মৃদু আপত্তির স্বরে বললে, যান্, আপনি ভারী…

ডক্টর সরকার আরও নিবিড়ভাবে তাকে জড়িয়ে বললেন, প্রেমিক নাছো বান্দা, কি বল?

স্ক্রীনের অপর দিকে ঠিক ঐ একই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছিল। আর্টি অবিনাশ লটিকে বুকের মধ্যে চেপে ধরে গদ্‌গদ স্বরে বলছিলেন, দেখ মিনি ছবিগুলি, একেবারে…

ছাড়ুন, ছাড়ুন—দিদি রয়েছে না?—লটি অবিনাশকে সাবধান করে দেব চেষ্টা করে।

ঠিক সেই মুহূর্তে হিমানী দেবীকে সম্মুখে দেখে ভূত দেখার মত চমকে ও লটি।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে লটির দিকে চাইতে চাইতে হিমানী দেবী মাঝের পর্দা সরিয়ে দিলেন এক পাশে। তার পর কিটি ও ডক্টর সরকারকে ঠিক ঐ এক অবস্থায় আলিঙ্গনাবদ্ধ দেখে তর্জন করে হাঁক দিয়ে উঠলেন, কিটি! লটি!

হাঁকের সঙ্গে সঙ্গে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আরও কয়েকমুহূর্ত চারটি প্রাণীকে দ করে বেরিয়ে গেলেন তিনি ঘর থেকে ঝড়ের বেগে।

॥ পঁচিশ ॥

এদিকে ড্রইংরুমের বারান্দায় পঞ্চপাণ্ডব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে জটলা করছিল। তাদের আপত্তি অলকা দেবী এখন অধিকাংশ সময় পিনাকীর গৃহে আটকে থাকে।

মদন বললে, এ মন্দ নয়, ও-ঘরে আর্টিস্ট আর এডিটার নিজেদের প্রিয়াদের নিয়ে প্রেমালাপ করছেন, আর এদিকে অফিসরুমে অলকা দেবীকে আটকে রেখেছে স্যারের বুলডগ—এখন আমরা এখানে ভ্যারেণ্ডা ভাঁজি!

বিহারী সখেদে বললে, রিহার্সেলের দফা আজ গয়া।

নিখিল বলে উঠল, ব্যাপারটা এখন জলের মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে—অলকা দেবীর কাছ থেকে পাঁচ শ টাকা বাগিয়ে এখন নিজের অ্যাসিস্টান্ট করেছে মজা লোটবার মতলবে।

সোমেন বললে, আরে অলকা দেবীকে দেখা ইস্তক ওর ওপরে ঐ পিনাকী স্টুপিডের লোভ।···ওর চোখের দিকে যে আমি চেয়ে থাকতুম!

রমেন বললে, এক কাজ করলে হয় না—ড্রইংরুমের আলোর সুইচটা অফ করে দিয়ে এক বার পিনাকীর চেম্বারে···

এমনি সময়ে রমেনের দৃষ্টি বারান্দার কোণের দিকে হিমানী দেবীর ওপর পড়তেই তার মুখের কথা বন্ধ হয়ে গেল। রমেনের ইঙ্গিতে সকলেই তাকাল হিমানী দেবীর দিকে···তিনি তখন টলতে টলতে অফিস-ঘরের দিকেই চলেছেন।

মদন আঁতকে উঠে বললে, কি সর্বনাশ, উনি এখানে ছিলেন!

বিহারী বললে, হ্যাঁ, তা হলে···

তাদের প্রত্যেকেরই চোখেমুখে আশঙ্কার একটা ছায়া ফুটে উঠল।

ওদিকে পিনাকীর চেম্বারে পিনাকী ও অলকা মুখোমুখি বসে কথা বলছিল। অলকার সামনে টেবিলের ওপরে একটা খোলা ফাইল। সেটাকেই লক্ষ্য করে অলকা বিদ্রূপভঙ্গিতে বললে, ওরে বাবা, এর নাম আপনাদের বিজনেস—কারবার—ব্যবসা!

পিনাকী ঝুঁকে পড়ে ফাইলটা দেখে বললে, ও confidential ফাইল—আপনি

খুলেছেন কেন? কোথায় পেলেন ওটা?

আপনিই তো এখানে ফেলে গেছলেন।…আমার জন্যেই রেখে গেছে ভেবে…

যাক্, ওটা দিয়ে দিন এবার আমায়।

নিন্ না!—তার পর ফাইলটি এগিয়ে দিতে দিতে বললে, কিন্তু যা জেনেছি তাতে চলতি কথা বলতে গেলে বলতে হয়—আক্কেল গুড়ুম হবার কথা!…আ তাই হয়েছেও।

চুপ, ঘাবড়াবেন না! আপনিও এখন এর মধ্যে এসে পড়েছেন। আ দেখুন, কারবার বলতে কি বোঝায় জানেন—পরের টাকা কায়দা করে বার কে এনে ব্যবহার করা…

চমৎকার ব্যাখ্যা করলেন তো কারবারের!

পিনাকী সামলে নেবার চেষ্টা করে, আর একটা দিকেও এ কথাটা খাটে।· তার পর অলকার দিকে বিচিত্র ভঙ্গিতে তাকিয়ে কটাক্ষ করল।

অলকা ভ্রূ কুঁচকে বললে, সে দিকটা বোধ হয় কামিনী?

মুখখানা হাসিতে উদ্ভাসিত করে পিনাকী বললে, রাইট ও, ঠিক ধরেছ তো

ধরেছি প্রথম দিনেই—যেদিন আমাকে এই চেয়ারে এনে প্রথম বসান!

Thank you, এখন হাতে হাত দাও।

আগে কথাটা আমাকে বুঝিয়ে দিন দেখি, এত বড় স্যার, এত দপদপা, অ সব ধোঁকার টাটি—পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে!

এই দস্তুর। এমনি করেই বড় লোক হতে হয়। যত বড় কথা—তত ব ব্যাপার, কিন্তু ভিতরটা ফাঁপা। যখন সব জেনেই ফেলেছ, আমার সঙ্গে প্যা করে ফেল—পুরো মনটি তোমার এখানেই, মানে, আমাকেই…

তবেই হয়েছে। আমার মনকে ধরবার চেষ্টা করবেন না পিনাকীবাবু, হচ্ছে আলেয়ার আলো—মাঠে ঘোরে, ঘরে আসে না।

পিনাকী ঝাঁ করে দাঁড়িয়ে উঠে এবং একটু ঘুরে অলকার টেবিলের কা গিয়ে তার কণ্ঠ বেষ্টন করে বলে, কিন্তু ধরে রাখবার সামর্থ্যও আমার আছে।

অলকা চেঁচিয়ে ওঠে, ছাড়ুন বলছি, ছাড়ুন বলছি, ছাড়ুন—ইউ ব্রুট্!

তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একতাড়া নোট অলকার সামনে ধরে পিনাকী বলে

Here is the vice fruit!

ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে হাঁক দিলেন হিমানী দেবী, পিনাকী!

এই আকস্মিক আহ্বানে হকচকিয়ে যায় পিনাকী। নোটের তাড়াটি সঙ্গে সঙ্গে তার হস্তচ্যুত হয়ে মাটিতে ছত্রাকার হয়ে পড়ে, আর সেই অবসরে অলকা উঠে দাঁড়িয়ে পিনাকীর দু গালে দুটি চড় কষিয়ে দেয় রাগে গরগর করতে করতে।

হিমানী দেবী আর সেখানে দাঁড়ালেন না। তিনি যেন কেমন বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। গৌরী তার চোখের ওপরকার ঠুলি সরিয়ে নিতে, তিনি ছুটে এসে কন্যাদের খোঁজ নিতে গিয়ে পর পর এমন কতকগুলো জিনিস দেখলেন, যাতে তাঁর মাথা খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম হল। কোন রকমে প্রকম্পিত দেহটাকে সামলে নিয়ে তিনি নিজের শয্যাগৃহে ঢুকে সটান বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়লেন।

পরিচারিকা শ্যামা কাছাকাছিই ছিল। কর্ত্রীকে হঠাৎ শুয়ে পড়তে দেখে অনুমান করল, শরীর খারাপ হওয়ার দরুনই বোধ হয় এই শয়ন। সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটল কর্তার কাছে।

স্যার সোমেশ্বর খবর পাওয়া মাত্র ছুটে এলেন। পত্নীর শয্যার পাশে বসে অতি স্নেহকোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করেন, কি হয়েছে, কোথায় গিয়েছিলে, কেউ কিছু বলেছে?

হিমানী দেবী তখন হাঁপাতে হাঁপাতে ব্যক্ত করলেন, গৌরীর কথা শুনে আমি যেন কি রকম হয়ে গিয়েছিলুম—কথা তো নয়, যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে! তার পর কে যেন অলক্ষ্যে থেকে আমাকে ঠেলে নিয়ে চলল—ওখানে ঘরে ঘরে যা দেখলুম···উঃ···হ্যাঁ, আমার চোখ খুলে গেছে···চারদিকে পাপ··· ওপরে-নীচে আশেপাশে···সাপের মত কিলবিল করছে। আমি আর পারছি না, পারছি না··· উঃ, মাগো!

সোমেশ্বর তাড়াতাড়ি ছুটে যান ও ক্ষিপ্র হাতে জলের সঙ্গে অডিকলন মিশিয়ে সেই জল হিমানী দেবীর মাথায়, কপালে ও চোখের পাতার ওপরে দিতে থাকেন। তার পর অপেক্ষাকৃত একটু সুস্থ হলে মৃদু কণ্ঠে সোমেশ্বর বলেন, আমি বুঝতে পেরেছি—ঐ জাঁহাবাজ মেয়েটা তোমাকে মেসমেরাইজ করেছে, চুপচাপ শুয়ে থাকো!

তুমি আমার কথা বিশ্বাস করলে না···আমি নিজের চোখে দেখেছি—এখনও বলছি, যদি ভাল চাও···

একটু বিরক্ত হয়ে চাপা কণ্ঠে বললেন সোমেশ্বর, আঃ ঘুমোও, আমার মাথা মধ্যে এখন আগুন জ্বলছে, এর পর against current এনে আমাকে পাজ্‌ করে দিও না! দোহাই তোমার, এবার একটু ঘুমোও।

ঘরের বাইরে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে কিটি ও লটি এতক্ষণ ভেতরের কথা বার্তা শুনছিল। সোমেশ্বরের কথা শেষ হলে চোখে চোখে তাদের কিসে একটা ইশারা খেলে গেল ও দ্রুতবেগে সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

॥ ছাব্বিশ ॥

পরদিন সকালে পিনাকী তার ঘরে টেবিলে বসে পূর্বদিনের সেই confidential ফাইলটি দেখছিল। দেখতে দেখতে আপন মনে বলে উঠল, সব জেনে গেছে— যাকে বলে সেই চিচিং ফাঁক! এখন এই মেয়েটাকে……

চিন্তা-স্রোতে বাধা পড়ে পিনাকীর, পাশের রুদ্ধ ঘরের দরজায় দুম দুম আঘাতের ফলে। অত্যন্ত বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠে সে, এই এক আপদ ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে স্যার, কি করব এ জানোয়ারটাকে নিয়ে…

তার পর চেয়ার ছেড়ে উঠে পিনাকী দরজার শিকল খুলে ফেলল। দরজার মুখেই দাঁড়িয়েছিল সেই মৌনী লোকটি। পিনাকীকে দেখে সে ইশারায় তার খিদের কথা জানাল।

পিনাকী খিঁচিয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করল, খাবি? খাবার কথা বলছিস?… সকাল হতে না হতেই গেলনের চিন্তা?

মৌনী আবারও ইশারায় জানায়, সে এখনও খায় নি।

পিনাকী চোখ কপালে তুলে বলে ওঠে, কি, খাস নি? তার পরই কিছু একটা যেন স্মরণে আসায় স্বগতোক্তি করল, ওহো, কালকের সেই হাঙ্গামায় খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয় নি বটে! আচ্ছা হচ্ছে…হুঁ, পেটের ব্যাপার সোজা নয়, অ্যাদ্দিন পরে ইশারা করতে শিখেছে!

এই সময় ঘরের বাইরে থেকে আহ্বান শোনা গেল, বাবু! বাবু!

পিনাকী ধড়ফড় করে বেরিয়ে এল সেই ছোট ঘরখানা থেকে। বাইরে দাঁড়িয়েছিল হলধর, সে বললে, দিদিমণি ডাকুছি পরা…

পিনাকী দ্রুত উত্তর দিলে, যা, যাচ্ছি এখনই।

কয়েক মুহূর্ত পরেই পিনাকী গিয়ে হাজির হয় ড্রইংরুমে। সেখানে কিটি ও লটি তারই জন্যে উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করছিল।

পিনাকীকে তারা তাদের উদ্বিগ্নতার কারণ বর্ণনা করে এ বিষয়ে তার পরামর্শ চাইলে।

পিনাকী বললে, মা যা যা দেখেছেন, কোনটি যে মিছে নয়, সে তো মনে মনে বুঝছেন! মা যা দেখেছেন আপনাদের সম্বন্ধে, আমার নজরেও তা অনেক দিন পড়েছে।

কিটি ফোঁস করে উঠল, আহা, আর আপনি? আপনার অফিস-ঘরেও…

পিনাকী কিছুমাত্র বিব্রত না হয়ে পরিষ্কার কণ্ঠে বললে, তাই তো বলছি, আপনাদের কৈফিয়ত আপনাদের কাছে। আমার কথা হচ্ছে—শুধু অভিনয় করতে বাধ্য হয়েছিলাম আত্মরক্ষার জন্যে।

লটি ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত করে প্রশ্ন করে ওঠে, তার মানে?

একটা কনফিডেন্‌শিয়াল ফাইল তুলতে ভুলে গিয়েছিলাম। সেই ফাইল দেখে উনি আমাদের এমন সব গলদ জেনে ফেলেছেন—যা প্রকাশ হলে আমাদের সর্বনাশ। তাই ওঁকে হাত করবার জন্যে একটা ফন্দি এঁটেছিলাম, আর ঠিক সেই সময়ে মা এসে পড়েন।

কিটি ঘনিষ্ঠ হবার মত কণ্ঠে বলে ওঠে, তা হলে বলি শুনুন, একটা সুরাহা এই যে, বাবা মার কথা বিশ্বাস করেন নি!

লটি দিদির কথার খেই ধরে বলে, বাবার ধারণা, গৌরী যা তা বলে মার মাথা গরম করে দিয়েছে।

পিনাকী ভেতরে ভেতরে খুবই উল্লসিত হয়ে ওঠে, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ না করলেও কিছুটা উল্লাস বেশ ফুটে উঠল তার কথার ভঙ্গিতে, good, good, তা হলে আমাদের ভয় নেই! কিন্তু মায়ের বিরুদ্ধে যেতে হবে—পারবেন?

কিটি আগ্রহ সহকারে বলে ওঠে, এই সিচুয়েশনটা সেভ করবার জন্যে কি যে পারব না তা জানি না! সত্যি বলছি, মা যদি বিছানা থেকে আর না ওঠে তো…

পিনাকী বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে, তার মানে? মা কি অসুস্থ?

উত্তর দেয় লটি, খুব। সারারাত ঘুমোন নি, চোখ দুটো যেন জবা ফুল। হাউ হাউ করে কাঁদছেন আর যা তা বলছেন—ইনস্যানিটির পুরো লক্ষণ!

অত্যধিক আনন্দে পিনাকী সোজা হয়ে বসে, তার পর বলে, তা হলে f নেই। ডাক্তার এসেছে?

কিটি বললে, না, বাবার ইচ্ছে মেণ্টাল এক্সপার্ট কোন ফিজিসিয়ানকে···

অলরাইট, স্যারের সঙ্গে দেখা করে আমি তার ব্যবস্থা করছি। ভাববে আপনারা, ওঁর এই ব্যাধিই আমাদের বাঁচিয়ে দেবে।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিনাকী এক রকম ছুটেই ঘর থেকে বে যায়। কিটি ও লটি পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

হিমানী দেবী অসুস্থা হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। সারারাত্রি ধরে মাথার ভিতর আগুন জ্বলেছে—এখনও পর্যন্ত সে ভাব প্রশমিত হয় নি।

শয্যাপার্শ্বে সোমেশ্বর, কিটি, লটি সকলেই উপস্থিত। একপাশে পরিচা শ্যামা পরিচর্যা করছে কর্ত্রীর।

কিটি কৃত্রিম ভয়ার্ত কণ্ঠে ডাকল, মা!

লটি বললে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেব মা?

হিমানী দেবী চেঁচিয়ে উঠলেন, না, না, তোমাদের কেউ না—যাও, য গৌরী···গৌরী!

স্যার সোমেশ্বর মুখখানা গম্ভীর করে বলে ওঠেন, Clear insanity!

ঠিক সেই সময় পিনাকী মেণ্টাল ফিজিসিয়ান Dr. Sanyalকে সঙ্গে f ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে। তার পর দ্রুত সোমেশ্বরের কাছে গিয়ে অনুচ্চ বলে ওঠে, ডাক্তার এসেছেন, স্যার!

হিমানী দেবী চিৎকার করে বলেন, ডাক্তার না, ডাক্তার নয়—গৌরী, গৌ

ডাক্তার বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করেন, উনি কি বলছেন?

পিনাকী বললে, ও ব্লকের সেই মেয়েটির নাম—আপনাকে যার বিষয়ে বলে

Oh I see!—ডাঃ স্যানিয়েল বলে ওঠেন।

সোমেশ্বর পিনাকীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ব্যাপারটা ওঁকে সব বলেছ

ডাঃ স্যানিয়েল রোগীর দিকে তাকাতে তাকাতে বলেন, হ্যাঁ, যা বলে মিলেও যাচ্ছে সব।

হিমানী দেবীর অদূরে একখানি চেয়ারের ওপর এসে বসলেন ডাঃ স্যানিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুখ অবগুণ্ঠনে আবৃত করে ফেলেন হিমানী দেবী।

অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলেন ডাঃ স্যানিয়েল। তার পর স্যার সোমেশ্বরকে খানিকটা তফাতে এনে চাপা কণ্ঠে বললেন, এঁকে একেবারে সলিটারি রুমে রাখা চাই। নার্স ছাড়া আর কেউ থাকবে না—আমি এখনই নার্স পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। আর ইনি যা বলবেন, শুনে যাবেন, প্রতিবাদ করবেন না।—ওষুধ আর পথ্য আমি সব লিখে দিচ্ছি।

হিমানী দেবী এই সময় আর্তস্বরে আর এক বার চেঁচিয়ে উঠেন, গৌরী, গৌরী, ওরে, তোরা কেউ আমার কাছে গৌরীকে ডেকে আন্!

পিনাকীর ঘরে পিনাকী একাকী বসেছিল। কয়েক মুহূর্ত একলা থেকে পিনাকী পাশের সেই বন্ধ ঘরের শিকল খুলে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। তার পর মৌনী ব্যক্তিটির দিকে একটুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে আপন মনে স্বগতোক্তি করল, হুঁ, স্যার দেখছি মানুষ চেনেন! লোকটার সেন্স্ ফিরছে আস্তে আস্তে।…গলাটা একটু চড়িয়ে ডাকলে সে এবার, এই, শোন্—

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল মৌনী ব্যক্তিটি।

পিনাকী বললে, সেই যে যেখানে তুই ছিলি—মনে আছে?

মৌনী ব্যক্তিটি ঘাড় নাড়ল মৃদুভাবে।

পিনাকী পুনরায় বললে, একটা মেয়েকে সেখানে পাঠাব, খবরদারি করতে পারবি?

মৌনী ব্যক্তি সম্মতি জানিয়ে এবার ঘাড়টা একদিকে অনেকখানি হেলাল।

তা হলে আজ whole day তোকে নিয়ে পড়ব—রিহার্সেল দেওয়ার জন্যে।…মহলা—বুঝিস্ তো?

মৌনী ব্যক্তি আবার ঘাড় নেড়ে জানাল যে সে তা বোঝে।

বাহা রে মৌনীবাবা! মহাঙ্গীর লালা বেছে বেছে বেড়ে নামটি তোর রেখেছিল! আচ্ছা, কাছে এগিয়ে আয়।

মৌনীবাবা পিনাকীর কাছে এগিয়ে গেল। পিনাকী তার কানে কানে সব পরামর্শ দিতে লাগল।

॥ সাতাশ ॥

গৌরীর পড়বার ঘরে ছেলেমেয়েরা সব পড়তে বসেছিল।

ভূদেব সহসা প্রবেশ করল সে ঘরে। তার হাতে দুখানি বড় বড় দর্শনে বই। বই দুখানি একটি টেবিলের ওপর রাখল সে।

কুসুম ঘরের মধ্যেই ছিল। সে এগিয়ে এল ভূদেবের কাছে। তার প মৃদু গলায় বললে, এসো ভাই, এসো। বসো। গৌরী আজ খুব ভোরে বেরি গেছে।

ভূদেব বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, কোথায় গেছেন উনি ?

কাকাবাবুর কদিন কোন খবর নেই তো জান, গৌরী ভেবেই অস্থি হয়েছিল। আজ খুব সকালে একটি লোক এসে খবর দিল—তাঁর খুব অসুখ তাই সে তার সঙ্গেই গেছে। এই খাতাটায় সে-কথা লিখে রেখে গেছে, পড়ে দেখ বরং।

খাতাটা ভূদেবের হাতে তুলে দিল কুসুম। ভূদেব পড়ে ফেলল লেখাটা :

সবিনয় নিবেদন,

কাকাবাবু কদিন না আসায় আমরা বিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলাম। এই মাত্র খবর পেলাম, তিনি অসুস্থ, শয্যাশায়ী। বস্তির একটি লোক খবর এনেছে। কাকাবাবু তাঁর বাসার ঠিকানা আমাদের কোন দিন বলেন নি, এই লোকের কাছে জানলাম—টালিগঞ্জে থাকেন, বাড়ির নম্বর বলতে পারলে না সে। তাঁকে বাসা থেকে আনবার উদ্দেশ্য রইল, আশা করি অপেক্ষা করবেন, এদের পড়াবার ভারটিও নেবেন।

গৌরী

কুসুমকে কাছে ডেকে চাপা গলায় ভূদেব জিজ্ঞাসা করল, কতক্ষণ গেছেন উনি ?

অনেকক্ষণ। সবে ভোর হয়েছে—উনি তো রাত চারটের সময় ওঠেন, ভোরের সময় এদের নিয়ে বাগানে বেড়াতে যান, সেই সময় খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বাক্স থেকে টাকাপয়সা কিছু নিয়ে এই চিঠি লিখে গেলেন—তা প্রায় তিন ঘণ্টা হতে চলল।

ভূদেব চিন্তিত কণ্ঠে বললে, তাই তো···আচ্ছা, এসো, তোমাদের পড়া ধরি।

গৌরীর ব্লকের নীচে বাগানের পথ। ভৃত্য ঈশান সেখানে টুকিটাকি কাজ করছিল।

দেউড়ি দিয়ে প্রবেশ করে শিবরামবাবু ঈশানের কাছে এগিয়ে গেলেন।

শিবরামবাবুকে দেখবামাত্র ঈশান বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল, এ কি কাকাবাবু! গৌরীদির সঙ্গে দেখা হয় নি?

এবার বিস্মিত হবার পালা শিবরামবাবুর। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করে ওঠেন, গৌরীদির সঙ্গে, কি বলছ?

আপনার ব্যামোর খবর এনে এক মনিষ্যি যে গৌরীদিকে ভোর বেলায় ডেকে নিয়ে গেল গো!

সে কি···ভূদেববাবু এসেছেন?

এজ্ঞে!

চল, দেখি। বলে দ্রুতপদে প্রৌঢ় শিবরামবাবু ছুটলেন গৌরীর ব্লকের উদ্দেশে।

ঈশানও কৌতূহলী হয়ে তাঁর পিছু নিল।

গৌরীর ব্লকে এসে শিবরামবাবু সব শুনলেন। চিঠিখানিও পড়লেন। তার পর খেদোক্তি করতে লাগলেন, আমারই ভুল হয়েছিল, ক'দিন এদিকে আসি নি, অথচ গৌরীর কাজেই ঘুরছিলাম।

ভূদেব বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করে, গৌরী দেবীর কাজে!

হ্যাঁ, সেও একটা সমস্যা—পরে শুনো। এখন এ সমস্যা থেকে···

এই সময় ভূদেব তার পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করে বললে, চলুন কাকাবাবু, এঁর কাছে যাই।

সবিস্ময়ে শিবরামবাবু বলে ওঠেন, এ নাম-ঠিকানা তোমাকে কে দিলে?

বাবা। বলেছিলেন, গৌরী দেবী হঠাৎ বিপন্না হলে এঁর সাহায্য নিও।

আশ্চর্য!

কি হল কাকাবাবু?—ভূদেবের কণ্ঠে বিস্ময়।

আসি। চিঠিখানা খাতা থেকে ছিঁড়ে দাও, ওকে দেখানো দরকার। অপেক্ষা কর—আমি এখনই আসছি।

স্যারের বসবার ঘরে স্যার সোমেশ্বর ও শিবরামবাবু কথা বলছিলেন ে বিষয়েই। শিবরামবাবু বন্ধুকে এ বিষয়ে সাহায্য করবার জন্যে বললেন, সে সরাসরি তা অগ্রাহ্য করে বললেন, আমার বিশ্বাস হয় না, এ তার চালাকি।

তাতে তার লাভ?

আমাকে জব্দ করা, বুঝছ না?

এ কি ছেলেমানুষের মত কথা বলছ?

তা হলে বলি শোন, বাদুড়বাগানের ধর্মের সেই ষাঁড়ের গোয়ালে গিয়ে গে, সেখানে জাবনা চিবোচ্ছে!

ছি ছি, সে না তোমার ভাইঝি! তার সম্বন্ধে এত বড় একটা বিপ খবর শুনেও তুমি কোন গুরুত্ব না নিয়ে, এই ধরনের কথা…

আচ্ছা, ঐ চোতা কাগজখানা রেখে যাও, দেখি ওখানা নিয়ে…

থাক্, তোমার যখন প্রত্যয়ই হচ্ছে না, এ চোতা কাগজ নিয়ে যা ক তো বুঝতেই পারছি।…কিন্তু আমি তো চুপ করে থাকতে পারব না।

শিবরামবাবু ঝড়ের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেলেন কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে। সোমেশ্বর এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তাঁর গমনপথের দিকে চেয়ে।

টালিগঞ্জের বস্তি অঞ্চলের জনবিরল পথ। কচিৎ দুটি-একটি নিম্ন লোককে চোখে পড়ে। মাথায় ঘুঁটের টুকরি, কাঠের বোঝা, ঘাসের বস্তা শহরে আসছে।

একখানি রিকশায় গৌরী চলেছে। গায়ে ফতুয়া, পরনে আধ-ময়লা ধুতি মধ্যবয়সী একটি লোক সাইকেলে চেপে রিকশার পিছনে পিছনে চ রিকশা থেকে পিছনে মুখ বাড়িয়ে গৌরী জিজ্ঞাসা করল, আর কত দূর?

সাইকেল-আরোহী বললে, হোই যে বাঁকটা দেখছেন, ওর পরেই।

একটু পরেই স্যার সোমেশ্বরের কারখানার সামনে এসে রিকশা থ রিকশা থেকে গৌরী নামল।

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে গৌরী পরিবেশ লক্ষ্য করে বললে, এ তো কা

দেখছি পাঁচু!

লোকটি নিজের পরিচয় পাঁচু বলেই দিয়েছিল। গৌরীর কথা শুনে এবার সে বললে, হেঁ মা-ঠাকরেন, এরই পিছে তেনার বাসা, আসেন।

গৌরী বললে, রিকশা থাকুক—বাবুকে নিয়ে এই রিকশাতেই ফিরে যাব।

আসাইনামের সেই দৃঢ় অথচ সাজানো ঘরখানির সামনে বাইরে একটা লম্বা বারান্দা। পাঁচুর পিছনে পিছনে গৌরী সেখানে উপস্থিত হল। গৌরী আপন মনে বলে উঠল, কাকাবাবু এই নোংরা জায়গায় থাকেন, আশ্চর্য!

পাঁচু বললে, তেনার কথা আর কও নি মা-ঠাকরেন, আমাদের মতন দুখচেটে হাড়হাবাতের হতভাগাদের নিয়েই তো থাকতি ভালবাসেন। সাক্ষাৎ শিবঠাকুর গো মা-ঠাকরেন......

ঠিকই বলেছ বাবা—নামেও শিব, আচারে-ব্যবহারেও তাই।

স্ট্রংরুমের মজবুত দরজার রুদ্ধ কপাটটি একটু খুলে এবং সেই ফাঁকে মুখ রেখে পাঁচু বললে, বাবু গো, আপনকার গৌরী মা আইচেন, আসেন মা-ঠাকরেন......

দরজার পাশে পাঁচু সরে দাঁড়াল। তার মুখের ভঙ্গি ও চোখের দৃষ্টি তখন একেবারে বদলে গেছে। কিন্তু গৌরী তা লক্ষ্য না করে দারুণ উদ্বেগে অর্ধমুক্ত দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতেই পাঁচু সেই অবসরে কপাট দুটি সজোরে টেনে বন্ধ করে বাইরের লোহার হাঁসকলে ঘরের শিকলি লাগিয়ে দিল। একটা অট্টহাসি সঙ্গে সঙ্গে উঠল—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করবার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হতে গৌরী অবস্থাটা উপলব্ধি করল। ক্ষণকাল স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে বুঝল যে তাকে কাকাবাবুর অসুখের মিথ্যে সংবাদ দিয়ে প্রতারণা পূর্বক এখানে আনা হয়েছে। এখন সে বন্দিনী।

গৌরী দু হাতে দরজা টেনে দেখল বাইরে থেকে বন্ধ এবং দরজা অত্যন্ত মজবুত। ভিতর থেকেই সে দ্বারে জোরে জোরে আঘাত করতে লাগল। পরক্ষণে দ্বার-সংলগ্ন লোহার রেলিং দেওয়া একটি গবাক্ষ দেখতে পেল। বাইরের দিকে এই গবাক্ষের একটি লৌহপাতের আবরণ সহসা খুলে গেল। সেই গবাক্ষের কাছে গিয়ে গৌরী ডাকল, পাঁচু! পাঁচু!

পাঁচুর পরিবর্তে এখানকার রক্ষক লালা মহাঙ্গীরকে দেখা গেল। কিন্তু

বললে, পাঁচুকা খেল খতম হো গিয়া—আবি হামারা খেল শুরু হোতা হ
ফরমাইয়ে……

গৌরী কঠিন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, তোমাদের মতলব কি ?

মতলব ? আবি তক কুছ মালুম হুয়া নঁহি ! পিছে সমঝায়েঙ্গে, ব
তো আরাম করিয়ে—বিস্তারা হ্যায়, গোসলখানা হ্যায়, পিনেকা পানি হ
খানা ভি মিল যায়েঙ্গী। ঔর যো যো চীজ ফরমায়েঙ্গা বিলকুল মিল য

সঙ্গে সঙ্গে গবাক্ষের লৌহ আবরণ পড়ল।

ঘরের মধ্যে চারি দিক গৌরী ঘুরে ফিরে দেখতে লাগল। কখনও বা চেয়
বসে, কখনও দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে—কেমন করে বর্তমান সাংঘাতিক অব
মধ্যে থেকে নিজেকে রক্ষা করবে।

সহসা তার দৃষ্টি পড়ল দরজার ওপর। দেখল, দরজার ভিতরের অর্গ
খুলে রাখা হয়েছে, কিন্তু অর্গল যে ছিল তার নিদর্শন রয়েছে। দুদিকে
লোহার ব্র্যাকেট বা হাঁসকল দেখা যাচ্ছে—তার ওপর লৌহদণ্ডটি থাক
গৌরী ঘরময় খুঁজতে লাগল ওখানে লাগাবার মত যদি কিছু পাওয়া যায়।

বৃথা অন্বেষণ করল অনেকক্ষণ। তার পর অবশেষে স্নানের ঘরে গিয়ে
লম্বা ও স্থূল লৌহপাত পড়ে থাকতে দেখল। তার ওপর দু-তিনটি বালতি বসানে
বালতিগুলি নামিয়ে সেই পাত দুটি এনে দরজার খিলের জায়গায় বসাতেই দি
এঁটে গেল। পর পর দুটি পাতই লাগিয়ে দিয়ে চেয়ারে এসে সবেমাত্র বসেছে
এমন সময় দ্বারে আঘাত পড়তে লাগল।

মহাঙ্গীর দরজা ঠেলছিল ও আপন মনে গজ গজ করছিল, কেয়া তাজ্জ
কেয়াড়িকা পট্টি তো থি নহি, ক্যায়সে দরওয়াজা বন্ধ কর দিয়ে ?…আরে জ
কেয়াড়ি বন্ধ কর দিয়েঁ কাহে ? খোল তো, খোল তো—জলদি।

গৌরী ভেতর থেকে কান পেতে এদের সংলাপ শুনতে লাগল, কিন্তু কো
সাড়া দিল না।

॥ আটাশ ॥

স্পেশাল অফিসার হিরণ্ময় লাহিড়ীর ঘরে বসে হিরণ্ময়বাবু, শিবরামবাবু ও ভূদেবের মধ্যে আলোচনা চলছে।

হিরণ্ময় বললেন, যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী তো অনেক দিন হল স্বর্গত হয়েছেন। তাঁর এ চিঠি আপনি কোথায় পেলেন?

শিবরামবাবু উত্তর দিলেন, কন্যা গৌরী দেবী আমাকে দিয়েছেন আপনাকে দেবার জন্যে। এই ব্যাপারে তিন দিন ধরে আমি আপনার সন্ধান করছি।

কতকগুলো কনফিডেন্শিয়াল ব্যাপারে আমাকে আত্মগোপন করতে হয়েছে। আশ্চর্য, কি করে ঠিকানা বার করলেন?

আমিই দিয়েছি স্যার, ভূদেব সংকুচিত কণ্ঠে বললে, আমার বাবা আমাকে বলেছিলেন, একান্তই কোন বিপদে পড়লে, আপনাকে……

তোমার বাবা বলেছিলেন? তিনি……

পণ্ডিত ধর্মদাস শাস্ত্রী!

তুমি শাস্ত্রীমশায়ের ছেলে? তোমারই নাম ভূদেব?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ঘাড়টা নীচু করে প্রণাম করে ভূদেব হিরণ্ময়বাবুকে।

বসো বসো।—হিরণ্ময়বাবু মৃদু কণ্ঠে বললেন, এখন আপনি বলুন শিবরামবাবু, কি ব্যাপার?

আজ সকাল থেকে গৌরীর সন্ধান নেই।

সে কি!

তারই হাতে লেখা এই চিঠিখানা আগে পড়ুন স্যার।

শিবরামবাবুর হাত থেকে পত্রখানি নিয়ে হিরণ্ময়বাবু পড়তে শুরু করলেন।

মাঝখানে থেমে হিরণ্ময়বাবু বললেন, স্যার ব্যাপারটা শুনেও কোন আগ্রহ দেখালেন না?

আজ্ঞে না—চিঠিখানা হাতাবারই বরং আগ্রহ দেখিয়েছিলেন।…শিবরামবাবু সাগ্রহে বলে উঠলেন।

তবে মজা এই যে, হঠাৎ ঘাই তুলে বেড়াজাল টানার ব্যবস্থা এরা আপনা করে দেয়। ইনিও সেই অবস্থায় এসেছেন।

ভূদেব বিনীতভাবে নিবেদন করে, আমার একটা আর্জি আছে স্য আপনাদের এখানে নিখুঁতভাবে ভোল বদলাবার ব্যবস্থা আছে, আমাকে দয়া করে·····

তুমি কি disguised হয়ে এ ব্যাপারে appear হতে চাও নাকি?···বি কণ্ঠে বলে ওঠেন স্যার হিরণ্ময়।

ও বাড়িতে আমার ওপরে স্যারের বিরাগের কথা তো শুনলেন, তাই ওহ আমি······

বুঝেছি, তা হলে স্নানাহারের পাটগুলো এখান থেকেই সেরে নেওয়া ভ অনেক দৌড়-ঝাঁপ করতে হবে।

স্যার সোমেশ্বর তাঁর ঘরে বসে পিনাকীর সঙ্গে পরামর্শ করছিলেন। ব বললেন, ঐ চিঠিখানার জন্যেই ভাবনা হচ্ছে। কি ফাঁহাবাজ মেয়ে দেখ, যা শিবুর অসুখ শুনে তাকে দেখতে—সে কথাও খাতার পাতায় লিখে রেখে গে

পিনাকী সোৎসাহে বলে উঠল, চিঠিখানা যদি বাগিয়ে নিতেন···

চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু বাগাতে পারি নি। বেশী গরজ দেখালে স করত।···তবে আসল কাজ আমি বাগিয়ে রেখেছি—পুলিসকে জানিয়ে কমুনিস্টদের পাল্লায় পড়ে মেয়েটা বিগড়ে গেছে, এই নিয়ে গোলমাল ক আমার প্রেস্টিজে ঘা লাগবে—সেজন্যে আমি নিজেই সন্ধান করছি। এখন ভাবছি, তুমি ওখানে থাকলেই আমি নিশ্চিন্ত হতাম।

ওখানকার খবর তো শুনলেন—স্ট্রং-রুমে রাখা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বে গোলমাল করে নি।···বণ্ডটা তৈরী হয়ে গেলেই আমি যাচ্ছি—সই করা হবে ওঁকে। তার পর······

এই সময় সহসা ফোন বেজে উঠতে পিনাকীর কথা বলা আর হল না।

স্যার ফোনটি ধরে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, হ্যাল্‌লো, হ্যাঁ, আমিই স্যার···কে লালাজি? কি খবর—অ্যাঁ? বল কি, সে কি—একটু ধর।

পিনাকী জিজ্ঞাসা করলে স্যারের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে, কি ব্যাপা

দরজায় খিল লাগিয়ে দিয়েছে—

খিল তো ছিল না ওঘরে—খুলে রাখা হয়েছিল।

লালাও সেই কথা বলছে, কিন্তু বললে কি হবে, ঘরে খিল লাগিয়ে এখন ওদের সবাইকে বেকুব বানিয়ে দিয়েছে।

তা হলে কি যাব ?—পিনাকী ইতস্তত করে বলে।

একবারে ও কাজটা সেরে সন্ধ্যার পর যেও। দিনে আর গোলমাল করে কাজ নেই—যেমন আছে থাকুক, আমি এই কথাই বলে দিই।

তার পর ফোনের রিসিভার তুলে সোমেশ্বর লালা মহাঙ্গীরকে সেরূপ নির্দেশই দিলেন—দিনের বেলা যেন কোন হাঙ্গামা করা না হয়।

ওদিকে গৌরীর ব্লকে গৌরীকে দেখতে না পেয়ে ছেলেমেয়েরা সব কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছে। তাই দেখে কুসুম ঈশানকে বললে, খেতে কি চায় কেউ দাদা, হাতে ভাত তুলে ভেউ ভেউ করে কেঁদেই সারা। যদি বা পাতে মুখে হাত করে উঠল—ঐ শোন—

পাশের ঘর থেকে মিলিত ক্রন্দন শোনা যাচ্ছিল, মা—মা—মা কোথায় গেল !—কখন আসবে মাগো ?

ঈশান দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আমি বোঝাচ্ছি দিদি…

কুসুম বাধা দিয়ে বলে উঠল, খেয়ে যাও, বুঝেছি পালাচ্ছ—এক মুঠো তো মুখে দিতে হবে !

কি করে মুখে ভাত তুলব দিদি, ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না যে। আমাকে গিলিয়ে তুমি উপোস করে থাকবে তা হবে না—

তা হলে বেঁচে থাকতুম না ঈশেনদা, ঢের আগেই মরতুম ! পোড়া পেটের বড় জ্বালা—এসো, দু জনেই দুটো মুখে দিই, ওগুলোকে সামলাতে হবে তো দাদা !

আবার একটা কান্নার সুর ভেসে এল, মা, মা—মাগো, তুমি কোথায় ?

স্যার সোমেশ্বরের ঘর। সোমেশ্বর ও পিনাকী শুধু ঘরে ছিলেন। ডেমি কাগজে লেখা একখানি দলিল পড়ছিলেন সোমেশ্বর। পিনাকী তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাগজখানি পিনাকীর হাতে ফেরত দিয়ে স্যার বললেন ঠিক

আছে, এখন এতে সই করিয়ে নিয়ে পরে ঐ চিঠিখানা ডিকটেট করে ওকে দি লিখিয়ে নিতে হবে!

পিনাকী বললে, তা জানি।

কিন্তু কাজটা খুব শক্ত জেনো।—সোমেশ্বর ভ্রূ কুঁচকে বললেন।

আপনি ভাববেন না স্যার, ঘরে যে মেয়ে যত শক্ত, বাইরে শক্তের পা পড়লে সেই মেয়ে একেবারে ভয়ে খরগোশেরও বেহদ্দ হয়—আমার জানা অ স্যার।

হাতটা নেড়ে মুখের এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে সোমেশ্বর বললেন, দেখ! তবে একটা কথা বলে রাখি—ভয় দেখাবে, তড়কাবে, গুণ্ডাগুলোকে দিয়ে হু দেওয়াবে—ব্যস, ঐ পর্যন্ত। কিন্তু ইজ্জত যেন এতটুকু—

কি বলছেন স্যার, আমার কি কাণ্ডজ্ঞান নেই! আপনার বংশের মেয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন!

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পিনাকী বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তার পর গা গেট দিয়ে মোটরে চেপে কম্পাউণ্ড ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। গে কাছে ছদ্মবেশী ভূদেব সাইকেল নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল, সে মোটরটির অনুস করল সঙ্গে সঙ্গে।

স্যার সোমেশ্বর পিনাকী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরই স্ত্রীর শয়নক অভিমুখে পা বাড়ালেন।

হিমানী দেবী সে সময়ে তাঁর শয়নকক্ষে শুয়েছিলেন। ঘরে মৃদু নীল আ জ্বলছিল। তাঁর মাথায় আইসব্যাগ চাপিয়ে নার্স পার্শ্বে উপবিষ্টা।

স্যার সোমেশ্বরের ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে নার্স উঠে দাঁড়াল তাঁকে দে

সোমেশ্বর জিজ্ঞাসা করলেন, এখন কেমন?

নার্স ধীর স্বরে বললে, সেই ভাবেই আছেন আর গৌরী গৌরী করছে মাঝে মাঝে।

স্বামীর কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠে হিমানী দেবী চেঁচিয়ে ওঠেন, কে—কে গৌরী এসেছে? গৌরী!

সোমেশ্বর ব্যঙ্গকণ্ঠে উত্তর দিলেন, কোথায় তোমার গৌরী? সে ভেগেছে আজ সকাল থেকে তার কোন খোঁজখবরই নেই।

কি বলছ গো! না-না-না, ও কথা বলো না—বলো না। তাকে না আসে

দাও, দিও না, কিন্তু মিছে কথা—

মিছে কথা নয়। তুমি গৌরী গৌরী করে পাগল হচ্ছ, তার তো তোমার চিন্তায় ঘুম হচ্ছে না! এখন চুপ করে ঘুমোবার চেষ্টা কর!

হিমানী দেবী বিকৃত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠেন, উঃ, গৌরী রে!

॥ ঊনত্রিশ ॥

স্যার সোমেশ্বরের বাড়ির ড্রইংরুমে ডঃ সরকার, আর্টিস্ট অবিনাশ, পঞ্চপাণ্ডব, অলকা, কিটি, লটি সকলেই উপস্থিত এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট।

কিটি বললে, আমি সকলকেই বলছি, ভুল-চুক বলুন, দোষ-ত্রুটি যা কিছু হোক, সবাই ভুলে যান। আমাদের এই স্থানটি যেন স্বর্গ ছিল। কিন্তু একটি মেয়ে এসেই সব বিগড়ে দিয়েছে। অথচ আজ তারই কোন পাত্তা নেই।— এখন আর রাগ-বিদ্বেষ রাখা উচিত নয়।

ডঃ সরকার কিটিকে সমর্থন করে চেঁচিয়ে উঠলেন, নিশ্চয়ই নয়।

অবিনাশ বললেন, রাইট ও! এখন উচিত—ফরগিভ য়্যাণ্ড ফরগেট!

পঞ্চপাণ্ডব পরস্পরের মধ্যে গুঞ্জন করছিল। নিখিল বললে, কিন্তু গৌরী দেবীর উপর তো আমাদের রাগ-বিদ্বেষ কিছুই নেই!

মদন বললে, বরং তাঁর ব্যাপারে আমরা খুবই দুঃখিত। আমাদের কথা এখন পিনাকীবাবুকে নিয়ে!

বিহারী অনুসন্ধিৎসু চোখে চারদিকে তাকিয়ে বলে উঠল, কোথায় গেলেন তিনি?

প্রশান্ত হেঁড়ে গলায় প্রশ্ন করলে, তাঁকে দেখছি নে কেন?

সৌমেন শান্ত গলায় বললে, তাঁর লুকোবার কারণ?

কিটি জবাব দিলে, দেখুন, তাঁকেও মাপ করতে হবে। আপনারা তো জানেন—গৌরী তাঁকে কি রকম অপমান করেছিল! অথচ সেই গৌরীর জন্যে আজ তাঁর ঘুম নেই—তারই সন্ধানে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

লটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল, আপনারা ভুলে যাবেন না—যত কিছু অনর্থের

—যাকে সে পাগল করেছে! She has lost her sense and temper

অলকা দেবী তো কিছু বলছেন না—বরাবর চুপ করে রয়েছেন! সরকার ঘাড়টা বেঁকিয়ে অলকার দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন।

অলকা বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে জবাব দিলে ডঃ সরকারের দিকে তাকিয়ে, আপন judgement শুনতে শুনতে ভাবছিলাম—A Danial has came judgement!

ডঃ সরকার ও অবিনাশ একসঙ্গে সমস্বরে বলে উঠলেন, কেন, কেন?

কিটি অধৈর্য স্বরে প্রশ্ন করলে, এ কথা বললেন কেন?

অলকা পূর্বের ন্যায় বিদ্রূপ কণ্ঠে বললে, বেচারী গৌরীর ওপর আপন দরদ দেখেই কথাটা মনে পড়ে গেল। এখন আমার কথা হচ্ছে দোষ-ত্রুটি যাওয়া, মাপ চাওয়া, আমোদ-আহ্লাদ করা—সব কিছু মুলতুবী রাখতে হ গৌরী দেবীকে না পাওয়া পর্যন্ত।

কিটি শ্লেষস্বরে বললে, গৌরীর জন্যে আপনার হঠাৎ এ দরদের হেতু?

অলকা মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে বললে, পৃথিবীতে যত কিছু অদ্ভুত আর মানুষের মনের আশ্চর্য পরিবর্তন—হঠাৎই হয়ে থাকে কেতকী দে প্রথম যেদিন এই ঘরে এসেছিলাম, দেখেশুনে মনে হয়েছিল—সত্যিই এ আজ মনে হচ্ছে, দুর্নীতির এত বড় নরক বুঝি দুনিয়ায় আর কোথাও নে গৌরীকে দেখে মনে হত—ভুল পথে সে চলেছে; এখন বুঝছি, পথের স সে-ই পেয়েছিল। গৌরী ছাড়া এ সমস্যার সমাধান নেই—এ-কথা বলেই আম এখান থেকে বিদায় নিতে হল।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অলকা তীর বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থে আর অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে সকলে চেয়ে রইল।

কিন্তু মুহূর্তমাত্র। সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চপাণ্ডব উঠে নেমে এল নীচে; তার ব্যালকনির মুখে অলকাকে ধরে ফেলে ঘিরে দাঁড়াল তারা চারিদিক থেকে তার এই আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করল।

অলকা সঙ্গে সঙ্গে দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দিলে, দেখুন, ছেলেবেলা থেকে আ লাহোরে মানুষ—স্কুলে-কলেজে সহশিক্ষা পেয়েছি, লজ্জা-সংকোচের ধার দি যাই নি। সে পরিচয় তো কলেজেই পেয়েছেন, অত ছেলের মধ্যে কে আপনাদের সঙ্গেই মিশেছিলাম এই ভেবে যে, আপনারা অন্ততঃ নীচ নন-

আমারই মতন student, ঘনিষ্ঠভাবে মিশেও এমন কোন বিশ্রী ব্যবহার পাই নি আপনাদের কাছে, যাতে মাথা নীচু হয়। পিনাকীর সঙ্গে এইখানেই তফাত। তবু বলছি, আপনারা এনাজির—আই মীন প্রতিভার অপচয় করেছেন এই নরকে এসে। আমিও সেই ভুল করেছি, কিন্তু এই ভুলের মধ্যেই আমি এই ইতরদের ভুলে এমন কিছু হাতে পেয়েছি, যাকে এদের মৃত্যুবাণ বলা যায়।

পঞ্চপাণ্ডব সবিস্ময়ে অলকার কথা শুনছিল। তাদের মুখভঙ্গিতে তার আভাস পাওয়া গেল। শেষের কথা শুনে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অলকার দিকে তাকিয়ে মদন বললে, তাই নাকি?

শুনলে স্তম্ভিত হবেন, অলকা বলে চলল, আর আমরা যখন student—শিক্ষাব্রতী, সেটা শোনার পর আপনারাই যদি আমোদের কথায় ভুলে গিয়ে প্রতিকারের জন্যে ক্ষেপে না ওঠেন, তা হলে জানব আমি আপনাদের ভুল বুঝেছি।

নিখিল সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে গম্ভীর কণ্ঠে, জানি না আপনি কি বলবেন, কিন্তু এইটুকু শুনেই আমাদের রক্ত যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

অলকা হৃষ্টমনে বলে উঠল, এই তো জীবন্ত মনের লক্ষণ নিখিলবাবু। আমরা student, মনোবৃত্তি আমাদের হাল্কা হতে পারে, কিন্তু দুর্নীতির পাঁকে তলিয়ে যেতে পারে না।

বিহারী ক্ষিপ্তের ন্যায় চেঁচিয়ে উঠল, কখনই না।

তা হলে শুনুন, অলকা বলে চলল, গৌরী দেবীকে এরাই গুম করে রেখেছে, আর এ চক্রান্তের মূলে ঐ শয়তান পিনাকী। এখন বলুন, ছাত্র হিসেবে আপনাদের এখানে কোন কর্তব্য আছে কি না?

প্রশান্ত কথা বললে, শুধু ছাত্র হিসেবে নয়—মানুষ হিসেবেও আমাদের এত বড় কর্তব্য আছে, যার কূল-কিনারা নেই।

সৌমেন উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললে, আপনি সব কথা খুলে বলুন, অলকা দেবী। আমাদের কর্তব্য এখন তাঁকে উদ্ধার করা।

অলকা স্বস্তির একটা নিশ্বাস ফেলে বললে, এই কথাই আমি শুনতে চেয়েছিলাম আপনাদের কাছে। তা হলে আসুন আমার সঙ্গে।

করলেন।

হিরণ্ময়বাবু দরজার দিকে তাকিয়ে দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠলেন, দরজাটা করে দিন।

শিবরামবাবু দরজা বন্ধ করলেন। ঘরের মধ্যে দুখানি বেতের মোড়া। তাতে উভয়ে বসলেন। তার পর মৃদু হেসে তিনি বললেন, তন্ন তন্ন করে দেখলেন, শুনলেন, কিন্তু স্যারের মহলেও গেলেন না, আর স্যারের সঙ্গেও দেখা—

হিরণ্ময়বাবু বললেন, স্যারের মহল এখন দেখা নিরর্থক, আর ওঁর সঙ্গে ে করবার কথা? সে হয়ে গেছে।

সে কি! কখন দেখা করলেন? সেই থেকে বরাবরই তো আপ সঙ্গেই ঘুরছি আমি!

যদি বলি আপনার সঙ্গ পাবার আগেই আপনার স্যারের সঙ্গে আ হয়ে গেছে!

অবাক কাণ্ড! কিন্তু সে কথা তো বলেন নি স্যার?

পুলিসের লোক কি সব কথা বলে শিবরামবাবু? এত বিজ্ঞ হয়ে এ বোঝেন না?···যাক্ এখন আমাকে একটু ভাবতে দিন।

ব্লকের অপর ঘরে জানালার সামনে দাঁড়িয়েছিল কুসুম। সহসা পা ব্লকে পিনাকীর ঘরের রুদ্ধ জানালাটি খুলে গেল এবং সেই পথে বিজলীর আ ফুটে উঠল। এতক্ষণ ঘরটি অন্ধকার ছিল এবং কিছু পূর্বেও জানা গিয়েছে পিনাকী তার ব্লকে নেই, কারণ ঘর বন্ধ বাইরে থেকে। কুসুম ভাবল পিন এসেছে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এ জানালা থেকে ওদিকের জানালার ওপর তাকা দেখল একখানি মুখ। মাথার ঝাঁকড়া চুল ও গোঁফদাড়ির প্রাচুর্যে সে-মুখ অ হলেও অপরিচিত নয়—সে-মুখ তার স্বামীর! বিস্ময়ে উল্লাসে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল, তুমি! ওগো তুমি?

ওদিক থেকে অস্পষ্ট স্বরে ভেসে এল, কুসুম—তুমি কুসুম?

ঘরের মধ্যে স্যার হিরণ্ময়বাবু ও শিবরামবাবু বসে নিজেদের ম কথাবার্তা বলছিলেন। হঠাৎ সেই মুহূর্তে বাইরে চীৎকার শুনে উভয়ে চম

কাকাবাবু, দেখুন কি কাণ্ড! কুসুমদি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন!

শিবরামবাবু ছুটে গিয়ে ঘরের দরজা খুললেন ও তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে অপর ঘরের দিকে ছুটলেন। হিরণ্ময়বাবুও তাঁকে অনুসরণ করলেন।

ঈশান তখন কুসুমের চোখে-মুখে জলের আছ্‌ড়া দিচ্ছিল।

শিবরামবাবু হিরণ্ময়বাবুকে বললেন, ইনিই গৌরীর সেই কুসুমদি—ইউনিভার্সিটির স্টেয়ার-কেস থেকে এঁকে আনে ও। সেসব কথা আপনাকে আগেই বলেছি।

কুসুম এই সময় সংবিৎ ফিরে পেয়ে উঠে বসল ও ঘোমটা টেনে দিল মাথার ওপর।

হিরণ্ময়বাবু কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে মিষ্টি কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কুসুমকে, কি হয়েছিল বলুন তো?

কুসুম কথা বলে না, চুপ করে বসে থাকে ঘাড় নীচু করে। শিবরাম সস্নেহ বলেন, লজ্জা করো না মেয়ে—বল?

কুসুম তখনও কাঁপছিল। ধীরে ধীরে ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, কি বলব—কিন্তু সত্যিই কাকাবাবু, আমি দেখেছি, ও-ঘরের জানালায় মুখ দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন—তিনি, তিনি গো—অ্যাদ্দিন পড়ে……

হিরণ্ময়বাবু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন, আপনার স্বামী!

কুসুম সলজ্জ কণ্ঠে উত্তর দেয়, আজ্ঞে হ্যাঁ।

হিরণ্ময়বাবু ছুটে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সেই দৃশ্য দেখতে পেলেন। সেই মুখ। সে-মুখ থেকে তখনও টেনে টেনে কথা বার হচ্ছে, কু-সু-ম—কু-সু-ম!

হিরণ্ময়বাবু ঘুরে দাঁড়িয়ে ঈশানের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ও ব্লক না বন্ধ ছিল?

আজ্ঞে হুজুর!—ঈশান ঘাড় নেড়ে বললে।

চলুন শিবরামবাবু!—হিরণ্ময়বাবু বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে ও পিনাকীর ব্লকের দিকে দ্রুত পা চালান!

পিনাকীর ব্লকে তার ঘরে আলো জ্বলছিল। মৌনী ব্যক্তিই সম্ভবত আলো জ্বালে। পিনাকী সে-জানালায় দাঁড়িয়ে গৌরীর বয়সী বালক-বালিকাদের ক্রন্দন

পুনঃ বিকৃত কণ্ঠে ডেকে চলেছিল, কু-সু-ম ! কু-সু-ম !

কুসুমকে সহসা দেখে তার বিস্মৃত স্মৃতি সম্ভবত ফিরে আসে।

ওদিকে দ্বার রুদ্ধ দেখে বন্ধ তালা খোলবার ব্যবস্থা হচ্ছিল। হিরণ্ময় স্যা সোমেশ্বরকেও আহ্বান করে আনিয়েছেন।

স্যার সোমেশ্বর প্রথমে প্রতিবাদ করেন। কিন্তু যখন বলা হয়, ঐ কক্ষমে গৌরীর আশ্রিতা কুসুম দেবীর স্বামীকে আবদ্ধ রাখা হয়েছে, তখন স্যা সোমেশ্বর শুব্ধ হয়ে যান। তখন তাঁকে সুদ্ধ নিয়ে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করা হয় কিন্তু এতগুলি লোকের প্রবেশেও মৌনীর খেয়াল নেই। তার মুখ দিয়ে একই ভাবে স্বর নির্গত হচ্ছে, কু-সু-ম ! কু-সু-ম ! কু-স্-মী !

স্যার সোমেশ্বর দেখলেন, বোবার মুখে কথা ফুটেছে। তখন তার মুখের ক বন্ধ হবার জো !

হিরণ্ময়ের আহ্বানে কুসুম তার তিনটি শিশুকে নিয়ে এল। আজ তা ঘুমোয় নি। ঘুম হয় নি—মায়ের কাছে গল্প শুনতে পায় নি বলে!

হিরণ্ময়বাবু নাতি-উচ্চকণ্ঠে ডাকলেন, বিপিনবাবু !

অতি বিস্ময়ে মৌনী ফিরে চাইতেই কুসুমকে দেখে চীৎকার করে উঠল কুসুম ?

ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে 'বাবা, বাবা, আমার বাবা' বলে ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

চাঁদের আলোয় লনের মধ্যে সকলে সমবেত হয়েছেন।

কয়েক মুহূর্ত কেটে যাবার পর হিরণ্ময়বাবু প্রশ্ন করলেন স্যার সোমেশ্বরে দিকে তাকিয়ে, আপনার পিনাকীর ঘরে এই ব্যক্তি এভাবে আবদ্ধ ছিল কেন ?

সোমেশ্বর মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গী করে উত্তর দিলেন, পিনাকীই বলতে পারে —ও ব্লক তার, সে ওখানে থাকে।

স্যার সোমেশ্বরের মুখের ওপরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে হিরণ্ময়বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, পিনাকী কোথায় জানেন ?

সমানভাবে স্পষ্ট ভাষায় স্যার সোমেশ্বর জবাব দিলেন, না।

ঠিক সেই মুহূর্তে পঞ্চপাণ্ডবকে নিয়ে অলকা ঝড়ের বেগে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। ...

কোথায় আমি জানি!

সোমেশ্বর কঠিন কণ্ঠে হেঁকে উঠলেন, অলকা!

আমাকে বলতে দিন—একটা সেকেণ্ড এখন একটা ঘণ্টার চেয়েও দামী।—আমি বলছি স্যার, আমাকে বিশ্বাস না করেন, এই কাগজখানা দেখুন। এতেই ওদের গুপ্ত আড্ডার খবর পাবেন। বেচারী গৌরীকে যদি চরম লাঞ্ছনা থেকে বাঁচাতে চান, আর এক মুহূর্তও দেরি করবেন না।

হিরণ্ময়বাবু স্যার সোমেশ্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি কিছু বলবেন স্যার?

আমার বলবার কিছু নেই। যারা আমার চাকর তাদের কথার মধ্যে আমি থাকি না।—স্যার সোমেশ্বর নাসিকা কুঞ্চিত করে বলে ওঠেন।

হিরণ্ময়বাবু ঘাড়টা নেড়ে শুধু বললেন, All right!

স্যার সোমেশ্বর এসে ফোন ধরলেন। কিন্তু সাড়া পেলেন না—একটা ঘর্ঘর আওয়াজ হতে লাগল। ক্রুদ্ধভাবে ফোনটা ঠুকে রাখলেন। তার পর স্বগতোক্তি করলেন, সময় বুঝে ফোনটাও বিগড়েছে! এ যেন একটা মিরাক্যাল অ্যাফেয়ার!

॥ ত্রিশ ॥

রাত্রির রাজপথ। তিনখানি গাড়ি চলেছে—একখানি জীপ এবং দুখানি ট্যাক্সি।

গাড়ি তিনখানি একটি বড় পুলিস স্টেশনের নিকট থামল এবং অল্পক্ষণ পরে আরও কয়েকখানি জীপ সেখান থেকে বার হল। প্রত্যেক জীপে ছ জন করে সশস্ত্র পুলিস।

পিনাকীর মোটর টালিগঞ্জের দিকে ছুটেছে। পিনাকী নিজেই মোটর চালাচ্ছে।

পিনাকীর মোটর একটা চাকা-ভাঙা বোঝাই গরুর গাড়ির কাছে কর্কশ শব্দ করে থেমে গেল। গাড়ির চাকা ভেঙে পড়ায় রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

পাল্লা দেওয়া কঠিন, তবুও ভূদেব প্রাণপণ শক্তিতে সাইকেল চালাচ্ছিল। মো এগিয়ে যাওয়ায় সে উদ্বিগ্নও হয়েছিল। তার পর দ্রুত মোটরের কাছে এ বন্ধ রাস্তায় মোটরটাকে আটকে যেতে দেখে উৎফুল্ল হল। সহর্ষ চিত্তে এ গাছের আড়ালে গিয়ে সে সাইকেল নিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

খানিক পরে রাস্তা পরিষ্কার হয়ে গেলে মোটর চলতে লাগলে ভূদেব আ অনুসরণ করল।

অর্গলবদ্ধ ঘরে আলো জলছিল—বিজলী আলো। বিনিদ্র অবস্থায় গৌরী এ বার বসছে, এক বার ঘরময় ঘুরে ঘুরে কি যেন খুঁজছে। দেখল, দেওয়া গায়ে লোহার একটা বৃহৎ হুকের ওপর কাঠের একটা ব্র্যাকেট রয়েছে ব্র্যাকেটটি আস্তে আস্তে হুক থেকে নামিয়ে—দু হাতে জোরে জোরে না দিয়ে হুকটি তুলে ফেলল। তার পর সেটা নিয়ে বন্ধ জানলার কাছে গেল জানলায় লোহার একটা পর্দা বাইরে থেকে বন্ধ করা ছিল। বাইরের লো সেটি ইচ্ছেমত খুলে ভেতরে দ্রব্যাদি দেয় কিংবা কথা বলে। ভেতর থে চাড় দিয়ে ঐ হুকের সাহায্যে গৌরী লোহার পর্দাটি খুলে ফেলল। কিন্তু তা শব্দ হবামাত্র মহাঙ্গীর চীৎকার করে উঠল, এই ও হুঁশিয়ার!

একটু থেমে ধীরে ধীরে পর্দাটি তুললেই গৌরী দেখল—লুঙ্গিপরা, র গেঞ্জি গায়ে, ছাঁটা গোঁফ, ছোট নূর, হাতে ধারালো ছোরা কতকগুলো গুণ্ বারান্দার পথে দ্রুতপদে আসছে। গৌরী পর্দাটি ফেলে দিয়ে সরে এল।

সেই সময়েই পিনাকী মোটর চালিয়ে কারখানার সামনে এসে থামল তার পর গাড়ি থেকে তিনটি হর্ন দিয়ে নেমে পড়ল।

ওদিকে ভূদেব সাইকেলে এসে খানিকটা দূরে নেমে পড়ল। পথের ধা এক স্থানে সারি সারি কয়েকখানি ঠেলাগাড়ি পড়েছিল। সাইকেলটা তা আড়ালে রেখে সন্তর্পণে মোটরের দিকে চলল। সেখানে একটা বড় প্যাকি বাক্স পড়েছিল, তার পাশে আত্মগোপন করল।

কারখানার ফটকের সুবৃহৎ রুদ্ধ দরজার একটা পাল্লার নীচের দিকে মানু গলবার মত কব্জা আঁটা কাটা দরজা খুলে মহাঙ্গীর বাইরে এসে পিনাকীবে অভিবাদন করে বললে, আইয়ে বাবুজী!

নেহি জী! বড়ি জাঁহাবাজ লেড়কী হ্যায়, লেকেন বাহারসে দরওয়াজাকা পাট্টি তোড়নেকা ওয়াস্তে বহুৎ মুশকিল উঠানে হোগা বাবুজী!

কুছ পরোয়া নহি। চল, দেখেঙ্গে—আদমী সব মজুত হ্যায় তো?

জী!

পিনাকী কাটা দরজা দিয়ে মাথা গলিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল এবং বলল, হুঁশিয়ারিসে কেয়াড়ী বন্ধ কর তুরন্ত আনা!

পিনাকী চলে গেল। মহাঙ্গীরও ঐভাবে ভেতরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল সশব্দে। ভূদেব ওদের কথা শুনছিল, দরজা বন্ধের সঙ্গে সঙ্গে সেও পিনাকীর মোটরে উঠে স্টার্ট দিয়ে সন্তর্পণে ঘুরিয়ে মোটর চালিয়ে দিল।

ওদিকে অ্যাসাইলামের ভেতরে মহাঙ্গীর ও পূর্বোক্ত গুণ্ডাদের সঙ্গে পিনাকী কথা বলছিল, শিকারকে ফাঁদে ফেলেও কায়দা করা যাচ্ছে না—নাগালের বাইরে রয়েছে, এর চেয়ে তাজ্জব আর কি হতে পারে?

জনৈক গুণ্ডা সেলাম ঠুকে বললে, হুকুম গ্যান—দরজার ওপর হামলা লাগাই, আধ ঘণ্টার ওয়াস্তা।

তার আগে একটা চাল চেলে দেখা যাক্। তোমরা এসো আমার সঙ্গে।

তার পর ঘর থেকে বেরিয়ে এক ফালি উঠোন পার হয়ে রুদ্ধ ঘরের সামনে লম্বা বারান্দার ওপর এল পিনাকী ও তার দলটি। লোকগুলিকে নিঃশব্দে তফাতে থাকতে ইশারা করে পিনাকী গবাক্ষের পর্দা তুলে কৃত্রিম উত্তেজনার স্বরে বললে, গৌরী দেবী! গৌরী দেবী! আপনি কোথায়? সাড়া দিন। আমরা আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি।

গৌরী সবেমাত্র ঘরের অন্যপ্রান্তে দেওয়ালের কাছে বিছানো খাটিয়ার ওপরে অবসন্নভাবে শুয়ে পড়েছে—এমন সময় এই কাণ্ড! সে ধড়মড় করে উঠে দ্রুতপদে গবাক্ষের সামনে আসতেই পিনাকীর মুখখানা দেখতে পেল। কিন্তু আনন্দের পরিবর্তে তার মুখখানা কঠিন হয়েই উঠল।

পিনাকী অতটা বুঝতে না পেরে উল্লসিত স্বরে বলে উঠল, এই যে, হুররে! জয় ভগবান! আর ভয় নেই, আমরা এসেছি!

সে তো দেখছি। কিন্তু কি মতলবে?

আপনাকে রক্ষা করতে—আর কি। উঃ কি খোঁজাটা খুঁজেছি। এখনও

গৌরী বিদ্রূপ-কণ্ঠে বললে, রক্ষা করতে এসেছেন যখন, ওখানে থেকে পাহারা দিন—আমি একটু নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে নিই !

বাড়ি গিয়েই আরামে ঘুমোবেন। স্যারের হুকুম—আপনাকে খুঁজে পাওয়া মাত্র নিয়ে যাওয়া। তাঁরই গাড়িতে যাবেন।

তা হলে ঐ গাড়ি পাঠিয়ে তাঁকে আনুন। তিনিই আমাকে নিয়ে যাবেন।

ওসব বখেড়া তুলবেন না—চলে আসুন। পিনাকী অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে ওঠে

তার চেয়ে আপনিই চলে যান এখান থেকে।

তা হলে স্যারের প্রেস্টিজের দিকে চেয়ে জোর করেই আপনাকে নিয়ে যেতে হবে।

এই কথাই আমি শোনবার প্রতীক্ষা করছিলাম। আর কেন, মুখোশ এবার খুলে ফেলুন !

বটে ! এই কেয়াড়ী তোড় ডাল। ক্রুদ্ধস্বরে আদেশ দেয় পিনাকী।

গুণ্ডার দল হৈ-হৈ করে উঠল, আরে আ যাও—হামলা চালাও।

তার পর তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে দরজা ভাঙবার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগল।

ওদিকে দরজা ভাঙার শব্দ দ্রুতবেগে ধাবিত মুখোমুখী দুখানা গাড়ির সহসা ব্রেক কষে থামবার শব্দের সঙ্গে মিশে গেল।

ভূদেব মোটর চালিয়ে পূর্ণগতিতে চলেছিল। ওদিক থেকে হিরণ্ময় জীপ চালিয়ে আসছিলেন। তাঁর গাড়িতে শিবরাম বাবু ও কয়েকজন পুলিস অফিসারও ছিলেন।

গাড়ি দুখানি থামতেই ভূদেব হিরণ্ময় দু জনেই চমৎকৃত।

ভূদেবই প্রথম কথা বললে, স্যার আপনি !

হিরণ্ময়বাবু মৃদু হেসে বললেন, তুমি বুঝি গৌরীর পাত্তা পেয়ে থানায় ছুটছিলে ?…তুমি তো দেখছি বাহাদুর ছেলে ! তবে…

ভূদেবের বিস্ময় তখনও কাটে নি, সে পুনরায় প্রশ্ন করলে, স্যার…

তোমাদের অলকাই পথের আলো দেখিয়েছে।—তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন হিরণ্ময়বাবু।

বুঝেছি, ফটক দিয়ে বাড়িতে ঢুকতেই তুমিও হাত সাফাই করেছ। সাবাস! এখন তুমিই পথ দেখিয়ে চল।

দরজা ভাঙার চেষ্টা তখনও চলেছে সমানভাবে। সে শব্দ, শব্দনিয়ন্ত্রিত স্থানে ঘরখানির অবস্থিতি সত্ত্বেও, কিছুটা বাইরে ভেসে আসছে অস্পষ্টভাবে। পিনাকী গুণ্ডাদের নির্দেশ দিচ্ছে, আবার সেই সঙ্গে জানলায় মুখ রেখে গৌরীকেও শাসাচ্ছে।

ওদিকে গৌরী ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র রুদ্ধদ্বারের ওপর রেখে পাল্লা দুটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে।

জানলার কাছে পিনাকী আবার এসে বললে, বেইজ্জত হতে যদি না চাও, এখনও বলছি—ভালয় ভালয় দরজা খুলে দাও। দরজা ভেঙে পড়লে, তোমাকেও সেই সঙ্গে…

গৌরী সক্রোধে এক টুকরো কাঠ জানলার ওপর সজোরে ছুঁড়ে মারল।

পিনাকী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল, বটে!…এই, ফুর্তিসে হাত লাগাও—আভি তোড় ডালনে চাহি—আভি!

প্রবল চাপে অনড় দরজা এতক্ষণে অনেকটা আয়ত্তে এল। গুণ্ডারা সমস্বরে চীৎকার করে উঠল।

ঠিক সেই মুহূর্তে কারখানার সামনে দুখানি গাড়ি এসে পড়তেই হিরণ্ময়, ভূদেব ও অন্যান্য আরোহীরা নেমে পড়লেন। ভেতর থেকে পূর্বের অস্পষ্ট শব্দ আরও স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছিল।

ভূদেব হিরণ্ময়কে ফটকের কাটা দরজাটা দেখিয়ে দিল।…আর ঠিক সেই সময়ে অন্যান্য জীপগুলিও এসে পৌঁছল অকুস্থলে।

ভূদেব আপন মনে স্বগতোক্তি করল, বন্দিনী হয়েও ঘরের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে উনি যে এ পক্ষকে খুবই মুশকিলে ফেলেছেন, ওদের কথা শুনেই বুঝেছিলাম।

শিবরামবাবু বললেন, শব্দ শুনে মনে হচ্ছে, দরজা এখনও ভাঙতে পারে নি।

হিরণ্ময়বাবু নির্ভয় কণ্ঠে বলে ওঠেন, কি করে ভাঙবে? অলকার সংবাদে জানা গেছে ওটা হচ্ছে ওঁদের স্ট্রং-রুম!

পার্শ্বস্থিত পুলিস অফিসারটি চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলেন, তা হলে স্যার?

নিঃশব্দে ফটকের এই গুপ্ত দরজাটা খুলে ভেতরে যাব।···মংচুকে ডাকো—কাজে সে ওস্তাদ।

ভেতরের অবস্থা তখন দারুণ। পিনাকীর নির্দেশে গুণ্ডাদের উন্মত্ত প্রচে চলেছে। কক্ষমধ্যে কম্পমান দরজাটিকে সবলে ঠেলে রক্ষা করতে গৌরী প্রাণপ চেষ্টা করছে।

আর বাইরে চীনা মিস্ত্রী মংচু বৈদ্যুতিক করাত ঘর্ষণে ফটকের দরজার মং গুপ্ত অংশটুকুর অর্গল ছিন্ন করছে।

ভেতরের দ্বার ভাঙবার আগেই, বাইরের গুপ্ত দ্বার খুলে গেল এবং সে সংকীর্ণ পথ দিয়ে একে একে অনেকে ভেতরে ঢুকতে লাগলেন। বাইরে সংকী দ্বারপথটিতে শুধু দু জন প্রহরী প্রহরায় রইল উদ্যত সঙীন হাতে।

রুদ্ধ ঘরের দরজা শেষ পর্যন্ত প্রবল চাপে খিল ভেঙে খুলে গেল। সামনে যে কজন লোক সবলে দরজা ঠেলছিল, তারাও সঙ্গে সঙ্গে তৈজসপত্রের ওপ হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল—অল্পবিস্তর আহতও হল কেউ কেউ!

গৌরী এই সময় এক খণ্ড লৌহদণ্ড নিয়ে বিক্ষিপ্ত টেবিলখানির পাশে দাঁড়া দৃপ্ত ভঙ্গিতে—আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে।

দলিলের মত একখানা কাগজ হাতে করে পিনাকী সদর্পে বিক্ষিপ্ত দ্রব্যগুলির ওপর দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক জন গুণ্ডাও তাকে অনুসরণ করল।

পিনাকী ঘরের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে আপনমনে গজরাতে লাগল, এত তকলিফ করবার কোন দরকারই ছিল না—মিছিমিছি এতখানি সময় নষ্ট হয়ে গেল।

অনুগামী এক জন গুণ্ডা গৌরীর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, এখন বাঁচাইবে কেডা? পাকিস্তান হৈতে তোমার পাইছা পাইছা আইন্না তোয়াকে তোয়াকে ছিলাম। এখন বালয় বালয় ঐ খত খানারে সই দিয়া আমাগোর সাথে চল!

গৌরী ফুঁসে উঠল, মুখ সামলে। কার পয়সা খেয়ে এই দুষ্কার্যে নেমেছিস শুনি?

গুণ্ডাটি চোখের এক বিশ্রী ইঙ্গিত করে বললে, তোমার মাস্থই পয়সা দিয়া ঢাকা হতি পাঠাইছে তোমারে সেহানে লিয়া যাবার তরে!

পিনাকী মৃদু হেসে বললে, কথা এখন রাখ্, ওকে বল্ কাগজখানায় সই করে দিতে।

গৌরী দৃপ্তভঙ্গিতে বললে, এমনি কিছু মতলব নিয়েই এ কাজ করেছ তা জানি। কিন্তু আমাকে তুমি এখনও তা হলে জানতে পার নি—

পিনাকী তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললে, জানাজানি এখনই হয়ে যাবে—মুখ শোকাশুকি পর্যন্ত। পাকিস্তানের মেয়ে তুমি—ওদেশের চলতি কথা শোন নি—পড়েছি মামদোর হাতে, খানা খেতে হবে সাথে! সইও করবে, আর সুড় সুড় করে পাশে বসে খানাও খাবে—

গৌরী কোমরে আঁচল বেঁধে এমন বলিষ্ঠ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল যে দেখলেই মনে সম্ভ্রম না জেগে পারে না। পিনাকীর মুখের কথা ওই পর্যন্ত নির্গত হতেই সে সবেগে চোখের পলকে এগিয়ে গিয়ে তার গালে সজোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল।

পিনাকী ও দলের সকলে প্রথমে থতমত খেয়ে চেয়ে রইল। পরক্ষণে পিনাকীর পৌরুষ উদ্দীপিত হয়ে উঠতেই সে পাশের দুটো গুণ্ডাকে হুকুম দিল, শরম কি বাত্—চুপচাপ খাড়ে হ্যায়! তুমভি বে-ইজ্জতি কর, কান পাকাড়কে—

আদেশ পেয়ে গুণ্ডাদ্বয় অগ্রসর হতেই গৌরী বাঁ হাতের লৌহদণ্ডটি ডান হাতে বাগিয়ে ধরে বললে, খবরদার!

এই সময় বারান্দায় হিরণ্ময় প্রভৃতিকে আসতে দেখে মহাঙ্গীর চীৎকার করে উঠল, বাবুজী!

কিন্তু পরক্ষণে হিরণ্ময়ের হাতের পিস্তলের নির্দেশ ও তাঁর দৃপ্ত চোখের ইঙ্গিত তাকে স্তব্ধ করে দিল।

কক্ষমধ্যে তখন গৌরী এক মহাসঙ্কটের সম্মুখীন। টেবিলের এক দিকে দাঁড়িয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে হাতের প্রহরণটি আত্মরক্ষার জন্যে ব্যবহারে উদ্যত হয়েছে। এই সময় বাইরের গুণ্ডারা চীৎকার করে উঠল. হুঁশিয়ার ভাইলোক, পুলিস!

হিরণ্ময় তখন সদলবলে ঘরে ঢুকে দরজা আগলে দাঁড়িয়েছেন। গুণ্ডাদের হাতের ছোরা পুলিসের হাতের পিস্তল দেখে হাত থেকে পড়ে গেল।

হিরণ্ময়বাবু তাদের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, এ কী ব্যাপার—লুঙ্গিপরা এক দল মুসলমান গুণ্ডা?

গৌরী বললে, ওরা মুসলমান সেজেছে আমাকে ভয় দেখিয়ে নার্ভাস করবার

তাই নাকি ?—হিরণ্ময় বলেন।

গৌরী বললে, হিন্দুর মেয়েকে ঘাবড়ে দেবার এ একটা মস্ত চাল কি সেই জন্যেই এই পিনাকীবাবু এদের মুসলমান সাজিয়েছেন। এই দেখুন রহ —গৌরী নিকটের এক গুণ্ডার নূরটি ধরে টানতেই সেটা খুলে এল।

হিরণ্ময়বাবু চাপা হাসিতে মুখখানা রঞ্জিত করে বলে উঠলেন, এই বুদ্ধি ওরা তোমাকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল ?—তুমি বললাম বলে রাগ করো না —শিবরামবাবুর হাতে আমি তোমার বাবার চিঠি পেয়েছি মা!

এবার বিস্মিত হবার পালা গৌরীর, সে বলে ওঠে, আপনিই তা হলে—

তোমার পিতৃবন্ধু হিরণ্ময় লাহিড়ী। তখন ছিলাম ব্যারিস্টার—এখন হয়ে মা পুলিস অফিসার।

বুঝেছি, কাকাবাবুই আপনাকে—

এবার কথা বললেন শিবরামবাবু, না মা, ওঁকে আমরা পেয়েছি শাস্ত্রীমশা সৌজন্যে। আর তোমাকে এত শিগগির উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে মা দুটি লোকে পরম প্রচেষ্টায়। তাদের এক জন অলকা দেবী, আর এক জন এই ভূদেব শর্মা।

শিবরামের পাশেই ভূদেব দাঁড়িয়েছিল। তখন তার ছদ্মবেশ।

হিরণ্ময়বাবু হেঁকে উঠলেন, ওহে ভূদেব, তুমি এখন বেশ পরিবর্তন করতে পার। দূরদর্শিনী গৌরীমাও তোমার ছদ্মবেশ ধরতে পারে নি!

এই সময় পিনাকী তার হাতের কাগজখানি সবার অলক্ষ্যে নষ্ট করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু গৌরীর দৃষ্টি এড়ায় নি, সে ছুটে গিয়ে কাগজখানি কেড়ে নিয়ে বললে, তা হয় না পিনাকীবাবু! এটার ওপরে আমার লক্ষ্য আগে থেকেই আমি জানি, আমাকে এভাবে আটকাবার মূলে আছে ওই কাগজের ব্যাপারটি

তার পর হিরণ্ময়বাবুর দিকে সেটি বাড়িয়ে ধরে গৌরী বললে, এটা পড়লেই সব বুঝতে পারবেন কাকাবাবু!

হিরণ্ময় বজ্রকঠিন স্বরে আদেশ দিলেন, হ্যাণ্ড-কাপ লাগাও এদের সবাইকে এখন এই ঘরেই আমাদের এজলাস বসিয়ে স্যার সোমেশ্বরের এই গুপ্ত লীলা ক্ষেত্রটির রহস্যভেদ করা যাক্।

॥ একত্রিশ ॥

গৌরীর ব্লকে পড়বার ঘরে সকলে সমবেত হয়েছেন। শিবরামবাবু, ভূদেব, বিপিন, কুসুম, গৌরী এবং তার পোষ্যবর্গ।

গৌরী বিপিনের দিকে ফিরে বললে, পথেই কাকাবাবুর কাছে আপনার কথা শুনেছি। কুসুমদির পুণ্যেই ভগবান আপনাকে অমঙ্গলের ভেতর থেকে মঙ্গল-রূপেই এনে দিয়েছেন। আপনার সব কথা ধীরে-সুস্থে শুনব। এখনও মাথার ওপরে যেন আগুন জ্বলছে—কাকাবাবু যেভাবে চারদিক দিয়ে নিজের বিপদ ডেকে এনেছেন, তা থেকে ওঁকে বাঁচানোই এখন মস্ত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিপিন গদ্‌গদ স্বরে বলে উঠল, এখন আমি জেনেছি মা, মাথার ওপরে ভগবান বলে এক জন আছেনই—তার সাক্ষী আমি মা! তাই তাঁকেই জানাচ্ছি, তোমার সব মুশকিল তিনি আসান করে দিন মা।

গৌরীও শ্রদ্ধাভরে বললে, বয়োজ্যেষ্ঠ আপনি, নিজের মন থেকে যা বললেন, আমি এর ওপর শ্রদ্ধা রাখি। এত বড় বিপদ থেকে যিনি আপনাকে রক্ষা করেছেন, আপনার কথাও তিনি ঠেলতে পারবেন না। তার পর শিবরামবাবুর দিকে ফিরে বললে, কাকাবাবু, আপনাকে আর ছাড়া হবে না। ঈশান গিয়ে আপনার জিনিসপত্র সব আনবে। ভূদেববাবু আপনিও কিন্তু যেতে পারবেন না, তবে জেঠাবাবুকে খবর দিতে হবে। আপনি চিঠি লিখে রাখুন—তাতে লিখবেন, ও-বেলাই আমি তাঁর চরণ-দর্শন করতে যাব।

ভূদেব বললে, তা হলে আমরা এক সঙ্গেই যাব সকলকে নিয়ে, সেইটিই ভাল হবে। আর খবর আমি আগেই দিয়েছি।

এই সময় ঈশান সে-ঘরে প্রবেশ করল।

গৌরী সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলে, কাকীমার খবর কি ঈশানদা? কেমন আছেন?

ঈশান ঘাড় হেঁট করে হাত কচলাতে কচলাতে বললে, কিছু বুঝতে পারছি নি দিদি, মাথায় সাদা ফেট্টি বাঁধা মেয়েটি যেন চেড়ীর মতন সর্বক্ষণ ওনারে আগলে বসে আছে গো। বলে কথা কইতি মানা—মাথা নাকি আরও মন্দ হবে।

বার যাও বাপু!

গৌরী কুসুমের দিকে ফিরে ব্যগ্র কণ্ঠে বলে উঠল, কুসুমদি, তুমি সব দে
এ-বেলাও আমাকে ছুটি দিতে হবে, আমি কাকীমার কাছে চললাম।

স্যার সোমেশ্বরের অন্দরমহলে হিমানী দেবী শয্যায় শুয়েছিলেন। নার্স এ
দূরে টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে পথ্যাদি সাজিয়ে রাখছিল। গৌরী ঘরে ঢুক
গিয়ে দরজার কাছে একটু থমকে দাঁড়াল, তার পর মৃদু কণ্ঠে ডাকল, কাকীমা

হিমানী চমকে উঠে চাইলেন। গৌরীকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠে বসে
কণ্ঠে বলে উঠলেন, গৌরী! এসো মা, আমি যে তোমার পথ চেয়েই রয়েছি

নার্স কিছু বলবার আগেই গৌরী হিমানী দেবীর পাশে এসে বসে তাঁ
জোর করে শুইয়ে দিল, আপনি শুয়ে থাকুন কাকীমা, উঠলে আবার শ
খারাপ হবে।

হিমানী দেবীকে জোর করে শুইয়ে দিয়ে তাঁর পায়ে হাত বুলোতে লা
গৌরী।

হিমানী দেবী তৃপ্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, আঃ, তোমার হা
পরশ পেয়ে সমস্ত দেহ যেন জুড়িয়ে গেল। আঁতের টানে দরদ দিয়ে সেবা
আর মা দায়ে-পড়ে বেজার-মনে কন্না করায় ঢের তফাত।

এ কথা কেন বলছেন কাকীমা!

বড় দুঃখেই বলছি মা। নিজের দু-দুটো সোমত্ত মেয়ে নিজেদের সাজগে
আর শখ নিয়েই আছেন। আরও শুনবে মা—আমি নাকি পাগল হয়েছি,
ভয়ে আমার কাছে কেউ আসে না।

সে কি কাকীমা!

পিনাকী কোথা থেকে এক ডাক্তার এনেছে—সে পোড়ারমুখো নাকি ব
গেছে!

আর বলতে হবে না—বুঝতে পেরেছি কাকীমা। বাড়ির মধ্যে সুস্থ মা
শুধু আপনারই দেখি—কিন্তু সেটা কারুর সহ্য হচ্ছে না।

বলতে বুক ফেটে যায় মা, পেটে ধরেছি যাদের—আমার সেই মেয়েরা
আজ শত্তুর হয়েছে।

এই অবস্থা। ছেলেমেয়েদের মনে শ্রদ্ধা নেই, প্রাণে দরদ নেই—এ হচ্ছে শিক্ষার দোষ। সাধ করে বলি, গোড়া থেকে শিক্ষা শুরু করতে হবে।

কথাগুলো তোমার কড়া হলেও মনে হয় মা সত্যি।

ওষুধ খেতে তেতোই লাগে কাকীমা। মন যুগিয়ে কথা বলবার মেয়ে আমি নই। এও বলি, আমি হাতে যদি ভার পাই কাকীমা, সব ঘুরিয়ে দিতে পারি।

ওদিকে কিটি ও লটি আড়ি পেতে সেই মুহূর্তে ভেতরের কথাবার্তা সব শুনছিল। উভয়ের মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ হয়ে উঠল।

লটি বললে, শুনছ দিদি, পোড়ার মুখ নিয়ে ফিরে এসেও লজ্জা নেই—যা নয় তাই বলছে।

কিটি ক্রোধান্বিত কণ্ঠে বললে, শুনছি সব, দেখি না বাড়টা কত দূর ওঠে।

চুপ দিদি, শোন্।

হিমানী দেবী ও গৌরীর মধ্যে কথার টুকরোগুলো ভেসে আসছিল। হিমানী দেবী বলছিলেন, তোমার ঘর-কন্না, সংসার-গোছানো সব দেখে সত্যিই আমার ইচ্ছে করে মা তোমার হাতেই সব সঁপে দিই।

আপনি মা, আপনার যখন ইচ্ছে হয়েছে, হয়তো তা অপূর্ণ থাকবে না।

কিন্তু তোমার কাকাবাবু যে……

তবে আপনার ইচ্ছের কথা তুললাম কেন? সৎ অন্তরের ইচ্ছে যে অঘটন ঘটায়—ইচ্ছাময়ীও তখন মুখ তুলে তাকান। কাকাবাবুর মতও বদলাবে—সেরে উঠে সব শুনবেন।

কিটি ও লটি উগ্রচণ্ডীর ন্যায় ঘরে প্রবেশ করল। কিটি ঝেঁজে উঠে বললে, তুমি কি ভেবেছ শুনি? আমাদের কি কান নেই মনে করেছ?

গৌরী সহাস্যে উত্তর দিলে, শুধু কান কেন, চোখও যে আছে তা মানি। কিন্তু তোমাদের ঘটে যদি বুদ্ধির লেশমাত্রও থাকত, তা হলে মায়ের এই অবস্থায় তাঁর সামনে কোমর বেঁধে ঝগড় করতে আসতে না।

কিটি সরোষে বলে উঠল, ঝগড়া আমি করছি না—তুমি। জান……

গৌরী সবেগে উঠে কিটির মুখে সবলে হাত চাপা দিয়ে চাপাস্বরে বললে, থামো, এ ঘরে তোমাকে চেঁচাতে দেব না—বারান্দায় চল। তার পর নার্সের [illegible]

পেছু পেছু বেরিয়ে এল তাদের। কিটি রাগে ফুলছিল, ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললে, আমা গায়ে হাত তোল তুমি, এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি এখনই বাবাকে বলে……

লটি সামনে এগিয়ে এসে বললে, আমি বাবাকে ডাকছি দিদি!

থাক্, ও ঝাঁজ আর দেখাতে হবে না, গৌরী কঠিন কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠল কাকীমা তোঁমাদের গুণের ব্যাখ্যানা করছিলেন—তাই শুনে আর সহ্য হচ্ছে না! যে বাবার আদরে স্বর্গের সিঁড়ি দেখতে—ধরাকে সরা জ্ঞান করতে বাবা টাকার দেমাকে, সে বাপের খোঁজই বড় রাখ! ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে নিজেদে সাজগোজেই মত্ত শুধু।

কিটি চেঁচিয়ে উঠল, বেশ করি—আমাদের খুশি, তুমি বলবার কে?

এ কথা কাকাবাবুকে এখন জিজ্ঞাসা কর গে। সব খবরই তো রাখ, জান কাকাবাবুর ঘরে হ্যাণ্ডকাপ নিয়ে পুলিসের লোক বসে—ডেপুটি পুলিস কমিশনা নিজে তাঁর জবানবন্দি নিচ্ছেন,—আর আমার বলার ওপরেই তোমাদের ভবিষ্য নির্ভর করছে!

কিটি আঁতকে ওঠে, কি বললে?

লটি প্রশ্ন করে, বাবার ঘরে পুলিস?

হ্যাঁ, দুই বোনে তো সেকালের শাহজাদীদের মত চোখ বুজিয়ে শুধু খরচ করেই চলেছ—আর তোমাদের খরচ যোগাতে কাকাবাবুকে কল্পতরু হতে হয় তার যা ফল ফলেছে—বাইরে সকাল থেকে এত কাণ্ড চলেছে, তোমরা কো খবরই রাখ না!

কিটি নিজেকে সামলে নিয়েছে ততক্ষণে কিছুটা। স্বমূর্তিতে চেঁচিয়ে উঠল, তুমি মিছে কথা বলেছ।

লটি যোগ দিল দিদির সঙ্গে, আমার বাবার সম্বন্ধে তুমি……

চেঁচিও না। আড়াল থেকে দেখবে চল। আর এ-কথাও বলে রাখছি, বাবাকে বাঁচাতে হলে তোমাদের এই অতিবিলাস, বড়মানুষি, দম্ভ, অহঙ্কার —যাকে বল তোমরা অ্যারিস্টোক্রেসি, আজ থেকে সবই জলাঞ্জলি দিতে হবে।

॥ বত্রিশ ॥

স্যার সোমেশ্বরের কক্ষে স্যার সোমেশ্বর, হিরণ্ময়, স্থানীয় থানার ইন্সপেক্টর ও শিবরাম উপস্থিত হয়েছেন।

হিরণ্ময় প্রথম কথা বললেন, আপনার রাইট-হ্যাণ্ড পিনাকী সবই কনফেস করেছে। আপনার কারখানার রহস্য, গ্যাংম্যানদের হিস্ট্রি—সবই জানা গেছে! কি করে ওদের সংগ্রহ করেন, ওদের নিয়ে ফ্যাক্টরী চালান, আবার দরকার পড়লে বিরোধী দলের সভা ভাঙতে ওদের ব্যবহার করেন—সে সব খবর ওদের জবানবন্দি থেকেই জেনেছি। আপনারই মোটরে ধাক্কা খেয়ে বিপিন নামে সেই ভদ্রলোকটি সেন্স হারিয়ে ফেলেন—পরে বাক্‌রোধ হলে, গৌরীর বিরুদ্ধেই তাকে প্রয়োগ করবেন বলে পিনাকীর ব্লকে রেখে ছিলেন। কিন্তু তাঁরই স্ত্রী-পুত্রদের আশ্রয় দিয়েছিল গৌরী। এ থেকে যে নাটকীয় ব্যাপার ঘটেছে, সেও অস্বীকার করবার কথা নয়। তার পর নানা সূত্রে বিভিন্ন ব্যাপারে নিজের পদমর্যাদা ও প্রতিপত্তির সুযোগ নিয়ে সাধারণের যে টাকা এ পর্যন্ত আত্মসাৎ করেছেন, তার পরিমাণও নেহাত কম নয়।…এখন গৌরীর প্রসঙ্গে আসা যাক।

ইন্সপেক্টর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এ কিন্তু অত্যন্ত সাংঘাতিক কথা। আপনারা কথায় কথায় পাকিস্তানের দোষ দেখান, সেখানে নারীর লাঞ্ছনায় কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেন, আর এখানে নিজের ভাইঝিকে আটক করে স্বত্বচ্যুত করবার জন্যে এত বড় চক্রান্ত করতে নিজের বিবেকেও বাধে নি!

হিরণ্ময় পুনরায় শুরু করলেন, আপনি ভেবেছিলেন, গৌরীর বাবা প্রফেসার মানুষ, বিষয়ের ধার ধারে না—সেদিক দিয়ে মেয়েকে আপনার করুণার ওপরেই ফেলে রেখে গেছেন। আপনি সেই বিশ্বাসে গৌরীকে আমলই দিতে চান নি—সবটাই আত্মসাৎ করবার মতলবে ছিলেন। কিন্তু যজ্ঞেশ্বর তাঁর অংশের দলিলপত্র পাকা করে এবং সাবালিকা হয়ে গৌরী সে-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন—এই মর্মে এই উইল গচ্ছিত রাখেন আমারই কাছে। এ অবস্থায় গৌরীকে বিষয় থেকে [illegible]

হাতে এসেছে। আপনার বিরুদ্ধে এটাও যে কত বড় গুরুত্বপূর্ণ অভি
আপনি তা বুঝতে পেরেছেন আশা করি।

ইন্সপেক্টর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে স্যার সোমেশ্বরের দিকে তাকিয়ে ব
বাইরের ব্যাপারগুলোর কথা পরে হবে—আপনি এখন গৌরী দেবীর অ
সম্পর্কে কি বলতে চান?

বাইরের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে গৌরী, কিটি ও লটি ভেতরের ক
শুনছিল। গৌরী ইন্সপেক্টরের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে ঘরে
প্রবেশ করে বললে, কাকাবাবুর বলবার আগে আমি যদি কিছু বলি, দ
আপনারা শুনবেন কি?

হিরণ্ময়বাবু সাগ্রহে বলে উঠলেন, নিশ্চয় শুনব মা, তুমি বল।

দেখুন, আমার কাকাবাবুর মুখ বন্ধ হয়ে আছে আমারই জন্যে। এই
ঘটনাটাকে আপনারা যদি কাকাবাবুর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত চ্যালে
ধরেন, তা হলে সহজেই এর নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

চ্যালেঞ্জ বলে ধরব? কি উদ্দেশ্যে কথাটা বললে মা?—হিরণ্ময়বা
কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, গোড়া থেকেই কাকাবাবু আমা
প্রসন্ন হতে পারেন নি, তার কারণ আমাদের মতে ও পথে মিল ছিল না।
গরমিলের জন্যে কত যে মনোমালিন্য হয়েছে তার ঠিক-ঠিকানা নেই।
কাকীমা বুঝতে পারেন যে আমার পথটাই ঠিক। তখনই চ্যালে
কাকাবাবুর তরফ থেকে, উনি জয়ী হলে বাচ্ছাদের নিয়ে আমি আবার
যাব, যাবার ব্যবস্থা উনি করে দেবেন। আর আমি যদি না হারি, আম
ও মত কাকাবাবু নির্বিচারে মেনে নেবেন। বুঝতেই পারছেন এখন কা
অবস্থা?

হিরণ্ময়বাবু বলে উঠলেন, বটে! তুমি এখন এই চ্যালেঞ্জের কথা তু
বড় সঙীন কেসটাকে 'হাশ-আপ' করতে চাও? তুমি তো শিক্ষা পে
আইনের সিদ্ধান্তও বোঝবার মত জ্ঞান তোমার নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু কাকাবাবু, আপনারাও এ কথা অস্বীকার করবেন না যে, ও
চেয়ে বিবেকের সিদ্ধান্ত অনেক বড়।

থেকে সব চার্জই তুলে নিতে চাও তুমি—ওঁর বিরুদ্ধে তোমার কোন নালিশই নেই ?

এ কথা এখনও মুখে বলতে হবে আপনার কাছে ? দেখুন, দেশ স্বাধীন হলেও এর চারদিকে দুর্নীতি যেন কিলবিল করছে। এর উচ্ছেদ করতে হলে শুধু আইন দিয়ে হবে না, বিবেককে জাগিয়ে তারই সাহায্যে দুর্নীতি সরাতে হবে। আমি আপনাদের প্রতিশ্রুতি দিতে পারি—এক বছর পরে দেখবেন আমার কাকাবাবুর আর এক মূর্তি। উনিই তখন আমাকে পথ দেখাবেন। ঐ যে কাকাবাবুর গুণ্ডা তৈরীর কারখানার কথা বললেন, এক বছর পরে দেখবেন—ওখানকার সব দাগী বদমাশ মানুষগুলির প্রকৃতি কিভাবে বদলে গেছে।

মেনে নিলাম মা, তুমি যেন ওঁর ওপর থেকে নালিশ তুলে নিলে—তুমি দিলে ওঁকে মুক্তি। বাইরের আর সব ব্যাপারের নিষ্পত্তি কি করে হবে ?

সে ব্যবস্থাও অবশ্যই করতে হবে। আমি জানি, চারদিকে জাঁকজমকের মধ্যে থেকেও কাকাবাবুর দুঃখের অন্ত নেই। তাঁকে সুখী করতে পারাও কি সামান্য ভাগ্যের কথা! অসহায় শিশুদের মানুষ করবার ব্রত নিয়েছি বলে কি গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি ভুলে যাব ?

হিরণ্ময়বাবু সোমেশ্বরবাবুর দিকে ফিরে বললেন, এখন স্যারের কি অভিপ্রায় বলুন ?

আমার অভিপ্রায় তো আর স্বতন্ত্র কিছু থাকতে পারে না। হ্যাঁ, তবে আমার এই মেয়ের কাছে দোষ বলুন, ত্রুটি বলুন, অন্যায় বলুন, অত্যাচার বলুন—সব তাতেই নিজেকে কৃতাপরাধী স্বীকার করে একেই বিজয়িনীর মর্যাদা দিচ্ছি। আর আজ থেকে এই বাড়ি, চৌধুরী এস্টেট, বিজনেস—সব কিছু আমার গৌরীমার হাতে তুলে দিয়ে আধ্যাত্মিক পথে আমি সরে দাঁড়াচ্ছি। শুধু মুখের কথা নয়, আমি একরারনামা লিখে দিচ্ছি আপনাদের সামনে। গৌরীই জ্যোতির্ময়ী হয়ে সংসারের পথে আলো ছড়িয়ে দেখিয়ে দিক্ আমরা যাব কোন্ পথে।

গৌরী হেঁট হয়ে সোমেশ্বরের পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, সব ভারই যখন আমার হাতে তুলে দিচ্ছেন কাকাবাবু, তখন নিজেকেই বা আলাদা করে সরিয়ে রাখছেন কেন ? সব ভারের সঙ্গে আপনার ভারও আমি নিতে চাই যে।